বেতার বাংলা

মহান বিজয় দিবস ২০২২

পৌষ-মাঘ ১৪২৯

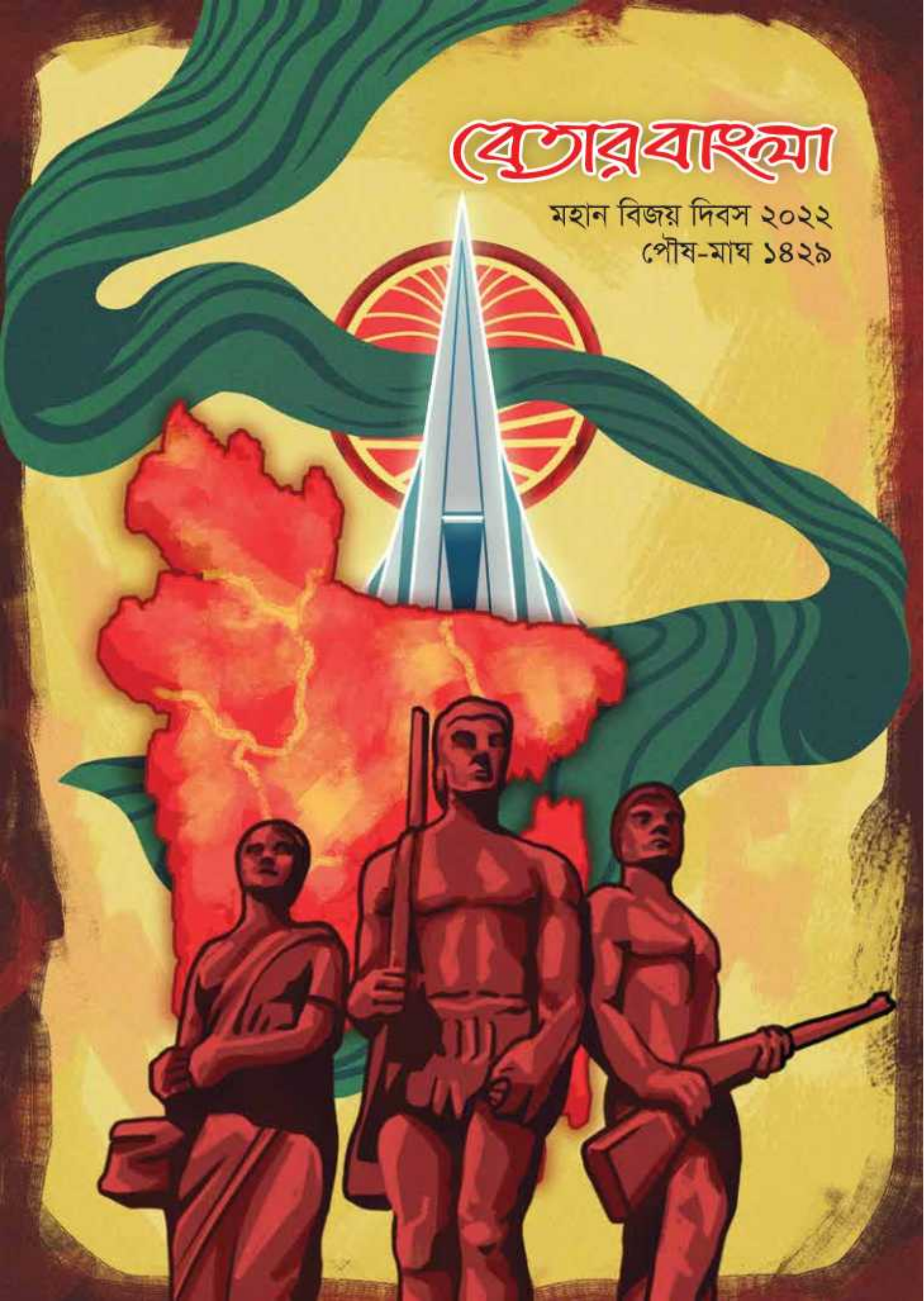

১৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তন বক্তা অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী ফরাসি অর্থনীতিবিদ Professor Dr. Jean Tirole কে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান করেন

২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে বঙ্গভবনে সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে তিন বাহিনীর প্রধানগণ সাক্ষাৎ করেন

২২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে বঙ্গভবনে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০২২ এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স ২০২২-এ অংশগ্রহণকারীগণ ফটোসেশনে অংশ নেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

পৌষ-মাঘ ১৪২৯ • ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ - ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গৌরবের দিন। ১৯৭১ সালের এইদিনে দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদান আর দুই লক্ষ মা-বোনের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কোটি বাঙালির আত্মনিবেদন ও বীরত্বে পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় বাঙালি জাতি। আজ আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করছি সেসব শহিদের আত্মদানকে। স্মরণ করছি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর ডাকে সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে স্বাধীন করেছে।

১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। বাংলার ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭২ সালের এদিন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। আজকের দিনের এ ঘটনা ছিল বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাসের আরেক বিজয়গাথা- অন্ধকার হতে আলোয় যাত্রা। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের পর বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানানোর জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল। আনন্দে আত্মহারা লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকা বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানায়। সেই সময়ে প্রকাশিত পত্রিকা থেকে জানা যায়, বিকাল পাঁচটায় রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে তিনি ভাষণ দেন। সশ্রদ্ধচিত্তে তিনি সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করেন, সবাইকে দেশগড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন।

বড়দিন বা ক্রিসমাস একটি বাৎসরিক খ্রিষ্টীয় উৎসব। ২৫ ডিসেম্বর তারিখে যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই উৎসব পালিত হয়। আজ থেকে দুই সহস্রাধিক বছর আগে জেরুজালেমের বেথলেহেম নগরীর এক গোয়াল ঘরে জন্মেছিলেন খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিষ্ট। তাঁর শান্তির বাণী শাশ্বত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। বর্তমান সংঘাতময় এ পৃথিবীতে যিশুর বাণী বিশ্বমানবতার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। রাষ্ট্রীয় এই সম্প্রচার মাধ্যমটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথমে অলইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। নাম হয় ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই সম্প্রচার মাধ্যম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসময় এটি স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

মহান বিজয় দিবস, বাংলাদেশ বেতারের ৮৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে বেতার বাংলা'র সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
জামান পুলক

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৩

লড়াকু বাংলাদেশকে অভিবাদন
ড. আতিউর রহমান ৪

একাত্তরের যুদ্ধ: রাশিয়া কীভাবে নিক্সনের গানবোট-কূটনীতি পণ্ড করে দিয়েছিল
মূল: রাকেশ কৃষ্ণান সিমহা। অনুবাদ: মুস্তাফা মাসুদ ৯

মহানায়কের বীরোচিত স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
মোহাম্মদ শাহজাহান ১৫

বড়দিনের মহিমা! মর্ত্যে এলেন পরিত্রাতা
পাস্টর প্রিন্স শমুয়েল সরেন ২৪

শীতঋতু, বাঙালির যাপিতজীবন ও সাহিত্য
শেলী সেনগুপ্তা ২৯

সময়ের সাথে বস্তুনিষ্ঠতায় বেতার সংবাদ
মোছাঃ তানিয়া নাজনীন ৩২

গল্প

দ্বিতীয় নবাবের অভিলাষ
রফিকুর রশীদ ১৯

মুজিবকোটের মেয়ে
ঝর্না রহমান ৩৪

ছবির এলবাম

বিজয় নিশান উড়ছে ঐ ৪৫

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ৬৬

বেতার সংবাদ ৮৪

৮১

বেতার পর্ব

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৫৩

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৭৪

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ৭৫

বাংলাদেশ বেতারের এফ এম ট্রান্সমিটারসমূহ ৭৮

কবিতা

স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর
নির্মলেন্দু গুণ ৮

শূন্যতায় শুরু
দিলারা হাফিজ ৮

আমার মায়ের নামে তোপধ্বনি
আবিদ আনোয়ার ১৪

আমাদের রাজকুমার ও বাংলাদেশ
অসীম সাহা ১৮

পিতা
নাসির আহমেদ ২৩

ডিসেম্বরের সকাল
সোহরাব পাশা ২৩

হৃদয় কাটা রক্তে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম
শাহনাজ মুন্নী ২৩

মৃত্যুহীন সময়ের ঘোড়া
জহীর হায়দার ২৮

ঠিক তার নাম'ই বিজয়
কল্পনা সরকার ২৮

একটি লাল সবুজ পতাকার জন্য
শামীমা নাইস ৩১

আপোশহীন অভিমানে তুমি
শারমিনা জাহান ৩১

চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ
পারভেজ বাবুল ৩৩

বিজয়ের পাদদেশে স্বদেশভূমি
বাশরী মহন দাস ৩৩

তরুপল্লব

বাবার গুলিবিদ্ধ জামা
অপু বড়ুয়া ৪০

স্বাধীনতার মানে
আরিফুল ইসলাম সাকিব ৪২

বিজয় মানে
অনিক মাযহার ৪২

খোকার ভাবনা
হুমায়ুন আবিদ ৪২

শীতের সকাল
মুহাম্মাদ শেখ মুসা ৪২

রহিমার স্বপ্ন
তারিকুল ইসলাম সুমন ৪৩

গতকাল থেকে বারবার ঘোষণা শুনছি আজ রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে। চারদিকে ভোর থেকে হৈ চৈ, জয় বাংলার জয়ধ্বনি। আমরা ধানমণ্ডি ১৮ নম্বর রোডের এই বাড়িতে গত আট মাস ধরে বন্দি। সবসময় ঘরের ভেতর থাকতে হয়। বাইরের ধ্বনি ভেসে এলেই রাসেল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চিৎকার করে ওঠে 'জয় বাংলা' বলে।

...

রেডিওতে আত্মসমর্পণের খবর শুনছি। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হল। মিত্রবাহিনী ভারত ও মুক্তিবাহিনীর পক্ষে জেনারেল অরোরা উপস্থিত থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেল নিয়াজীকে আত্মসমর্পণ করালেন। রেসকোর্সে স্বাধীন বাংলার পতাকা বিজয়ের স্বাক্ষর বহন করে উড়ল।

...কি আনন্দ, কি উল্লাস- চোখে অশ্রু, মুখে হাসি, কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি প্রকম্পিত করছে ঢাকা শহর তথা গোটা বাংলাদেশকে। আর আমরা? আমরা নরকে বসে দেখছি হায়েনার শেষ কামড়, শেষ উল্লাস। আমাদের বন্দিশালা তখনো স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত, তার উপর তখনও পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে।

...

আজ ১৭ ডিসেম্বর। সারারাত গুলি চালাবার পর একটু বিরতি। রমা এসে বলল, গেটে কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক এসেছিল, পাকসেনারা ওদের ঢুকতে দেয়নি। হাবিলদারটা ঘুমুচ্ছে তাই রক্ষে, নইলে ঠিক গুলি চালিয়ে দিত।

এর মধ্যেই দেখলাম ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে এবং পাকসেনাদের সারেন্ডার করবার জন্য চাপ দিচ্ছে। হাবিলদারকে ঘুম থেকে তোলা হল। সে কিছুতেই নমনীয় হবে না। আমরা সব সামনের কামরায় জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে গেট খুব কাছে, অনেক বাক-বেতণ্ডার পর পাকসেনারা সারেন্ডার করতে রাজি হল। তবে দুঘণ্টা সময় চায়। আমরা ভেতর থেকে প্রতিবাদ করলাম। মেজর অশোক নেতৃত্বে ছিলেন।

তাঁকে চিৎকার করে বললাম, ওদের যদি দুঘণ্টা সময় দেওয়া হয় তাহলে ওরা আমাদের হত্যা করবে। কাজেই ওরা যেন কিছুতেই চলে না যায়। আমাদের অনুরোধে ওরা ওদের অবস্থান নিয়ে থাকল এবং পাকসেনাদের আধঘণ্টা সময় দিল।

এত দুঃখের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যে হাসি চেপে রাখা যায় না। গেটে যে সেন্ট্রি দুজন ছিল ওরা দারুণভাবে কাঁপতে শুরু করল। এদিকে আমার মা জানালা দিয়ে ওদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। ওর মধ্যে একজনের নাম ছিল পায়েন্দা খাঁ। মা ওকে নাম ধরে ডেকে সারেন্ডার করতে হুকুম দিলেন। সে কাঁপতে কাঁপতে পাশের ট্রেঞ্চে ঢুকে গেল। ওর সাথী আগেই ট্রেঞ্চে ঢুকে বসেছিল।

দরজা উন্মুক্ত। আমরা সব ঘর থেকে ছুটে বারান্দায় চলে এলাম, ওরা সব অস্ত্র ফেলে দিয়ে একে একে সারেন্ডার করে গেল। মা সঙ্গে সঙ্গে আবদুলকে হুকুম দিলেন পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ফেলতে। পতাকাটি নামিয়ে মার হাতে দিতেই মা ওটাকে নিচে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে শুরু করলেন। তারপর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দুইপাশ থেকে জনতার ঢল নামল। সাংবাদিকরা ছুটে এলেন। মুক্ত হবার আনন্দের কান্নায় আমরা সবাই ভেঙে পড়লাম।

চোখে অশ্রু, মুখে হাসি, কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি, মনের সবটুকু আবেগ দিয়ে শ্লোগান দিয়ে চলছি- আর প্রতীক্ষায় কাল গুনছি। কখন আপনজনদের কাছে পাব। এ প্রতীক্ষা কেবল আমার নয়, প্রতিটি বাঙালির। তাদের নয়নের মণি মুজিবকে তারা কবে ফিরে পাবে। বিজয়ের এই আনন্দ তবেই তো পূর্ণতা লাভ করবে।

লড়াকু বাংলাদেশকে অভিবাদন

ড. আতিউর রহমান

একাত্তরে উত্তীর্ণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্থানের উপাখ্যান এক কথায় অসামান্য। লড়াকু এই বাংলাদেশকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। মাথা উঁচু করা এই বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বিস্ময়। চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটকালেও বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেকটাই বেশি গতিময়। একেবারে শূন্য হাতে শুরু করে অদম্য এই বাংলাদেশ আজ যে অর্থনৈতিক উচ্চতায় পৌঁছেছে তার ব্যাখ্যা দেয়া মোটেও সহজ নয়। নিঃসন্দেহে এদেশের মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রাম ও উদ্ভাবনের ফসল আজকের এই সক্ষম বাংলাদেশ। আর এর পেছনে আশা জাগানিয়া অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্বের জোর ভূমিকার কথা মানতেই হবে। সেকারণেই এ জাতির মনে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসেছে লড়াই করে বাঁচার এক অসামান্য অনুপ্রেরণা। নেতৃত্বের কথা বলতে গেলেই সবাইকে ছাপিয়ে উঠে আসেন বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। রাজনীতির অঙ্গণে তাঁর জীবনভর নিরন্তর জনকল্যাণের জন্য লেগে থাকা, জনগণের প্রতি তাঁর 'অক্ষয় ভালোবাসা' এবং 'করে করে শেখার' যে অদম্য বাসনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সেটিই ছিল জাতি হিসেবে আমাদের এগিয়ে যাবার মূল শক্তি। সর্বক্ষণ ভেবেছেন কি করলে জনগণের মধ্যে লড়াকু এক মনের সঞ্চার করা যায়। নিজেও তিনি সাহসী ছিলেন। কখনোই মৃত্যুকে ভয় পেতেন না। সেই সাহস তিনি পুরো জাতির মনে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে করেই তিনি এগিয়ে যেতেন। এ কথাটি তাঁর রাজনীতি ও দেশ পরিচালনায় সমানভাবে প্রযোজ্য। যা ভাবতেন তাই করতেন। তাই জনকল্যাণমুখী সকল ভাবনাকে তিনি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগী ভূমিকার সন্ধান পাই আমরা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন পরিচালনা, ছেষট্টির ছয়-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার প্রচারণায়, জেলে বসেও জাতিকে সাহস ও দিশা দেয়া এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী হিসেবে পূর্ব বাংলার কৃষক ও উঠতি শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার মতো নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাঝে। সেই অর্থে তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী নেতা। ছিলেন তিনি অভাজনের নেতা। অভিজনদের নেতৃত্বের পথরেখা থেকে সরে এসে ভিন্ন এক অভাজনমুখী রাজনীতির সূচনা তিনি করেছিলেন বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি কেমন

বাংলাদেশ চেয়েছিলেন তার ইঙ্গিত রেখে গেছেন তাঁর ভাষণে, ডায়েরিতে, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে, সংবিধানে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে এবং বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের রূপরেখায়। দুর্নীতিমুক্ত, সামাজিক দায়বদ্ধ এবং সাম্যের বাংলাদেশ গড়ার তীব্র আকাঙ্খার কথা তিনি তাঁর প্রতিটি কথায়, নীতিতে এবং দলিলে রেখে গেছেন। পরাধীন একটি জাতিকে স্বাধীনতার পথে টেনে এনেই তিনি ক্ষান্ত হননি। একই সঙ্গে মাত্র সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনায় তিনি হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কি করে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে হয়। জাতির দুর্ভাগ্য তাঁর সেই নান্দনিক নেতৃত্বের স্পর্শ বিশ্বাসঘাতকের দল খুব বেশি দিন পেতে দেয়নি। তবে তাঁর স্বপ্ন ও কর্মের রূপরেখাকে সম্বল করেই এগিয়ে চলেছে আজকের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধরে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে: "তাঁর রক্তে এই মাটি উর্বর হয়েছে/ সবচেয়ে রূপবান দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ/ তাঁর ছায়া দীর্ঘ হ'তে হ'তে/ মানচিত্র ঢেকে দ্যায় সস্নেহে, আদরে/ তাঁর রক্তে প্রিয় মাটি উর্বর হয়েছে-/ তাঁর রক্তে সবকিছু সবুজ হয়েছে।"- (রফিক আজাদ, 'এই সিঁড়ি')

বাংলাদেশের মানুষ ও মাটিকে তিনি বড্ড ভালোবাসতেন। সর্বক্ষণ তাঁর প্রিয় বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করতেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নিঃস্ব বাংলাদেশ। তবু তিনি তার সমৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর। তাইতো ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে তাঁর অন্তরের গহীনতম তল থেকে উচ্চারণ করেছিলেন, "কত কঙ্কাল, কত আর্তনাদ, কত হাহাকার। কবে যে ওদের মুখে হাসি ফুটাতে পারব জানি না। শুধু এতটুকু জানি, বাংলার মানুষের ভালোবাসা যেন আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে। সেই আশীর্বাদ আপনারা করেন। আমি যদি বুঝতে পারি যে বাংলার মানুষ যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে, সে ভালোবাসা থেকে যদি এতটুকু দূরে সরে যাই, আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারেন, সেদিন আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী থাকব না। প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য আমি এই স্বাধীনতার সংগ্রাম করি নাই। আপনারা অনেকেই জানেন প্রধানমন্ত্রী আমি হতে পারতাম অনেকবার। আমি চেয়েছিলাম সুখী সমৃদ্ধশালী শোষণহীন বাংলাদেশ।" এর আগেও তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন তিনি কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। বন্দি-জীবন শেষে লন্ডন হয়ে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরার পথে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিলেন নয়াদিল্লিতে। সেখানে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে উচ্চারণ করেছিলেন যে তিনি 'শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ' গড়তে চান। একই দিন বিকেলে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ জনতার সামনে তিনি আবেগঘন ভাষায় বলেছিলেন "যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে- পূর্ণ হবে না।" এর পরপরই তিনি আরও বলেছিলেন যে 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে' যেখানে 'একটি লোককেও আর না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না। সকল রকমের ঘুষ লেনদেন বন্ধ করতে হবে।' সাধারণ মানুষের এই অর্থনৈতিক তথা সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর সারাজীবনের মৌল বাসনা। এর প্রকৃষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর দেয়া আরেক ভাষণে: "আমি কি চাই? আমি চাই আমার বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত খাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক।" (১৯৭২ সালের ০৯ মে রাজশাহী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে)

তাঁর অন্তরের এই গভীর আকুতিই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নেয়া বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা ও নীতি কাঠামোতে। সেই নেতৃত্বের পরম্পরায় বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সীমানায়।

আছে দুঃখ। আছে কষ্ট। আছে সীমাহীন অপ্রাপ্তি। তবুও বুকে সব কষ্ট চেপে স্বদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জাতির পিতার আরাধ্য সোনার বাংলা অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে। মাঝখানে বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে নেমে এসেছিল চরম হতাশা, বিভাজন ও স্বাধীনতা-বিরোধী অপচেষ্টা। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে ফের বাংলাদেশ ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের পথরেখায়। এখনও আছে অন্যায়, অনাচার, অধিকার ও দুর্নীতি। কিন্তু শরতের কালো মেঘের পাশাপাশি রয়েছে কাশবনের উপরিভাগের মতো অনেক সাদা মেঘ। রয়েছে অনেক অর্জন। আজকের বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ঐসব কালো মেঘকে সুনীতি ও সুকর্ম দিয়ে কী করে ঢেকে ফেলা যায়। বাংলাদেশের 'ডিএনএনএ'র মধ্যে আছে বঙ্গবন্ধুর দেয়া মুক্তির জন্য লড়াই করে এগিয়ে চলার বাসনা। আর সেই 'ফাইটিং স্পিরিট' বা সামাজিক পুঁজিকে সম্বল করেই এগিয়ে চলেছে দুর্বার বাংলাদেশ। বিগত একান্ন বছরে বাংলাদেশ অনেক শিখেছে। করে করে এই শেখার মূল্য অনেক।

বঙ্গবন্ধু যা বলতেন তাই করতেন। সেকারণেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কালমাত্র বিলম্ব না করে তিনি নেমে পড়েছিলেন বাংলাদেশের সব মানুষের উন্নয়নের এক অসামান্য অভিযাত্রায়। সদ্য স্বাধীন দেশে ছিল না কোনো প্রতিষ্ঠান। ছিল না কেন্দ্রীয় সরকার। ছিল না এক ডলারও রিজার্ভে। ছিল না আইন-কানুনের তেমন কোনো ভিত্তি। ছিল মানুষের আকাশছোঁয়া চাওয়া। তারুণ্যের অসম্ভব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। ছিল সামাজিক অশান্তি সৃষ্টির নানা উস্কানি। এতো সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সহনেতাদের সঙ্গে নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। পর্যবেক্ষকদের সকল তাচ্ছিল্য ও হতাশাজনক ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করে তিনি বাংলাদেশকে উন্নয়নের 'মেঠোপথ' থেকে 'মহাসড়কে' যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুরুতে মাইনাস গ্রোথ, পরবর্তী সময়ে বিপুল খাদ্যঘাটতি, দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আন্তর্জাতিক বিশেষ মহলের খাদ্য সাহায্য-কেন্দ্রিক নষ্ট কূটনীতি এবং অস্থির ও বিভাজনের রাজনীতি মোকাবেলা করেই তিনি বাংলাদেশকে এক সুস্থিতির পথে নিয়ে এসেছিলেন। একই সঙ্গে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সদ্যজাত বাংলাদেশকে। বাহাত্তরের তিরানব্বই ডলারের মাথাপিছু আয়কে তিনি পঁচাত্তরেই ২৭৩ ডলারে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। কৃষি ও শিল্প- দুই পায়ে ভর করেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কৌশল অনুসরণ করে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, শরণার্থীদের পুনর্বাসন, রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্নির্মাণসহ কতো কিছুই না তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেছিলেন। শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ চলমান বাস্তবতায় অবধারিত ছিল। তবুও তিনি শেষদিকে ব্যক্তিখাতের প্রসারের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয়খাত, সমবায় ও ব্যক্তিখাতকে একই সূতোয় গেঁথে তিনি তাঁর মতো করে উন্নয়ন কৌশলের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যাও সামাজিক দায়িত্ববোধ বজায় রেখেও বাজার অর্থনীতির বিকাশে মনোযোগী হন। বঙ্গবন্ধুর মতোই কৃষিতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে এই খাতকে আধুনিক ও বহুমুখী করে চলেছেন। রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের প্রসারে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিযানে তিনি অসামান্য নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মেগাপ্রকল্প ছাড়াও গ্রাম-পর্যায়ে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে তিনি মনোযোগ দিচ্ছেন। এমনকি সাব-মেরিন ক্যাবল ব্যবহার করে চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছেন। আর সেকারণেই করোনা মহামারি সত্ত্বেও বাংলাদেশ বর্তমানে প্রায় সাত শতাংশের মতো হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। সংকট সত্ত্বেও ধীরে ধীরে অর্থনীতি তার পুরোনো গতি ফিরে পাচ্ছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বিচারে এশিয়ায় এক নম্বর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃত। পঁচাত্তরের পর যতো প্রবৃদ্ধি হয়েছে বাংলাদেশে তার ৭৩ শতাংশই অর্জিত হয়েছে বিগত এক যুগে। আধুনিক ও বহুমুখী কৃষি, বাড়ন্ত প্রবাসী আয় এবং মূলত পোষাকশিল্পের ওপর ভর করে ক্রমবর্ধমান রপ্তানি আয় বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির গতিময়তা ধরে রেখেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল অর্থনীতির দ্রুত প্রসারের নয়া সম্ভাবনা। আর এসবের পেছনে শক্তি যোগাচ্ছে বাংলাদেশের অবিশ্বাস্য ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা। যার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলাম স্থিতিশীল মূল্যস্ফিতি, টাকার বিনিময় হার এবং আট মাসের আমদানী মূল্যের সমান বৈদেশিক মুদ্রার মজুত। হালে এসব সূচকের যে অবনতি তা স্বীকার করতে কারোরই অসুবিধা হবার কথা নয়। সারাবিশ্বেই যে বইছে মন্দার পরম হাওয়া। কভিড-উত্তর বাংলাদেশে খুলে যাওয়া অর্থনীতিতে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই হঠাৎ আমদানির পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে ডলারের চাহিদা বেড়েছে। ডলার-টাকা বিনিময় হারে বেশ খানিকটা টানাপোড়ন দেখা দিয়েছে। আশা করছি সাময়িক এই সমস্যা কেটে যাবে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগও বাড়ছে। করোনা মহামারির মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই শক্তিবলেই বিপুল অংকের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। নিজের অর্থে শুধু পদ্মা সেতুই গড়েছে না, সারাবিশ্ব থেকে করোনার টিকাও সংগ্রহ করেছে সাহসী বাংলাদেশ। স্বাস্থ্যখাতে অর্থ খরচ করতে কখনোই দ্বিধা করেনি বাংলাদেশ। তাই কভিড থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে পেরেছে।

অর্থনৈতিক সূচকগুলোর বাইরেও বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির সূচকসমূহও লক্ষ্য করার মতো। গড় জীবনের আয়ু এখন ৭৩ বছর। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড়ের অর্ধেকে নেমে এসেছে। দারিদ্র্যের হার বিশ শতাংশের আশেপাশেই। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়লেও ভোগ-বৈষম্য অনেকটাই স্থিতিশীল। পদ্মা সেতু সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য মেগাপ্রকল্পগুলো সম্পন্ন হবার পথে। তাই আগামীতে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান আরও বাড়বে। বর্তমানে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা মন্থর। এ নিয়ে বিব্রত হবার কোনো কারণ নেই। কেননা সারাবিশ্বেই চলছে অর্থনীতির ব্যাপক সংকোচন। ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত বাংলাদেশ এখন উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে চাইছে। এরপর তার লক্ষ্য উন্নত দেশ হবার। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ বিশ্বসেরা। যদি রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনৈতিকতা এবং সামাজিক অশান্তি নিয়ন্ত্রণে রেখে উন্নয়ন অভিযাত্রা অক্ষুন্ন রাখা যায় তাহলে বাংলাদেশ নিশ্চয় তার আগামীর স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হবে। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ৪ গুণ। গত একান্ন বছরে জিডিপি বেড়েছে ৫১ গুণ, বাজেট বেড়েছে ৭৬৩ গুণ, রপ্তানি বেড়েছে আটশ গুণেরও বেশি। অর্থনৈতিক এই অসাধারণ অগ্রগতির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই আমরা এখন আগামীদিনের পথনকশা আঁকছি। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্যই আমাদের নীচের নীতি-উদ্যোগগুলো নিষ্ঠার সাথে পূরণ করতে হবে:

১. ভোগ স্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় রাখার চলমান স্বদেশি উন্নয়ন-কৌশল অব্যাহত রাখতে হবে।

২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর আরও জোর দিয়ে মানুষের ওপর বাড়তি বিনিয়োগ করে যেতে হবে।

৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রবোটিক্স, বড় মাপের ডাটা ব্যবস্থাপনার জন্য মানবপুঁজির দক্ষতা অর্জনে বিশেষ মনোযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. বর্তমান রপ্তানিখাতের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেই অন্যান্য সম্ভাব্য রপ্তানিখাতে বাজেট ও মুদ্রানীতির সমর্থন বাড়াতে হবে।

৫. পর্যটন ও বিনোদন শিল্পের বিকাশে সমর্থন আরও বাড়াতে হবে।

৬. খাদ্য-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে আরও সমর্থনের অংশ হিসেবে এসএমই ও বিদেশি বিনিয়োগের ওপর সমর্থন আরও বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে এদিকে নজর দিতে শুরু করেছে।

৭. তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে আমাদের দ্বিতীয় 'পোষাক শিল্পে' পরিণত করতে হবে। এরসাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদে ও মাঝারি ডিজিটাল উদ্যোক্তাদের বাড়তি প্রণোদনা দিতে হবে। আউটসোর্সিং-এ নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের বাড়তি লেনদেন ও প্রণোদনার সুযোগ দিতে হবে।

৮. টেকসই সবুজ নগরায়নে মনোযোগ দিয়ে রাজশাহীর মতো সবুজ নগরী গড়ে তুলতে হবে।

৯. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে বাংলাদেশকে দ্রুত সংযুক্ত করতে হবে।

১০. দেশের ভেতরে এবং বাইরের সাথে আমাদের উদ্যোক্তাদের সংযোগ আরও বাড়ানোর জন্য সবধরনের নীতি-সহায়তা দিয়ে যেতে হবে।

১১. মেগাপ্রকল্পগুলোই হবে আমাদের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মূল ক্ষেত্র। তাই এসব অবকাঠামো যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় সেদিকে নীতি-মনোযোগ বাড়াতে হবে। একটি শেষ করেই আরেকটির বাস্তবায়নে হাত দিতে হবে।

১২. বিদ্যুৎসহ সকল অবকাঠামোকেই সবুজ প্রবৃদ্ধি সহায়ক করার জন্য মনোযোগ আরও বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

১৩. কর-জিডিপি অনুপাত দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নিতে হবে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের অর্থ সংগ্রহ এবং স্মার্ট বাণিজ্য-কূটনীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। বাংলাদেশ হালে এসব দিকে নজর দিচ্ছে।

১৪. স্বদেশি শিল্পায়নকে মদদ দিয়ে জলবায়ু সহায়ক 'মেইড ইন বাংলাদেশ' স্লোগানকে কার্যকর করা জরুরি।

বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী নীতি-ভাবনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ধাপে ধাপে খাপ খাওয়ানো নীতি গ্রহণের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে আগামী দিনেও রাষ্ট্র, বাজার ও সমাজকে একই সূতোয় বেঁধে আমাদের রূপান্তরবাদী নীতি গ্রহণের সংস্কৃতিকে আরও জোরদার করে যেতে হবে। আর তাহলেই সোনার বাংলা নির্মাণের লক্ষ্য আমাদের পূর্ণ হবে। আর আমাদের স্বপ্নের এই উন্নয়ন অভিযাত্রাতেও বঙ্গবন্ধুই থাকবেন আমাদের চিরসাথী হিসেবে। কেননা তিনিই যে বাংলাদেশের আরেক নাম। নিঃসন্দেহে চলমান সংকটে বাংলাদেশ খানিকটা চাপের মুখে রয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধুই আমাদের শিখিয়েছেন সংকট মোকাবেলা করে কী করে সম্ভাবনার পথে হাঁটতে হয়। তিনি যে আমাদের অস্তিত্বের প্রতীক। তাঁর নামেই যে প্রতিদিন প্রকৃতি নিত্য নতুন কবিতা লেখে। তাই শেষ করছি মহাদেব সাহা'র কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে: "আমি আমার সমস্ত কবিত্ব শক্তি উজাড় করে/যে-কবিতা লিখেছি তার নাম শেখ মুজিব, এই মুহূর্তে আর কোনো নতুন কবিতা লিখতে পারবো না আমি/কিন্তু এই যে প্রতিদিন বাংলার প্রকৃতিতে ফুটছে নতুন ফুল শাপলা-পদ্ম-গোলাপ- সেই/গোলাপের বুক জুড়ে/ফুটে আছে মুজিবের মুখ/এ দেশের প্রতিটি পাখির গানে মুজিবের প্রিয় নাম শুনি, মনে হয় এরা সকলেই আমার/চেয়ে আরো বড়ো কবি/শেখ মুজিবের নামে প্রতিদিন লেখে তারা নতুন কবিতা/মুজিব গোলাপ হয়ে ফোটে, লাল পদ্ম হয়ে ফোটে/হৃদয়ে হৃদয়ে;/আমার না-লেখা প্রতিটি নতুন কবিতা জুড়ে গাঁথা আছে তার নাম, তার মুখচ্ছবি/লিখি বা না-লিখি শেখ মুজিব বাংলাভাষায় প্রতিটি নতুন কবিতা।"

সেই অবিনাশী কবিতার মৌল চেতনায় সিক্ত হয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

লেখক: অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক গভর্নর,
বাংলাদেশ ব্যাংক

স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর

নির্মলেন্দু গুণ

জননীর নাভিমূল ছিঁড়ে উলঙ্গ শিশুর মত
বেরিয়ে এসেছো পথে, স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও।
তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি পাক আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে,
প্রাত্যহিক বাহুর পেশীতে, জীবনের রাজপথে,
মিছিলে মিছিলে; তুমি বেঁচে থাকো, তুমি দীর্ঘজীবী হও।
তোমার হা-করা মুখে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে
সূর্যাস্ত অবধি হরতাল ছিল একদিন,
ছিল ধর্মঘট, ছিলো কারখানার ধুলো।
তুমি বেঁচেছিলে মানুষের কলকোলাহলে,
জননীর নাভিমূলে ক্ষতচিহ্ন রেখে
যে তুমি উলঙ্গ শিশু রাজপথে বেরিয়ে এসেছো,
সে-ই তুমি আর কতদিন 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা' বলে
ঘুরবে উলঙ্গ হয়ে পথে পথে সম্রাটের মতো?
জননীর নাভিমূল থেকে ক্ষতচিহ্ন মুছে দিয়ে
উদ্ধত হাতের মুঠোয় নেচে ওঠা, বেঁচে থাকা
হে আমার দুঃখ, স্বাধীনতা, তুমিও পোশাক পরো;
ক্ষান্ত করো উলঙ্গ ভ্রমণ, নয়তো আমারো শরীর থেকে
ছিঁড়ে ফেলো স্বাধীনতা নামের পতাকা।
বলো উলঙ্গতা স্বাধীনতা নয়,
বলো দুঃখ কোনো স্বাধীনতা নয়,
বলো ক্ষুধা কোন স্বাধীনতা নয়,
বলো ঘৃণা কোন স্বাধীনতা নয়।
জননীর নাভিমূল ছিন্ন-করা রক্তজ কিশোর তুমি
স্বাধীনতা, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমি বেঁচে থাকো
আমার অস্তিত্বে, স্বপ্নে, প্রেমে, বল পেন্সিলের
যথেচ্ছ অক্ষরে,
শব্দে,
যৌবনে,
কবিতায়।

শূন্যতায় শুরু

দিলারা হাফিজ

গভীর শূন্যতা বুকে নিয়ে ফিরে
এসেছিলে তুমি,
ধর্ষিতা বোনের লাশ ছুঁয়ে কেঁদে
কেঁদে ফিরেছিলে
বাতাসের মতো একা, যেন
যুদ্ধক্ষেত্রে বীর তুমি
নিজস্ব ক্ষতের দায় নিয়ে
নিজ বাসভূমে একা;
সোনাভাই বলে আর কোনোদিন
ডাকবে না কেউ
চুলে তার কলাবেণী ফোটাবে না
আর লাল ফুল,
ঝুমকো ফলের ফুল্ল নূপুর
বাজবে না দু'পায়ে
জোনাকির মতো ফিরে কেউ
আসে না আঁধারে
জানি, বোন, তুমি ঠিক ফিরে
আসো স্বপ্নে, পতাকা;
আমাদের স্বাধীনতা বুকে নিয়ে
সূর্যোদয়ে আসো
এসো তুমি একবার, বঙ্গবন্ধুর
দুহিতারূপে,
দেখবে এদেশে নেই আর
খুনিদের পাপাচার
আসো যদি তুমি, গোলা ভরে
যাবে সোনার ফসলে
আকাশ কাঁদিয়ে তবে বৃষ্টি হবে
বিজয় দিবসে।

একাত্তরের যুদ্ধ: রাশিয়া কীভাবে নিক্সনের গানবোট-কূটনীতি পণ্ড করে দিয়েছিল

মূল: রাকেশ কৃষ্ণান সিম্‌হা

অনুবাদ: মুস্তাফা মাসুদ

[১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন করে এবং সামরিক ও মানবিক সহায়তা প্রদান করে। এ যুদ্ধে তৎকালীন রুশ সরকারও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানায় ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। বস্তুত ভারত ও রাশিয়ার মতো দুই প্রভাবশালী মিত্রশক্তির নানামাত্রিক সাহায্য-সহযোগিতা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে ভিন্নতর গতি ও শক্তি প্রদান করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সরকার নির্লজ্জভাবে হানাদার পাকিস্তানকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সে সময়কার বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকা এবং স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান তথা সামরিক জান্তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন আজ ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসেবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় প্রতিটি মানুষের কাছে নিন্দিত-ধিকৃত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন দিশেহারা পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ভারতও সে আক্রমণের জবাব দেয়া শুরু করে। মাত্র ১৩ দিনের এই স্বল্পকালীন যুদ্ধটি এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ সার্বিক সামরিক আয়োজন শেষ হয় ১৬ ডিসেম্বর যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। প্রায় দু' সপ্তাহের এই যুদ্ধটি স্বতন্ত্রভাবে 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ' নামে ইতিহাসে পরিচিত হলেও এটি আসলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি এবং এটি ছিলো পাকিস্তানের এক হীন সামরিক দাবাখেলা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ডামাডোলের আড়ালে ফেলে আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে ভিন্নতর 'মেসেজ' দেয়ার জন্য পাকিস্তান এ হঠকারী আক্রমণ পরিচালনা করে- যাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বৃহত্তর তাৎপর্য ও উপযোগিতা হারায়; বিশ্বদৃষ্টি 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ'র প্রতি নিবদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদার করার সুযোগ হয়, আর বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ 'গৃহযুদ্ধ'র প্রপাগাণ্ডার নিচে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু সেই কূটপ্রচেষ্টা যে সফল হয়নি, আজকের স্বাধীন বাংলাদেশই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে অংশ নেয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এতটাই বেপরোয়া, অস্থির আর নৃশংস হয়ে ওঠেন যে, পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ পূর্বাঞ্চলে বিপর্যস্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে

সহায়তা প্রদান এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান মিত্রশক্তি ভারতের বাহিনীসহ মুক্তিবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার লক্ষ্যে তিনি বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর মোতায়েনের জন্য তা সাগর-পথে রওনা করিয়ে দেন; এই নৌবহর টনকিন উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছে। ওদিকে মার্কিন-প্ররোচনায় ব্রিটেনও যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে ভারতীয় লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য। এমতাবস্থায় ভারত বন্ধুদেশ রাশিয়ার নৌশক্তির সহায়তা কামনা করে। এই সংকটজনক সময়ে রাশিয়া কীভাবে মার্কিন গানবোট-কূটনীতিকে পণ্ড করে দিয়েছিল; আর কেন সপ্তম নৌবহর এবং ব্রিটেনের যুদ্ধজাহাজ যথাস্থানে পৌঁছতে পারেনি- সে বিষয়ে নানা অজানা কাহিনি এবং কূটনৈতিক মারপ্যাঁচের জটিল ঘটনাবলির বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে এই প্রবন্ধে। মূল প্রবন্ধটির নাম: **1971 War: How Russia sank Nixon's gunboat diplomacy**, (শিরোনাম ধরে গুগলে সার্চ দিলেই মূল লেখাটি দেখা যাবে।) বাংলাদেশের ইতিহাসের, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচনা করে প্রবন্ধটির অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হলো। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ এবং ভারতের পক্ষ থেকে তার কঠোরতর প্রত্যুত্তর প্রদানের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'গানবোট-কূটনীতি' একেবারে সামনে নিয়ে আসে এবং মিত্র ব্রিটেনকে তার সাথে নেয়। এ কারণে লেখাটিতে স্বভাবতই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বা অন্যবিধ বিবরণ নেই। ৩ ডিসেম্বর, '৭১-এ ঘোষিত এবং দৃশ্যমান ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার ১৩ দিনব্যাপী স্বতন্ত্র এই যুদ্ধটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। কিন্তু সচরাচর এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ তেমন চোখে পড়ে না। লেখক রাকেশ কৃষ্ণান এখানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই মূলত আলোচনা করেছেন অনেকটা বৈঠকি ঢং ও নাটকীয় চমকের প্রশ্রয়ে। প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও তা আসলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধেরই অপরিহার্য প্রাণভোমরা। কারণ, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতার কারণেই ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের এই সরাসরি ভারত আক্রমণ। সুতরাং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথেই তার অচ্ছেদ্য সম্পৃক্তি- ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্সের মাঠে যা মিলে যায় এক অভিন্ন বিন্দুতে; সূর্যকরোজ্জ্বল বিজয়ের এক ঐতিহাসিক সরণিতে।]

এখন থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগের কথা(২০১১ সালে এই প্রবন্ধ রচনাকালের হিসেবে), দক্ষ সেনাবাহিনী, এক অনমনীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং মস্কোর জোরালো কূটনৈতিক আনুকূল্যের কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে (৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ শুরু দু'সপ্তাহব্যাপী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে) ভারত এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। এটা অনেকেরই জানা নেই যে, সে যুদ্ধে রাশিয়ার জোরালো ভূমিকা কীভাবে ভারতের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল।

দৃশ্যপট: ওয়াশিংটন ডিসি, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১; সময়: সকাল ১০.৪৫ মি.

ভারতের ছ'টি বিমানঘাঁটিতে উপর্যুপরি বেপরোয়া পাকিস্তানি বিমান হামলার কয়েক ঘন্টা পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে টেলিফোনে কথা বলছেন। উল্লেখ্য, ওই গোঁয়ার্তুমিপূর্ণ হামলাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করে।

নিক্সন: সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তান তো দুশ্চিন্তার কারণ হয়েই উঠছে।

কিসিঞ্জার: তারা যদি যুদ্ধ ছাড়া তাদের দেশের অর্ধেকটা হারায়, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবেও তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে; তবে পরাজিত হলেও তারা যুদ্ধ করেই যাবে।

নিক্সন: পাকিস্তানের বিষয় তোমাকে পেরেশান করে দিয়েছে। কুত্তিটাকে (ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে) সাবধান করে দেওয়ার পরও ভারতের কাছে তারা (পাকিস্তান) হারছে। ওদেরকে বলে দাও: ভারত যখন বলে যে, পশ্চিম পাকিস্তান তাদেরকে আক্রমণ করছে, তখন সেটা যেন ফিনল্যান্ড কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার মতোই মনে হয়।

দৃশ্যপট: ওয়াশিংটন, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১; সময়: সকাল ১০.৫১ মি.

এক সপ্তাহ পর। ভারতীয় ট্যাঙ্কবহর পূর্ব পাকিস্তানে (পাকিস্তানি সৈন্যদের) যেভাবে কচুকাটা করছে আর পাকিস্তানি বিমান বাহিনীকে যেভাবে উপমহাদেশের আকাশ-সীমার বাইরে উড্ডয়ন করানো হচ্ছে, তাতে যুদ্ধের অবস্থা পাকিস্তানের জন্য খুব অনুকূলে যাচ্ছে না। ভারতীয় স্থল ও বিমান বাহিনী যেভাবে উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং তাদের মনোবল ভাঙনের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়।

নিক্সন: আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, পাকিস্তানকে রক্ষা করা- ব্যস!

কিসিঞ্জার: ঠিক। বিলকুল ঠিক, স্যার।

নিক্সন: বেশ, ঠিক আছে। এক্ষুনি ঐসব যুদ্ধবিমান পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

কিসিঞ্জার: সবই পাঠানো হচ্ছে। চারটি জর্ডানি বিমান ইতোমধ্যে পাকিস্তানের দিকে রওনা দিয়েছে, আরও বাইশটি আসছে। আমরা সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলছি; এখন আমরা দেখছি, তুরস্ক পাঁচটি দিতে চাইছে। সুতরাং একটা ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা এভাবে (যুদ্ধবিমান) পাঠানো অব্যাহত রাখছি।

নিক্সন: তুমি কি চীনকে বলবে যে, তারা যদি কিছু সৈন্য পাঠায় বা কিছু সৈন্য পাঠাচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি দেয়? তাহলে খুব সহায়ক হয়।

কিসিঞ্জার: অবশ্যই বলব।

নিক্সন: হয় সৈন্য প্রেরণ, নয়তো প্রেরণের হুমকি- দুটোর যে কোনো একটি। আমি কী বলতে চাচ্ছি, তা কি তুমি বুঝতে পেরেছো?

কিসিঞ্জার: জ্বি স্যার।

নিক্সন: পাকিস্তানের কাছে ফ্রান্সের কিছুসংখ্যক বিমান বিক্রির বিষয়টি কতদূর এগোলো?

কিসিঞ্জার: জ্বি, ইতোমধ্যেই তারা তা

করছে।

নিক্সন: এ কাজটি আরও অনেক আগে হওয়া উচিত ছিলো। চীন কিন্তু ভারতকে (এখনো) হুমকি দেয়নি।

কিসিঞ্জার: ওঃ, জ্বি স্যার।

নিক্সন: যা কিছু পাওয়া গেছে, তা পাঠিয়ে দেয়া দরকার। এক ডিভিশন সৈন্য, কিছু ট্রাক, কিছু বিমান উড়িয়ে দাও। তুমি তো জানো, এসব হলো কতিপয় প্রতীকী ব্যবস্থা। হেনরি, তুমি তো জানো যে, আমরা অমানবিক কিছু করতে যাচ্ছি না।

কিসিঞ্জার: জ্বি স্যার।

নিক্সন: তবে, এই ভারতীয়রা কাপুরুষ- ঠিক কী না?

কিসিঞ্জার: ঠিক, তবে তাদের সাথে রাশিয়া রয়েছে। আপনি দেখুন, ইরান ও তুরস্কসহ অনেক দেশকে রাশিয়া হুমকি দিয়ে বার্তা পাঠিয়েছে। রাশিয়া এক দুর্বিসহ খেলা খেলেছে।

যদিও দুই মার্কিন নেতা (ওপরের ফোনালাপে) ভারতীয়দের কাপুরুষ বলছিলেন, মাত্র কয়েক মাস আগে সেই ভারতীয়রাই তাদের চোখে সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিলো। নিচের ফোনা-লাপটি ১৯৭১ সালের মে মাসের।

নিক্সন: ভারতীয়রা সেটাই চায়, যা তাদের সত্যি সত্যি প্রয়োজন।

কিসিঞ্জার: তারা এমনই বেজন্মা!

নিক্সন: একটা সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ। কিন্তু তারা তা গায়ে মাখছে না। তবে তারা যদি দুর্ভিক্ষ না চায়, তাহলে সর্বশেষ তারা যে জিনিসটি চায় তা হচ্ছে অন্য আরেকটি যুদ্ধ। লড়ুক, হতচ্ছাড়া ভারতীয়রা একটি যুদ্ধে লড়ুক।

কিসিঞ্জার: তাদের আশপাশের সবার মধ্যে তারাই সবচেয়ে আগ্রাসী দানব।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়কে আধুনিক ভারতের সর্বোত্তম সময় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সুনিপুণ পেশাদারিত্ব; কিংবদন্তিতুল্য স্যাম ম্যানেকশ'র নিখুঁত নেতৃত্ব; এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃঢ়বদ্ধ আন্তর্জাতিক লবিং বিখ্যাত এক বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অবদান রেখেছিল। অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত (ভারত-পাকিস্তান) যুদ্ধের দু' সপ্তাহ

পর প্রায় ১ লক্ষ পাকিস্তানি সৈন্য বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ করে। এমন বড় আত্মসমর্পণের ঘটনা এর আগে শুধু একটাই আছে, (তা হলো) ১৯৪৩ সালে স্তালিনগ্রাডে জেনারেল পৌলাসের আত্মসমর্পণ। যাহোক, এ সবকিছুই ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন মস্কোর সাহায্য ব্যতীত ব্যর্থ হয়ে যেতে পারত; তা সম্ভব হয় এ কারণে যে, ১৯৭০ সালে একটি নিরাপত্তা চুক্তি* স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে নতুন দিল্লির দূরদৃষ্টি ছিলো।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে নিক্সনের কথোপকথন থেকে মনে হয়, ভারতের বিরুদ্ধে বিন্যস্ত পাকিস্তানি সমরশক্তি ছিলো অজেয়। পাকিস্তান জর্ডান, ইরান, তুরস্ক এবং ফ্রান্সের যুদ্ধ-বিমানের সমর্থন পেয়েছিল। আর নৈতিক ও সামরিক সমর্থন পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে। উভয়ের কথোপকথনে যদিও একটি বিষয় আসেনি, তা হলো: এ সময় সংযুক্ত আরব আমিরাত অর্ধ-স্কোয়াড্রন (৫০/৬০টি) যুদ্ধবিমান পাঠায় এবং পাকিস্তান নৌবাহিনীর পাশাপাশি যুদ্ধ করার জন্য ইন্দোনেশিয়া অন্তত একটি রণতরী পাঠায়। এমতাবস্থায়, দৃশ্যপটে রাশিয়ার উপস্থিতি এমন এক আয়োজনকে পণ্ড করে দেয়, যা ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী সাঁড়াশি আক্রমণ চালাতে পারত।

পরাশক্তিগুলো মুখোমুখি

নিক্সন ও কিসিঞ্জার নানা বিষয় আলোচনায় যেভাবে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন, তার মধ্যেই ১০ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তর একটি গোপনীয় মার্কিন বেতারবার্তা ধরে ফেলে। ঐ বার্তায় উল্লেখ ছিলো: মার্কিন সপ্তম নৌবহর যুদ্ধ-এলাকায় পাঠানো হয়েছে। (প্রকৃতপক্ষে) সপ্তম নৌবহর তখন টনকিন উপসাগরে অবস্থান করছিল। ঐ নৌবহরে ছিলো ৭৫ হাজার টন পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন বিমানবাহী যুদ্ধযান- ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ। (সপ্তম নৌবহর) বিশ্বের সর্ববৃহৎ যুদ্ধজাহাজ, এটি বহন করছিল সত্তরটির বেশি ফাইটার ও বোমারু বিমান। সপ্তম নৌবহরে আরও ছিলো: নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র-সজ্জিত দ্রুতগতিসম্পন্ন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস কিং; নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী রণপোতসমূহ- ইউএসএস ডেকাটুর, পাসনস এন্ড তাতার স্যাম এবং অতর্কিত আঘাত হানতে সক্ষম এক বিশাল উভচর জাহাজ ইউএসএস ত্রিপোলি। অন্যদিকে, ভারতীয় শহরসমূহ এবং মার্কিন নৌবহরের মাঝখানে অবস্থানকারী ভারতীয় নৌবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় নৌবহর ভিক্রান্ত-এ ছিলো মাত্র বিশটি হালকা যুদ্ধবিমানসহ বিশ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন বিমানবাহী যান। ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় নৌবহর থেকে মার্কিন সপ্তম নৌবহরে আক্রমণ চালানোর বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল এন. কৃষ্ণান বলেন: "আমাদেরকে শুধু নির্দেশ দিন।" (ভারত-পাকিস্তান) যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ভারতীয় বিমান বাহিনী

পাকিস্তানি বিমান-শক্তির মূলোৎপাটন করে। এ বিষয়টি ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ'র যুদ্ধ- বিমানগুলোর যে কোনো সম্ভাব্য হামলার বিপরীতে সতর্ক-বার্তা ছিলো বলে বর্ণিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে, সোভিয়েত গোয়েন্দা দপ্তর জানায় যে, বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ ঈগলসহ ব্রিটিশ নৌসেনাদের একটি দল ভারতীয় জলসীমার নিকটে পৌঁছে গেছে। আধুনিক ইতিহাসে সম্ভবত এটি ছিলো অন্যতম নিন্দার্হ ঘটনা- যেখানে জার্মানির নাজি বাহিনীর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর এই প্রথম বৃহত্তম গণহত্যা সংঘটনকারীদের রক্ষার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দুটি গণতান্ত্রিক শক্তি বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক শক্তি (ভারত)-কে হুমকি প্রদান করছিল। যাহোক, ভারত তাতে ভীত হয়নি। সে ঠাণ্ডা মাথায় (ইতোপূর্বে সম্পাদিত) ভারত-সোভিয়েত নিরাপত্তা চুক্তির একটি গোপনীয় ধারা কার্যকর করতে মস্কোকে অনুরোধ করে- যার অধীনে রাশিয়া যে কোনো বহিঃশক্তির আগ্রাসন থেকে ভারতকে রক্ষায় বাধ্য ছিলো। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সৈন্যরা ভারতকে ভীতি প্রদর্শন করতে সমন্বিত সাঁড়াশি হামলার পরিকল্পনা করে। সে অনুযায়ী- আরব সাগর থেকে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজগুলো ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকাসমূহে টার্গেট করবে; আর মার্কিন সৈন্যরা পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরে তাদের দৃপ্ত-উপস্থিতি জানান দেবে, যেখানে ১ লক্ষ পাকিস্তানি সৈন্য আটকা পড়েছিল অগ্রসরমান ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সাগরের মাঝখানে।

এই দ্বিমুখী ব্রিটিশ-মার্কিন হুমকি মোকাবিলায় রাশিয়া ১৩ ডিসেম্বর ভ্লাদিভোস্টক থেকে পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জিত ছোট রণতরীর বহর (ফ্লোটিলা) প্রেরণ করে, যার সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন টেনথ অপারেটিভ ব্যাটল গ্রুপ (প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর)-এর অধিনায়ক অ্যাডমিরাল ভ্লাদিমির ক্রুগলিয়াকভ। যদিও রুশ নৌবহরটি পর্যাপ্ত সংখ্যক পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জিত জাহাজ ও পারমাণবিক সাবমেরিনে সজ্জিত ছিলো, কিন্তু তাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ছিলো সীমিত দূরত্বের (৩০০ কিলোমিটারেরও কম)। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌবহরকে কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য রুশ কমান্ডাররা তাদেরকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার ঝুঁকি গ্রহণ করেন, যাতে তাদেরকে আক্রমণ-সীমানার মধ্যে আনা যায়। এটি তারা করেন নিখুঁত সামরিক নিপুণতায়। অ্যাডমিরাল ক্রুগলিয়াকভ- যিনি ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের কমান্ডার ছিলেন, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর রাশিয়ার একটি টিভি অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে স্মৃতিচারণ করে বলেন, মার্কিন ও ব্রিটিশদের ভারতীয় সামরিক স্থাপনার কাছাকাছি আসা প্রতিহত করতে মস্কো রুশ যুদ্ধ-জাহাজগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল। মাননীয় ক্রুগলিয়াকভ যোগ করেন: "চিফ কমান্ডারের নির্দেশ ছিলো যে, আমেরিকানরা দৃষ্টিসীমায় এলে আমাদের সাবমেরিনগুলো পানির ওপরে ভেসে উঠবে। এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাদের এটা দেখানোর জন্য যে, ভারত মহাসাগরে আমাদের পারমাণবিক সাবমেরিন আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, সময়মতো আমাদের সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজগুলো যখন পানির ওপর ভেসে উঠল, তখন তারা আমাদেরকে শনাক্ত করতে পারল। মার্কিন নৌবহরের চলার পথে যুদ্ধজাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র-সজ্জিত সোভিয়েত ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও পারমাণবিক সাবমেরিনগুলো দাঁড়িয়ে থাকল। আমরা তাদেরকে ঘিরে রাখলাম এবং এন্টারপ্রাইজ-এর দিকে আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাক করে রাখলাম। আমরা তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখলাম এবং করাচি, চট্টগ্রাম কিংবা ঢাকার কাছাকাছি হতে দিলাম না।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে, ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের কমান্ডার অ্যাডমিরাল ডিমোন গর্ডনের একটি বেতারবার্তা রুশদের হস্তগত হয়; যেখানে গর্ডন সপ্তম নৌবহরের কমান্ডারকে বলছিলেন: "স্যার, আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখানে রুশ পারমাণবিক সাবমেরিন এবং বহুসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রয়েছে।" এরপর ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলো মাদাগাস্কারের দিকে পালিয়ে যায়; পক্ষান্তরে, বৃহত্তর মার্কিন টাস্কফোর্স বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের আগেই থেমে যায়। রাশিয়ার এই কুশলী যুদ্ধ-পরিচালনা ভারত এবং মার্কিন-ব্রিটিশের মধ্যকার সরাসরি সংঘাত ঠেকাতে সুস্পষ্টভাবে সহায়তা করেছিল। নতুনভাবে বিগ্রথিত দলিলপত্র থেকে জানা যায়: মার্কিনিরা ভারতকে প্রতিহত করার জন্য তিন ব্যাটালিয়ন মেরিন সেনা সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রেখেছিল এবং মার্কিন বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে নিশানা করার নির্দেশ দেয়; যে বাহিনী পাকিস্তান আর্মির মধ্যকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ তছনছ করে দেয় এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী লাহোরের প্রবেশপথের মহাসড়কে প্রচণ্ড কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। মার্কিনিদের উপর্যুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য অবহিত থাকা সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য স্বীয় পরিকল্পনায় অগ্রসর হন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতকৃত ছয় পৃষ্ঠার এক নোট অনুযায়ী– "বিদেশে মোতায়েন বোমারু বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজ প্রয়োজনবোধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থাসমূহের ওপর বোমাবর্ষণের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতো ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলো।"

নির্লিপ্ত চীন

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের তাগিদ এবং সাহায্যের জন্য পাকিস্তানের মরিয়া-আহ্বান সত্ত্বেও চীন কিছুই করেনি। মার্কিন কূটনৈতিক দলিলপত্র থেকে দেখা যায়: ইন্দিরা গান্ধী জানতেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছিল। ১০ ডিসেম্বর (১৯৭১) অনুষ্ঠিত ভারতীয় মন্ত্রিসভার বরাত দিয়ে এক তারবার্তায় বলা হয়: "প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রিসভায় বলেন, চীন যদি সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে সে জানে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সিনকিয়াং অঞ্চলে সক্রিয় হবে। ঐ সময় ভারতকে সোভিয়েত বিমানবাহিনীর সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকতে পারে।"

অসহনীয় ঘৃণা

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১, পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত পাকিস্তানি সামরিক কমান্ডার

জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেলকে বলেন যে, তিনি আত্মসমর্পণ করতে চান। এ সংবাদ ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তা নতুন দিল্লিতে পুনঃপ্রেরণ করতে দীর্ঘ ১৯ ঘণ্টা সময় নেয়া হয়। নথিপত্র দৃষ্টে মনে হয়, সিনিয়র ভারতীয় কূটনীতিকবৃন্দ সন্দেহ করেছিলেন যে, ওয়াশিংটন সম্ভবত ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করছিল; সে কারণেই এই বিলম্ব।

কিসিঞ্জার এতটাই বাড়াবাড়ির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানির রাইনল্যান্ডে হিটলারের সামরিক হামলার রেফারেন্স দিয়ে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সংকটকে অভিহিত করেন 'আমাদের রাইনল্যান্ড'** বলে। এ ধরনের শক্তিশালী চিত্রকল্প থেকে বোঝা যায়, কিসিঞ্জার এবং নিক্সন কী সাংঘাতিকভাবে ভারতকে হুমকি হিসেবে দেখতেন।

একাত্তরের যুদ্ধ বিষয়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এক গবেষণা বলছে: ''৩০ মার্চ এক মার্কিন তারবার্তায় ব্যাপক পরিসরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে আখ্যায়িত করা হয় 'বাছাইকৃত গণহত্যা' বলে– এবং গণতন্ত্রের প্রতি নিরঙ্কুশ অশ্রদ্ধা নিক্সন এবং কিসিঞ্জারের জন্য ছিলো বেমানান। প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তানি একনায়ক ইয়াহিয়া খানের আচার-আচরণের অগণতান্ত্রিক আদল দেখে বোঝা যায়, কী বিষয় তাদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপরিমেয় নৃশংসতার উল্লেখ করা যায়। সে ক্ষেত্রে নিক্সন ও কিসিঞ্জার ছিলেন নির্লিপ্ত, অবিচলিত। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হতাহতের খবরের প্রেক্ষিতে এক সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ মিটিং-এ কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন: 'ব্রিটিশরা অতটা বছর ভারত শাসনকালে ৪০০ মিলিয়ন ভারতীয়কে ভদ্রভাবে শাসন করেনি'।''

নিক্সন ও কিসিঞ্জার সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভকে টেলিফোন করেন এবং ভারত পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করবে না মর্মে নিশ্চয়তা চান। প্রফেসর ভ্লাদিস্লাভ এম. জুবোক তার আ ফেইলড এম্পায়ার গ্রন্থে লিখছেন, ''এই ইস্যুতে সোভিয়েত কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনার জন্য মস্কোতে পরবর্তী শীর্ষবৈঠক সংঘটনের ব্যাপারে নিক্সন প্রস্তুত ছিলেন। সোভিয়েতরা বুঝে উঠতেই পারছিল না, কেন হোয়াইট হাউজ পাকিস্তানকে সমর্থন করছে, যারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল বলে তাদের বিশ্বাস।

নিক্সন-কিসিঞ্জারের আচরণে প্রথম দিকে হতভম্ব ব্রেজনেভ দ্রুত রাগে ফেটে পড়েন। এমনকি তিনি তার একান্ত নিজস্ব বলয়ে ভারতকে পারমাণবিক বোমার গোপন সূত্র জানিয়ে দেয়ার জন্যও পরামর্শ দেন। অবশ্য, তার উপদেষ্টারা এ ভাবনাকে বাস্তবায়িত না করার জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর, তখনো ব্রেজনেভ রাগান্বিতভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এবং মার্কিন আচরণের বিষয়ে ক্ষুব্ধভাবে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।''

ঠান্ডামাথার যুদ্ধবাজেরা

দুই ফন্দিবাজের (নিক্সন ও কিসিঞ্জার) মধ্যকার আরেকটি টেলিফোন আলাপ থেকে মার্কিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চতম স্তরে তাদের মনোভঙ্গি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়:

কিসিঞ্জার: অতঃপর যে পয়েন্টটি আপনি গতকাল তুলেছেন, সে প্রেক্ষিতে ভারতীয়দের ঠেকিয়ে রাখার কাজ আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে- এমনকি ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না এ বিষয়ের (যুদ্ধের) ফায়সালা হয়।

নিক্সন: আমরা পুনর্বাসনের দিকে যেতে চাই। ওঃ যিশু! তারা বোমা মেরেছে: আমি যুদ্ধের সব ক্ষতি- করাচি এবং অন্যান্য স্থানের যুদ্ধের সব ক্ষতি নিরসন করতে আমি পাকিস্তানকে সাহায্য করতে চাই। বুঝেছো?

কিসিঞ্জার: জ্বি স্যার।

নিক্সন: আমি চাই না, ভারতীয়রা সুখে থাকুক। আমি ভারতীয়দের মুখে স্রেফ চুনকালি মাখিয়ে দিতে জনসংযোগ কর্মসূচির উন্নয়ন চাই।

কিসিঞ্জার: জ্বি স্যার।

নিক্সন: (যুদ্ধের জন্য) তাদের দায়দায়িত্বের কারণেই আমি তাদেরকে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে চাই। একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করো। শ্বেতপত্র তৈরি করে আনো। শ্বেতপত্র। বুঝতে পেরেছো?

কিসিঞ্জার: জ্বি স্যার।

নিক্সন: আমি তা শুধু তোমার পড়ার জন্য বলছি না। এই বিষয়ের ওপর একটি শ্বেতপত্র।

কিসিঞ্জার: না, না। আমি বুঝতে পেরেছি।

নিক্সন: এ যুদ্ধের জন্য আমি ভারতকেই দায়ী করতে চাই। তুমি কি জানো, আমি কী বোঝাচ্ছি? আমরা এই দুর্বৃত্ত, বকধার্মিক ভারতীয়দের এ (যুদ্ধের দায়দায়িত্ব) থেকে মুক্তি দিতে পারি না। হেনরি, তারা ভিয়েতনাম ইস্যুতে আমাদেরকে পাঁচটি বছর নাকানি-চুবানি খাইয়েছে।

কিসিঞ্জার: জ্বি স্যার।

নিক্সন: ভারতীয়রা এই লোকদের বহুসংখ্যককে কি হত্যা করছে না?

কিসিঞ্জার: আমরা এখনো আসল সত্যটা জানি না। তবে, আমি নিশ্চিত যে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের মতো আহাম্মক নয়- তারা সাংবাদিকদের সবকিছু জানতে দেয় না; কিন্তু গর্দভ পাকিস্তানিদের সব জায়গাই সাংবাদিকদের অবাধ যাতায়াত।

সূত্র: রাশিয়া এন্ড ইন্ডিয়া রিপোর্ট, ২০ ডিসেম্বর, ২০১১ খ্রি.

লেখক: নিউজিল্যান্ডভিত্তিক সাংবাদিক, লেখক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিশ্লেষক। বহুল-প্রচারিত ইন্ডিয়া টুডে, হিন্দুস্তান টাইমস, বিজিনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সাবেক বার্তা সম্পাদক। তার প্রবন্ধসমূহ আমেরিকার নিউ জার্সির স্টেট ইউনিভার্সিটি, মুক্ত অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া ও রুটগার্সের স্কুল অব কম্যুনিকেশন-এ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব আয়ারল্যান্ডের নৃতত্ত্ব বিভাগের পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়েছে।–অনুবাদক

*১৯৭১ সালের আগস্টে ভারত-রাশিয়ার মধ্যে আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার নাম ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব চুক্তি।

** ১৯৩৬ সালের ৭ মার্চ হিটলারের জার্মান বাহিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম সামরিক তৎপরতামুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত রাইনল্যান্ডে প্রবেশ করে, যা ছিলো ভার্সাই চুক্তি এবং লোকারনো চুক্তি'র লঙ্ঘন।

আমার মায়ের নামে তোপধ্বনি

আবিদ আনোয়ার

হে আমার বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের প্রথম প্রহর,
আমার মায়ের নামে অন্তত একটা বেশি তোপধ্বনি কর্!

আটাশ বছর ধরে আমি খুব একটা দামী কবিতার বিচি
সতত মাথায় নিয়ে ভাবতে-ভাবতে এতদিনে বুঝে গেছি
এ-কবিতা কোনোদিন লেখাই যাবে না।
বৃত্তীয় ছন্দে কেন, কট্টর গদ্যেও তাতে
কিছুতেই প্রকাশ পাবে না 'কবি কী বলিতে চান'...

ভেবেছি মাত্রাবৃত্তে, অক্ষর ও স্বরবৃত্তে,
সুখপাঠ্য টানা গদ্যে অঙ্কুরিত করি এই বিচি;
এর মূলে ঢেলে দিয়ে প্রতিভার সবটুকু জল
করে তুলি তাকে এক ঋদ্ধ মহীরুহ-
রবীন্দ্র-নজরুল কিবা জীবনানন্দকে ডেকে
তারস্বরে বলে উঠি: এই দেখো, একে বলে বাঙলা কবিতা,
এই হোক বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবিতা!

না, আমি তেমন কোনো যথাযোগ্য আঙ্গিকেই
এলোমেলো ভাবনাগুলো সাজাতে পারিনি
(ক্ষমা চাই, মান্যবর প্রবোধচন্দ্র সেন);
আধেয় যখন হয় নিজেই আধার
তখন কী কৌশলে তাকে ব্যক্ত করা যায়
এখনও বলেননি কোনো কাব্যকলাবিদ;
না-পদ্য-না-গদ্যে তাই কথাগুলো জানাতেই হলো:

আমার মায়ের ছিলো বেশ কিছু ঢাকনাঅলা টিন
মাচানে সাজিয়ে-রাখা- মধ্যবিত্ত বাঙালির সুখের আধার,
কোনোটাতে চাল রাখা, আটা-ময়দা, কোনোটাতে মুড়ি;
খুললেও শব্দ হোক মা আমার চায়নি কখনো,
কেননা সে শূন্যতার প্রকৃত লক্ষণ:
শূন্য টিন শব্দ করে,
আর সেই শব্দ মানে ব্যর্থ স্বামী, অভুক্ত সন্তান-
আমার মায়ের টিন কোনদিনও এতটা বাজেনি।

একাত্তরে পলাতক আসামীর মতো
ছেলে তার ফিরে এলো স্টেনগান কাঁধে;
জানে সে মাস্তান নয়, নয় কোনো চোরাকারবারি
তবুও সে চোরাপথে ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে
এ কী সব নিয়ে এলো!
নাম বোলে টিএনটি ও জেলি-জিলাটিন
(এ তো দেখি মাখানো ময়দার মতো হলুদাভ কাঁই!)
ভরে ভরে পূর্ণ হলো মাচানে সাজিয়ে-রাখা সেইসব টিন!

একদা সে-টিনগুলো গেয়ে উঠলো ভয়াল ভৈরবী:
এমন প্রচণ্ড শব্দ,
এমন মধুর শব্দ
এমন কাঙ্ক্ষিত সুর শোনেনি কস্মিনকালে কটিয়াদীবাসী-
ধুলদিয়া সেতুর পিলারে সেইসব টিন ছিলো 'প্যায়ার পুটিং'!

হে আমার বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের প্রথম প্রহর,
আমার মায়ের নামে অন্তত একটা বেশি তোপধ্বনি কর্।

মহানায়কের বীরোচিত স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মোহাম্মদ শাহজাহান

১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন, আনন্দঘন দিন, খুশির দিন। ৫০ বছর আগে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হলেও বাংলার মানুষ বিজয়ের আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেনি। মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু তখনো হানাদার পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি। বিজয়ের মহানায়ক শেখ মুজিব কেমন আছেন, কোথায় আছেন, তা কারো ভালোভাবে জানা নেই। বেঁচে থাকলেও নেতা কখন আসবেন, আদৌ আসতে পারবেন কিনা এ নিয়ে জনগণ ছিল উদ্বিগ্ন। বিজয়ের ২২ দিন পর অবশেষে ১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি মুক্ত মুজিব বিজয়ী বীরের বেশে লন্ডন পৌঁছেন।

বিশ্বের আরো দু-চারজন নেতা বিদেশে বন্দিজীবন শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের সাথে আর কোনোটির তুলনা হয় না। ইতিহাস সৃষ্টিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ওই স্মরণীয়-বরণীয় প্রত্যাবর্তন সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ওইসময় লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি ভেদ মারওয়া ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বিমানে সহযাত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে ভেদ মারওয়া লিখেছেন, "আমাদের অনেকের কাছে ওই সময় শেখ মুজিব ছিলেন 'হিরো'। ব্রিটিশ গণমাধ্যমে তখন শেখ মুজিব ছাড়া কোনো কথা নেই। বিশ্বে তখন মুজিব ছিলেন সকলের ওপরে।" সত্যরঞ্জন সরকার লিখেছেন, "মুজিবকে সেদিন সারা বিশ্ব একবাক্যে চিনত। বাংলাদেশের বাউল গায়ক থেকে লন্ডন, নিউইয়র্কের বিটল গায়কের কণ্ঠে সেদিন যে গান বেজেছিল তা ছিল মুজিবের বাংলার গান। মুজিব সেদিন শুধু বাংলার ইতিহাসই ছিলেন না, ছিলেন বাংলার মানচিত্র।" (লেখক একসময় কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইসিটি বিশেষজ্ঞ ছিলেন)। এক কথায় বলা চলে, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পর বন্দি শেখ মুজিব ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত নেতা।

২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানের পরাজিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ২টি পদই দখল করে নেন, সত্তরের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয়ী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতা গ্রহণের পর ভুট্টোর প্রথম কাজ হলো সসম্মানে মুজিবকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানের প্রায় ১ লাখ সেনাসদস্যকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়া। বিজয়ের পর লন্ডন-আমেরিকার নামীদামী পত্রিকাগুলোতে অবিলম্বে বিজয়ী নেতা মুজিবকে মুক্তি দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

পাকিস্তানের নব্যশাসক প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ১৯৭২-এর ৩ জানুয়ারি বিকেলবেলা করাচি শহরের নিসতার পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তিদান করা হবে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মি. ভুট্টো বলেন : "২৭শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবের সাথে আমার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবের প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'আমি কি মুক্ত?' আমি তাঁকে বলেছি, 'আপনি স্বাধীন। আপনি যদি আমাকে কিছু সময় দেন, তা হলে এ ব্যাপারে আমার জনগণের মতামত যাচাই করতে পারবো। তাদের সম্মতি

ছাড়া আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই না।... কেউ কেউ বলেন, শেখ মুজিব আমার 'তুরুপের তাস' এবং সুবিধা আদায়ের জন্য আমি তা ব্যবহার করতে পারি। অন্যরা বলেন, 'আমরা কেন সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবো?' আমি তাদের সঙ্গে একমত। শেখ মুজিবকে ব্যবহার করে আমি লাভজনক কিছু করতে চাই না। এ ব্যাপারে আপনারা একমত কিনা?'

বলাবাহুল্য, বিপুল জনতা শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের প্রশ্নে সম্মতিসূচক সাড়া দেয়।

উক্ত রিপোর্টের শেষদিকে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার সংবাদদাতা বলেন, আগামী তিনদিনের মধ্যে শেখ মুজিবকে একটি বিশেষ বিমানযোগে পাকিস্তানের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। (দি গার্ডিয়ান, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২)

শেখ মুজিবের বিনাশর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে দি গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়: "শেখ মুজিবই বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বিস্ময়কর বাগ্মিতার মাধ্যমে তিনি বাঙালিদের অসন্তোষকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে পরিণত করেন। তাঁর বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভবিষ্যতে সুদিনের মুখ দেখার ভরসা পায়। তাঁকে যদি হত্যা করা হতো, কিংবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি হিসেবে রাখা হতো, তাহলে বাংলাদেশ সরকার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মারাত্মক নেতৃত্ব সঙ্কটের মুখোমুখি হতো। তাঁর মুক্তি বাংলাদেশকে বাঁচার একটি সুযোগ দিয়েছে। (দি গার্ডিয়ান, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২)

১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি সকাল ৭টায় বিবিসি'র ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে প্রচারিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিমানযোগে লন্ডন আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। শেখ আবদুল মান্নান জানান, এই অপ্রত্যাশিত খবরের 'হেডলাইন' শুনে খবরটি সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খবরের বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর বন্ধু-বান্ধবদের টেলিফোন করে খবরটি জানালাম। পরে জানা যায়, সকাল সাড়ে ছ'টার সময় বঙ্গবন্ধু হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছান। 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' (মেট্রোপলিটান পুলিশের তৎকালীন হেডকোয়ার্টার্স) থেকে পুলিশ অফিসার পিটার ল্যাংলি টেলিফোনযোগে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃত্বদানকারী 'স্টিয়ারিং কমিটি'র ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক শেখ আব্দুল মান্নানকে বঙ্গবন্ধুর আগমন সংবাদ জানান। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম থেকেই মি. ল্যাংলি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। লন্ডন দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশের কূটনীতিবিদ রেজাউল করিম বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান।

বঙ্গবন্ধুকে ব্রিটিশ সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে সকাল ৮টার মধ্যে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ক্ল্যারিজেস হোটেলে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন 'অ্যাকশন কমিটি'র নেতৃবৃন্দ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট গাউস খান, লন্ডন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মিনহাজউদ্দিন এবং বিচারপতি চৌধুরীর বিশ্বস্ত সহযোগী শেখ আব্দুল মান্নান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার আপা পন্থও বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এসে হাজির হলেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে একটি অভিনন্দন বাণী পাঠান। এই বাণীতে তিনি বলেন : "আপনি বন্দী ছিলেন, কিন্তু আপনার চিন্তাশক্তি ও চেতনাকে কারারুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আপনি নিপীড়িত জনগণের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।" ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী) হ্যারল্ড উইলসন সকালেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি 'গুড মর্নিং মি. প্রেসিডেন্ট' বলে বঙ্গবন্ধুকে সম্ভাষণ করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার ফলে পরিশ্রান্ত বাঙালিরা দলে দলে এসে হোটেল ঘিরে ফেলেছে। মুহুর্মুহু 'জয় বঙ্গবন্ধু' ও 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে তারা আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলে। হোটেলের বাইরে যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই অগণিত লোক। দেখেই বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুর শরীর অত্যন্ত দুর্বল। তা সত্ত্বেও তিনি জানালার পর্দা সরিয়ে জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁর গায়ে শক্তি নেই; তিনি থর থর করে কাঁপছেন। তাঁর সঙ্গীদের কেউ কেউ বললেন, আপনি তো পড়ে যাবেন। তিনি কারো কথা শুনলেন না। জানালা থেকে ফিরে এসে কয়েক মিনিট বসে আবার জানালায় ফিরে গিয়ে তিনি হাত তুলে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।" (মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান', শেখ আব্দুল মান্নান, পৃ. ১২০)

ওইদিন সন্ধ্যাবেলা বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যান। ঘরোয়া আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী হিথ বঙ্গবন্ধুকে বলেন, স্বীকৃতিদানের আগে পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত আচরণ বিধি (প্রটোকল) অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারকে দেখতে হবে, নতুন সরকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট এবং পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী কিনা। লন্ডনের 'দি সানডে টাইমস'-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা উল্লিখিত তথ্য প্রকাশ করে বলেন, মি. হিথ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর শেখ মুজিবুর রহমান পরিষ্কার বুঝতে পারেন, ব্রিটেন বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।

সংবাদদাতা আরও বলেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে ব্রিটিশ সরকারি মহল মনে করে। (দি সানডে টাইমস, ৯ই জানুয়ারি, ১৯৭২)। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনাকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী কখন প্রত্যাহার করা হবে। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, তিনি (বঙ্গবন্ধু) যখনই চাইবেন, তখনই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। এসব তথ্য পরে জানা গেছে। এই যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করা- তিনি যখন চাইবেন-

তখনই ভারতীয় মিত্রবাহিনী সে দেশে চলে যাবে। এটাই শেখ মুজিবের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই ছোট্ট দেশের শেখ মুজিব অনন্য, অসাধারণ ও অতুলনীয়।

শেখ মুজিবের মুক্তির খবর পেয়ে বিশ্বের নামীদামী সাংবাদিকরা হোটেলে ভিড় জমান। মুক্তির পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে দেশে-বিদেশে অবস্থানকারী বাংলার বীর জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বিজয়ী মহানায়ক মুজিব বলেন, 'আমার দেশের মানুষের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আর একটি মুহূর্তের বিলম্বও আমি সইতে পারছি না।' ইংরেজি ভাষায় দেয়া ওই সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আজ মুক্তির সীমাহীন আনন্দ আমার দেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আর কোনো বাধা নেই। এক মহাকাব্যিক মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা এ মুক্তি অর্জন করেছি। বাংলাদেশের জনগণের এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এ লড়াইয়ের চূড়ান্ত অর্জন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্তিত্ব এক প্রশ্নাতীত বাস্তবতা।' তাঁর দেশ যে স্বাধীন হয়েছে, তা কীভাবে জানলেন? এ প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার মনে হয় মি. ভুট্টো যখন আমার সাথে দেখা করতে এলেন, তাঁর আলোচনা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, বাংলাদেশ তার নিজের সরকার গঠন করেছে। এর আগপর্যন্ত আমি কিছুই জানতাম না। ইয়াহিয়া খান এই দুনিয়ার সবকিছু থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।'

৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন লন্ডন পৌঁছেন, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ লন্ডনের বাইরে ছিলেন। শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ছুটে আসেন হিথ। শেখ মুজিব ওই সময় ঘোষিত রাষ্ট্রপতি হলেও সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি নন। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী গাড়ির দরজা নিজে খুলে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিথ। ১৯৮০ সালের ১৬ মার্চ জাতির পিতার এক স্মরণসভায় বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সেই অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক দৃশ্যের কথা বর্ণনা করে বলেন, 'গাড়ি যখন থামল, একটি লোক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে সেই গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকলেন; যতক্ষণ শেখ মুজিব গাড়ি থেকে বেরিয়ে না এলেন। এ ব্যক্তি আর কেউ নন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ। যে সাম্রাজ্যে কোনোদিন সূর্য অস্ত যেত না, সেই সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আমাদের পর্ণকুটির থেকে আগত একজন সাধারণ কর্মী, যিনি দলপতি হতে রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি হতে রাষ্ট্রপিতা হয়েছিলেন, তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই দৃশ্য জীবনে কোনোদিন ভুলব না।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর রূপালি কমেট বিমানে ১০ জানুয়ারি সকাল ৮টায় দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণের পর রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানান। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনাকালে সিদ্ধান্ত হয়, 'বঙ্গবন্ধু যখন চাইবেন, তখনই ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে আসবে।' ঐদিন দিল্লিতে আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কমেট-এর পরিবর্তে ভারতের রাষ্ট্রপতির সরকারি বিমান রাজহংসে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় আসার অনুরোধ জানানো হয়। ওই সময় দ্রুততার সাথে সকলের মালামাল কমেট থেকে রাজহংসে স্থানান্তরিত পর্যন্ত করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধু রাজী হননি। সে সময় দিল্লি থেকে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী, কূটনীতিক ফারুক চৌধুরী তাঁর 'স্মরণে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থে লিখেছেন। 'বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবস্থায় যে বিমানটি দিয়েছে, মাঝপথে অকারণে তা বদল করা সমীচীন হবে না।' বিমান পরিবর্তন না করাটা ছিল বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা এবং স্বাধীনচেতা মনোভাবের পরিচয়। বিমান পরিবর্তন করার সিদ্ধান্তটি বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবও পছন্দ করেননি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৮ নম্বর বাড়িতে বেগম মুজিবের সাথে দেখা করতে এলে তিনি বলেন, মাঝপথে বিমান বদল করলে ব্রিটেনের সরকার ও জনগণ মনক্ষুণ্ন হতে পারে, এ জন্য ব্রিটিশ বিমানেই ঢাকা আসার পরামর্শ দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাথে সাথে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডিপি ধরকে বেগম মুজিবের মতামত জানিয়ে দেন। শেষপর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কমেট বিমানেই ঢাকা আসেন। ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়ার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে এসব তথ্য রয়েছে।

ঢাকার সেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক মানুষ বঙ্গবন্ধুকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জানায়। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন আর নবজাত বাংলাদেশের অস্তিত্ব ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১০ জানুয়ারি লন্ডনের দি গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ প্রধান এবং সর্বোত্তম ব্যাপার। এর ফলে বাংলাদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তিনি ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর মাটিতে তাঁর পা রাখা মাত্রই এই নতুন রাষ্ট্র একটি বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, বাস্তব সত্য হচ্ছে, 'শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর পূর্ব পাকিস্তানের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং পূর্ব বাংলা বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে।'

এটা স্বীকার করতেই হবে, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ ফিরে আসার কারণেই ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য সেদেশে চলে যায়। তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী ভারতীয় সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর একজন বিদেশি ইতিহাসবিদ যথার্থই লিখেছেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশকে দু'বার স্বাধীন করেছেন।' বিজয়ের পরেও বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলার মানুষের কাছে স্বাধীনতাকে অপূর্ণ মনে হয়েছে। বিজয়ের মহানায়কের আগমনে পূর্ণতা পায় অপূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জনক ও মুক্তির মহানায়কের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। জয় বাংলা।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষক; সিনিয়র সাংবাদিক

আমাদের রাজকুমার ও বাংলাদেশ

অসীম সাহা

তোমরা আমাকে কেউ স্বাধীনতার গল্প শোনাতে এসো না
তোমরা কেউ শোনাতে এসো না ৭ই মার্চের অগ্নিঝরা বিকেলে
কী করে গর্জমান ঢেউয়ের ভেতর থেকে উত্থিত হলো একটি
অবিনাশী কণ্ঠস্বর
আর আকাশ ফাটানো বজ্রের হুংকারে কেঁপে উঠলো পৃথিবীর মাটি!

সেদিন সেই অপরাহ্নবেলায় তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গে রমনায়
আমিও ছিলাম এক সাহসী যুবক;
সেদিন সেই রৌদ্রস্নাত মাঠে দুপুর থেকেই ছুটে আসছিলো
গাঁয়ের চাষি, কারখানার শ্রমিক, মধ্যবিত্ত নরনারী,
রথখোলা ও কান্দুপট্টির বেশ্যা, লজ্জাবতী গৃহবধূ, কবি,
দুর্বিনীত লেখক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীসহ দলীয় নেতাকর্মী;
এমনকি জেলখানার গরাদ ভেঙে পালিয়ে আসা দুর্ধর্ষ কয়েদি;
যেন বাংলার আকাশের সব মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছিলো
রমনার বুকে।
আর লক্ষ-লক্ষ মানুষের বাঁধভাঙা মিছিলে ডুবে যাচ্ছিলো
ঢাকার সমস্ত পথঘাট, রাজপথ, রমনার সম্পূর্ণ উদ্যান।
সকলের কণ্ঠে-কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো একটি মাত্র
অবিনাশী শ্লোগান, 'জয় বাংলা'।
তাদের হাতে ছিলো নানা রঙের, নানা বর্ণের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার,
মনে হচ্ছিলো, বিসুভিয়াসের ভয়ংকর লাভা থেকে উদ্গীরিত
অগ্নিশিখা অকস্মাৎ গিলে ফেলবে সম্পূর্ণ পৃথিবী।
অপেক্ষার ক্লান্তি নেই, অগ্নিদগ্ধ পাঁজরে দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন
একটু-একটু করে বয়ে যাচ্ছে প্রত্যাশার প্রবল সময়
তখনো আসেনি সেই দৃপ্ত রাজকুমার,
যাঁর ডাকে বাংলার নদী-মাঠ, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-ঘাট,
এমনকি তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে একটি মাঠের দিকে ছুটে চলে
এসেছিলো সব ঘাসফুল; একটি কিশোরী একা
অসংখ্য গোলাপে গাঁথা সুরভিত মালাগুলো হাতে নিয়ে বিস্ময়ে
তাকিয়ে ছিলো জনস্রোতে ভাসমান মঞ্চের দিকে;
খালি গায়ে একটি কিশোর একা টিএসসির মোড়ে এসে
গাইছিলো বাংলার জাগরণী গান;
ঠিক তক্ষুনি লক্ষ কণ্ঠের উদ্দীপ্ত শ্লোগানে-শ্লোগানে
ভরা সমুদ্রের ঢেউয়ের ভেতর দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিমায়
মঞ্চে উঠে এসেছিলেন আমাদের প্রিয় সেই দৃপ্ত রাজকুমার।
গায়ে তাঁর সফেদ পাঞ্জাবি, পরনে চির শুভ্র পায়জামা,
আর সারা শরীরে আত্মীয়ের মতো জড়িয়ে থাকা দীপ্ত কালো কোট।
ব্যাকব্রাশ চুল, মুখে সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমা, মাইকের
সামনে এসে দাঁড়ালেন যেই,
সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ ময়দান কাঁপিয়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষের
গগনবিদারী চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠলো
বাংলার আকাশ-বাতাস।
তারপর শান্ত নদীর মতো নিঃস্তব্ধতা নেমে এলো
মার্চের বিকেলের মাঠে!
একটি কণ্ঠ থেকে কী গান আসবে ভেসে-
সে-রকম প্রতীক্ষায়
কেটে যাচ্ছে নিঃশব্দ প্রহর,
সংশয়ে দুলে উঠছে প্রাণ, অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছে চোখ;
সেই মুহূর্তে প্রিয়তম বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হলো সেই
মর্মভেদী বাণী :

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

তখন থেকেই আমরা মুক্ত হলাম, তখন থেকেই
স্বাধীনতা শব্দটি আকাশ-বাতাস,
পৃথিবী এবং সৌরমণ্ডল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেলো ২৬শে মার্চের মধ্যরাতের দিকে,
তারপর এলো সেই ১৬ই ডিসেম্বর-
আমাদের বিজয় দিবস-
পৃথিবীর মানচিত্রে সূর্যোদয়ের মতো ফুটে উঠলো
নতুন এক স্বদেশের নাম:
বাংলাদেশ
বাংলাদেশ
বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় নবাবের অভিলাষ

রফিকুর রশীদ

আমাদের নবাব চাচা যে একেবারে শেষ বেলায়, নাটক মঞ্চায়নের শেষ প্রান্তে এসে এরকম নাটকীয় একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসতে পারে, সেকথা আমরা আগে কেউ ভাবতেই পারিনি। নিয়মিত রিহার্সেলে এলে হয়তো তার আচার-আচরণের মধ্যে কোনোরকম অসঙ্গতি কারো না কারো নজরে পড়ত, সময় থাকতে সাবধান হওয়া যেত অথবা বিকল্প একটা কিছু ভাবা যেত। কিন্তু না, সে সুযোগও আমরা পাইনি। আগে নবাব চাচার অভিনয় আমরা দেখিনি বললেই চলে, তবে তার নাট্যপ্রতিভার বিস্তর প্রশংসা শুনেছি এলাকার বহু মানুষের কাছে। সিনেমার পর্দায় আনোয়ার হোসেনের অভিনয় যারা দেখার সুযোগ পেয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেকেই অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করে- সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে অভিনয়ের প্রশ্নে আমাদের নবাব হচ্ছে আনোয়ার হোসেনের কার্বনকপি। সেই অগ্নিগোলক দুই চোখ, প্রশস্ত ললাট, সেই ব্যাকব্রাশ চুল, মিলিয়ে নিতে চাইলে একে একে সবকিছুতেই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। মঞ্চে নবাব চাচার অভিনয় যারা দেখেছে তাদের চোখে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, আনোয়ার হোসেন এবং এই পলাশপাড়া হাইস্কুলের নৈশপ্রহরী নবাব আলী মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। আমরা এ প্রজন্মের তরুণেরা প্রায় বার্ধক্যে উপনীত নবাব চাচার মধ্যে এত সব সাদৃশ্য যথাযথভাবে দেখতে পাইনি বলে সিনিয়রদের কাছে তিরস্কৃত হয়েছি- দেখার জন্যে দৃষ্টি লাগে, তোরা কোথায় পাবি এসব! নবাব হচ্ছে জিনিয়াস।

তা আমরা কেমন করে জানবো নবাব চাচার নাট্যপ্রতিভার খবর! আমাদের এই পলাশপাড়ায় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা সবই হয়েছে, লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, বড় হুজুরের নামে তিনদিনব্যাপী ওরস মোবারকের আয়োজন হয়, তাই বলে ফি-বছর নাটক-যাত্রা মঞ্চায়ন তো হতে দেখিনি। অথচ গল্প শোনা যায়- এ গ্রামের জমিদারবাড়িতে নাকি নাটমন্দির ছিল, যাত্রানাটকের সঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যেরও জলসা হতো, নদীতে বজরা ভাসিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজিও আনা হতো। এসব সেই কবেকার কথা! জমিদারবাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনো দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু কোথায় নাটমন্দির! স্বাধীনতার পর হেডমাস্টার ইন্দুভূষণ বাবুর নেতৃত্বে এবং আগ্রহে পলাশপাড়া নবনাট্য সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান বেশ ক'বছর চলেছিল মহাসমারোহে। নবাব আলী সেই নাট্যচর্চারই সুবর্ণ ফসল। লোকে বলে- ইন্দুবাবুর হাতেগড়া পুতুল।

ইন্দুবাবুর সাক্ষাৎশিষ্য নবাব আলীকে আমাদের নাটকের রিহার্সালে নিয়মিত আসার কথাটা কে বলবে? সে থাকে আপন জগতে। বাড়িতে একটা দুধেল গাই গরু আছে। সেই গরুর গলার দড়ি ধরে স্কুল-কম্পাউন্ডের

চতুর্দিকে সারা বিকেল চরানোর পর একেবারে সন্ধ্যার মুখে তাকে খোঁয়াড়ে তুলে রেখে সে স্কুলে চলে আসে নাইট ডিউটিতে। ইন্দুবাবুর হেডমাস্টারি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নবাব আলীকে এই নাইটগার্ডের চাকরি দিয়ে যান। নাটক-যাত্রার নেশায় পড়ে ততদিনে পৈত্রিক সামান্য জমি-জিরেত হারিয়ে তার পথে বসার দশা। গলার রগ কাঁপিয়ে যাত্রার ডায়ালগ টানটান করে উচ্চারণ করা ছাড়া সংসার-রাজ্যের আর কোনো কাজই ঠিকমতো শেখা হয়নি তার। কী করবে সে! কোলে বাচ্চাসহ বউটাকে হেডমাস্টারের বাড়িতে গছিয়ে দিয়ে মাঝে মধ্যেই পলাশপাড়া ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। ফিরে আসে তিন চার মাস পরে। কোথায় যায়, কী করে- কারো কাছে এসব নিয়ে মুখ খোলে না। ইন্দুবাবু বহু তত্ত্বতালাশ করে আবিষ্কার করেন, নবাব আলী সুদূর ফরিদপুরের এক যাত্রাদলে চাকরি নিয়েছে। অভিনয় করার চাকরি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছাড়াও টিপু সুলতান, সাজাহান প্রভৃতি ঐতিহাসিক পালায় সে অভিনয় করে। এটাই তার চাকরি, কিন্তু এ চাকরির মেয়াদ ওই মাস তিনেকের বেশি নয়। বছরের বাকি সময় সে কী করবে! সংসার চলবে কেমন করে! হেডস্যারের চোখের সামনে সে ফ্যা ফ্যা করে ঘোরে, বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরাজকণ্ঠে মা ডেকে গিন্নিমাকে পটায়, সেই সাথে টুকিটাকি ফাইফরমাস খাটে। এসব কাণ্ডকীর্তি দেখে বউটা তখন অভিমান করে বাপের বাড়ি চলে যায়। নবাব আলী নিরুদ্বিগ্নচিত্তে হাসে আর বলে- ক্যানে, ইডা কি তুমার বাপের বাড়ি না? মায়ের বাড়ি না? এ্যাতো দ্যামাগ কিসির, এ্যাঁ?

সবকিছু দেখে শুনে হেডমাস্টার ইন্দুভূষণ নবাব আলীকে তাঁর স্কুলের নাইটগার্ডের চাকরি দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাপের কাজটাই করেন। সেই থেকে সে পায়ের তলে মাটি খুঁজে পায়, নিজের পায়ে থিতু হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। নবাব আলী তার প্রকৃত নাম নয়, একথা গ্রামের সবাই একপ্রকার ভুলেই গেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে অভিনয় কুশলতার স্বীকৃতি হিসেবে পিতৃপ্রদত্ত নাম ছাপিয়ে নবাব পরিচয়টা ততোদিনে বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আছে নবাবি স্বভাব। হেডস্যারও চাকরি দেবার সময় তার স্বোপার্জিত এই পরিচয়কেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন। কাগজে কলমে নির্দিষ্ট হয়ে যায় নবাব আলীর নাম স্কুলের খাতায়, ভোটার লিস্টে সর্বত্রই নবাব আলী।

বহুদিন পর নতুন করে নাটকে অভিনয়ের প্রস্তাবে নবাব আলী প্রথমে চমকে ওঠে। চোখ গোল গোল করে তাকায় সবার মুখে মুখে। চিনতে চেষ্টা করে- এরা কারা? এরা কি এই জনপদেরই সন্তান! এদের মাথায় কে ঢোকালো নাটকের পোকা? ছেলেরা কোনো রাখঢাক না করে সোজাসুজি জানায়- কলেজপড়ুয়া কয়েকজন বন্ধু মিলে এবারের বিজয় দিবসে নাটক মঞ্চায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপর ক্লাসে নাটক পড়ান যে আতাহার স্যার, তাঁর কাছে গিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা বলতেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন এবং ছেলেদের ঠেলে পাঠান নবাব আলীর কাছে। তারা দাবি জানায়, আমাদের নাটকে নবাবের রোলটা আপনাকেই করতে হবে চাচা।

নবাব আলীর চোখে-মুখে বিস্ময় ঠিকরে ওঠে,

তার মানে তোমরা বই নামাবা নবাব সিরাজউদ্দৌলা?

দু'তিনজন একসঙ্গে বলে ওঠে,

হ্যাঁ চাচা, সেইজন্যেই তো আপনাকে-

না না আমার বয়স হয়েছে বাবা। আর কতদিন নবাব চরিত্রে অভিনয় করব?

আতাহার স্যার যে আপনার কথা বললেন! আপনাকে আমরা...

শেষে ছেলেদের দাবি মানতেই হয়। নবাব আলীর বুকের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে, সম্মতি জানায়। এভাবেই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে আবারও তার নাটকে জড়িয়ে পড়া। কিন্তু রিহার্সালে অংশগ্রহণ নিয়ে দেখা দেয় সংকট। রিহার্সাল হবে কলেজের কমনরুমে, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর। নাইটগার্ড নবাব আলী তখন স্কুল ফেলে যাবে কেমন করে! তার ডিউটিও শুরু সন্ধ্যা থেকেই। তাহলে উপায়! আতাহার স্যার এ সংকটের কথা শুনে হা হা করে উচ্চস্বরে হেসে উড়িয়ে দেন। আঙুলের ডগায় তুড়ি বাজিয়ে আমাদের ধমকে ওঠেন- তোমরা চেনো নবাব আলীকে? কতটুকু জানো?

আমাদের মুখে কথা নেই। স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি ফ্যাল ফ্যাল করে। হাসির লাগাম টেনে স্যার আমাদের অবাক করা তথ্য জানান- গোটা সিরাজউদ্দৌলা বইটা নাকি নবাব আলীর মুখস্থ। সিরাজ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, মোহনলাল, মীর মদন, ঘসেটি বেগম, লুৎফা, লর্ড ক্লাইভ- সবার সংলাপ সে একাই গড়গড় করে বলে যেতে পারে। নতুন করে কি আর রিহার্সালের দরকার আছে তার! আমরা সবাই একযোগে ঘাড় মাথা দোলাই, তা ঠিক, তা ঠিক। কী ভেবে স্যার নিজে থেকেই ঘোষণা দেন- হ্যাঁ, তাকে আমরা ধরে আনব স্টেজ-রিহার্সালের দিন। হুঁ হুঁ, তখন দেখো সিরাজউদ্দৌলা কাকে বলে!

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে নবাব আলীর রিহার্সাল না লাগলেও অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় গড়েপিটে তোলার জন্যে রিহার্সালের সময় সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে একজনের প্রক্সি দেয়া খুব জরুরি প্রয়োজন হয়ে ওঠে। সেখানেও এগিয়ে আসেন আতাহার স্যার, প্রতিটি রিহার্সালে নির্বিকার চিত্তে নবাবের চরিত্রে প্রক্সি দিয়ে যান, প্রতিটি চরিত্রের ডায়ালগ প্রোয়িং, ক্যাচিং, মঞ্চে কার কোথায় অবস্থান- সবকিছু ধীরে ধীরে দরদ দিয়ে শিখিয়ে দেন। এই পলাশপাড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দশ-বারো বছর ধরে ক্লাসরুমের মধ্যে নাটক পড়িয়ে এসেছেন সিলেবাস শেষ করার তাগিদে, কিন্তু আতাহার স্যার নিজে থেকে কলেজে কিংবা কলেজের বাইরে নাটক মঞ্চায়নের কোনো উদ্যোগ কখনো নেননি। আমাদের আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হবার পর সেই মানুষটাই যেন আমূল বদলে গেলেন। দিন যতো ঘনিয়ে আসে, উৎসাহ তার ততোই বৃদ্ধি পায়। মঞ্চসজ্জা, লাইট, সাউন্ড, মেকআপ, ড্রেসআপ- সবদিকে তাঁর টনটনে খেয়াল। নিজে কোনো চরিত্রে অভিনয় করবেন না, অথচ সবার সঙ্গেই আছেন। একেবারে স্টেজ রিহার্সালের দিন নিজে গিয়ে নবাব আলীকে রিকশায় উঠিয়ে নিয়ে আসেন। শিল্পীর সম্মান বলে কথা!

সত্যি স্বীকার করতে দ্বিধা নেই- নবাব চাচার অভিনয় আমরা আগে তো কখনো দেখিনি। নানান জনের কাছে নানা গালগল্প শুনেছি। এদিকে আমাদের আতাহার স্যার তো আছেনই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাপরে বাপ, জীবিত থাকতেই মানুষ যে এমন কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হতে পারে একথা আমাদের জানাই ছিল না। তার গমগমে কণ্ঠে যখন বাতাস কেঁপে উচ্চারিত হয় 'বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলীবর্দি খাঁ, দাদু, আমায় বলেছিলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজদের তুমি আশ্রয় দিয়ো না...' তখন সারা গায়ের লোম কাঁটা না দিয়ে পারে না। পাতানো যুদ্ধের প্রহসনে সিরাজের পরাজয়ে কার না বুক ভেঙে যায়! আতাহার স্যার তো বলেই বসেন- এই মানুষটি একসময় আমাদের এ তল্লাটের মুকুটবিহীন নবাব ছিলেন, হ্যাঁ।

শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। এত কাছে থেকেও এতদিনে এই পাহাড় সমান উচ্চতার মানুষটিকে চিনতে পারিনি বলে ভেতরে ভেতরে খুবই লজ্জিত হই। বিস্ময়েরও অবধি থাকে না- এত বড় নাটকের পুরোটাই তার মুখস্থ! বিস্ময়ের সলতে আরো খানিক উসকে দেবার জন্যে আতাহার স্যার তো বলেই বসেন, সাজাহান নাটকের ডায়ালগ শুনবে নাকি তোমরা?
আমরা হ্যাঁ বলতে না বলতেই অতিশয় সরল অন্তকরণের নবাব চাচা 'সাজাহান' নাটক থেকে পিতৃহৃদয়ের হাহাকার ছড়ানো লম্বা এক সংলাপ উচ্চারণ করতে শুরু করে। কিন্তু 'জাহানারা' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রগাঢ় মমতামাখানো সংলাপ। কী আশ্চর্য, ওই জাহানারাতেই আটকে যায়। একবার নয় বারবার ঘুরে ঘুরে ওইখানে থেমে যায়। শেষের বারে তো কান্নায় ভিজে আসে গলা। মুখে আর কথা সরে না। আতাহার স্যার অতিদ্রুত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রিক্সায় তুলে বিদায় দেন নবাব চাচাকে। তারপর আমাদের সামনে ব্যাখ্যা দেন- বয়স হয়েছে তো, আবেগ সামলাতে পারেনি।

স্যারের এই ব্যাখ্যা আমরা সহজেই মেনে নিই। আমাদের মধ্যে একমাত্র রিন্টু বাধা দেয়। তার বাড়ি নবাব চাচাদের পাড়াতেই। রিন্টুর মনের ভেতরে কী আছে সে জানে! সহসা প্রশ্ন করে বসে,
এই জাহানারাটা কে স্যার?
এমন প্রশ্ন শুনে অনেকেই হেসে ওঠে। তবু স্যার কিন্তু রিন্টুর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন, সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারা।
রিন্টু বলে, নবাব চাচারও একটা মেয়ে আছে জাহানারা নামে।
তাই নাকি!
জ্বি স্যার। জাহানারার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। গতকাল সে বাপের বাড়ি চলে এসেছে।
এ খবর শুনে আতাহার স্যারের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস উগরে আসে। মুখে দু'বার চুক চুক করে অনুশোচনা করেন নবাব চাচার জন্যে। ঘরে তার স্ত্রী অনেকদিন থেকে অসুস্থ। একমাত্র ছেলে জব্বার হয়েছে অমানুষ। আবার এই মেয়েটার হলো এই অবস্থা! তবু নাটকের কথা বললেই হলো, আর তাকে পায় কে! স্যার আমাদের আশ্বস্ত করেন- ভয়ের কিছু নেই, ঠিক সময় মতো গ্রিনরুমে এসে হাজির হবে দেখো। একেবারে জাতশিল্পী যে, তার পথ আগলাবে কে!

হ্যাঁ, বাস্তবেও হলো তাই। নাটক মঞ্চায়নের দিন সবার আগে না হোক, নবাব আলী যথাসময়েই সাজঘরে হাজির।
চোখে মুখে মোটেই ব্যক্তিগত দুঃখ দৈন্যের ছাপ নেই। বরং বহুদিন পর নাটকের মঞ্চে ওঠার সুযোগ পেয়েছে বলে সে যেন আনন্দে আটখানা। অকারণেই হো হো করে হেসে ওঠে। ঘন ঘন চায়ের অর্ডার দেয়। মেকআপ সারা হলে আয়নার সামনে ঘুরে ঘুরে বারবার নিজেকে দ্যাখে। আয়নার মধ্যে মুচকি হেসে নিজের সঙ্গে রসিকতা করে- কী হে নবাব, নাটক জমবে তো!

পলাশপাড়ার নবাব আলী স্বয়ং নবাব সিরাজের চরিত্রে অভিনয় করবে আর সেই নাটক জমবে না, তা কিছুতে হয়! 'বয়স হয়েছে' কিংবা 'দীর্ঘদিন অভিনয়ের অভ্যাস নেই'- এসব অজুহাতের জবাবে আতাহার স্যার পরিষ্কার জানিয়ে দেন- পুরানো চাল যে ভাতে বাড়ে, দেখে নিয়ো সবাই। ওর

বহুদিন পর নতুন করে নাটকে অভিনয়ের প্রস্তাবে নবাব আলী প্রথমে চমকে ওঠে। চোখ গোল গোল করে তাকায় সবার মুখে মুখে। চিনতে চেষ্টা করে- এরা কারা? এরা কি এই জনপদেরই সন্তান! এদের মাথায় কে ঢোকালো নাটকের পোকা? ছেলেরা কোনো রাখঢাক না করে সোজাসুজি জানায়- কলেজপড়ুয়া কয়েকজন বন্ধু মিলে এবারের বিজয় দিবসে নাটক মঞ্চায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপর ক্লাসে নাটক পড়ান যে আতাহার স্যার, তাঁর কাছে গিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা বলতেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন এবং ছেলেদের ঠেলে পাঠান নবাব আলীর কাছে। তারা দাবি জানায়, আমাদের নাটকে নবাবের রোলটা আপনাকেই করতে হবে চাচা।

নাম নবাব আলী, ইন্দুবাবুর রাখা নাম, হ্যাঁ। নবাব আলী সত্যিই তার নামের মান রেখেছে। দীর্ঘ সংলাপ টানটান করে উচ্চারণের সময় তার শ্বাসকষ্ট খানিকটা ধরা পড়ে যায় ঠিকই, তবু তার বুকভরা আবেগ আর চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি পরম মমতায় ঢেকে দেয়। মঞ্চে সে ঠিকই দোর্দণ্ড দাপুটে নবাব, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গজয়ের স্মৃতি তাকে আত্মপ্রত্যয়ী করে ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্রের প্রাকার ভেঙে সবার মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে এবং পলাশীর প্রান্তরে নতুন করে সৈন্য সমাবেশে আগ্রহী করে; আবার আলেয়ার সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে প্রেমবিহ্বল অন্য এক নবাবের ছবি। সব মিলিয়ে বেশ চলছিল আমাদের নাটক। দর্শকের চোখেমুখে মুগ্ধ আবেশ। নাটকের উত্থান পতনের সঙ্গে তারাও একাকার। শুধু নবাব বলে তো কথা নয়, তার সঙ্গে অভিনয় করতে নেমে আমাদের মতো আনাড়ি অভিনেতাদেরও সব জড়তা কেটে যায়। ফলে বহুদিন পরে হলেও পলাশপাড়ার দর্শকেরা একটি ভালো নাটক উপভোগের সুযোগ পায়। একেবারে শেষের দিকে এক দৃশ্যে আমাদের নবাব আলী সহসা বিগড়ে যায়। তখন সে স্রেফ অন্যমানুষ। বেগম লুৎফাকে নিয়ে সিরাজউদ্দৌলা রাতের অন্ধকারে যাত্রা করবেন ভগবানগোলার পথে। এদিকে নবাব আলী কিছুতেই সিংহাসন থেকে নামতে রাজি নয়, বসে আছে অনড় হয়ে; লুৎফার আহ্বানেও যখন কোনো কাজ হচ্ছে না, তখন একান্ত বাধ্য হয়ে আমাদের আতাহার স্যারকে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হয়। মঞ্চে উঠে এসে নাটকীয় আবহ রক্ষা করেই তিনি ডেকে ওঠেন,

জাঁহাপনা!

কী আশ্চর্য, এই ডাকে নবাব যেন একটুখানি কেঁপে ওঠে। চোখের পাতা নেচে ওঠে।

নৌকা প্রস্তুত জাঁহাপনা! চলুন, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনের হাতলে দু'হাতে মুঠি পাকান। অব্যক্ত কী যেন বলতে চান,বলা হয় না। সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মারেন। দু'চোখের অগ্নিগোলক বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকেন। আতাহার স্যার বলেন,

আর বিলম্ব নয় জাঁহাপনা। চারিদিকে ওঁৎ পেতে আছে শত্রু।

সিরাজউদ্দৌলা কী ভেবে সহসা উঠে দাঁড়ান। সিংহাসনের চতুর্দিকে মৃদু পায়চারি করেন। থমকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে ওঠেন,

বাংলার মসনদ তাহলে অরক্ষিত পড়ে থাকবে গোলাম হোসেন?

এ নিয়ে আপনি ভাববেন না জাঁহাপনা, আতাহার স্যার নিজেই সংলাপ রচনা করেন, এ বড় দুঃসময়। এসময়ে আগে নিজেকে বাঁচান।

নিজেকে বাঁচাব! এমনই স্বার্থপর?

হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন সিরাজউদ্দৌলা। সে হাসি রাতের নিস্তব্ধ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। হাসি যেন থামতেই চায় না। আতাহার স্যার সেই হাসির মধ্যেই জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে যান সামনে,

গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা। এখন এভাবে হাসবারও সময় নয়। চলুন আমার সঙ্গে।

তবে কি এটা কাঁদবার সময় গোলাম হোসেন?

এটা মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করার সময়। দয়া করে আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

ভয়ানক অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিংহাসন ত্যাগ করেন সিরাজউদ্দৌলা। মঞ্চ ছেড়ে যাবার আগে অশ্রুসজল চোখে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখে নেন, দর্শকদের কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টির সামনে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেন মিনিটখানেক, কী যেন বলতে চেয়েও বলা হয় না, ঠোঁটের ফাঁকে বিড়বিড় করতে করতে অবশেষে কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ধীরপায়ে নেমে আসেন মঞ্চ থেকে। অভিনয় শেষে মঞ্চ ত্যাগের সময় শিল্পীদের পায়ে যে গতি থাকে, আমাদের নবাব আলী সেই গতি যেন সবার অলক্ষ্যে কখন হারিয়ে ফেলেছে। বিধ্বস্ত শরীরে টলতে টলতে ড্রিনরুমে এসে হাতলভাঙা পুরানো চেয়ারটায় ধপাস করে বসে পড়ে। আতাহার স্যার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন,

কী হয়েছে নবাব ভাই, আপনার শরীর খারাপ লাগছে?

নবাব আলী নিরুত্তর।

খিদে পেয়েছে? খাবেন কিছু?

ঘাড়ের ওপরে নবাব আলীর মাথা সামান্য দুলে ওঠে। এর অর্থ হ্যাঁ এবং না দুইই হতে পারে। আতাহার স্যার হাত ধরে নিয়ে কাকে যেন চায়ের অর্ডার দেন। কাচের গ্লাসে টলটলে লাল লিকার আসে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই নবাব আলীর। যেন চায়ের কোনো তৃষ্ণাই তার নেই। ড্রেসআপ মেকআপ খসিয়ে ফেলার জন্যে এগিয়ে আসে মেকআপম্যান। তখন সে হাত তুলে নিরস্ত করে তাকে। তারপর সটান উঠে দাঁড়ায়। জরির কাজ করা মখমলের শেরোয়ানির বুক থেকে একটা সোনালি বোতাম কখন খসে গেছে কেউ তা খেয়াল করেনি। সেই বোতামশূন্য ফাঁকে হাত রেখে নবাব আলী জানতে চায়,

নবাবের পোশাকে আমাকে কেমন মানিয়েছে বলো দেখি!

এ আবার একটা প্রশ্ন হলো! অনেকেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। আতাহার স্যার কাঁধে হাত রেখে বলেন,

ফার্স্ট ক্লাস মানিয়েছে নবাব ভাই। একেবারে অরিজিনাল সিরাজউদ্দৌলা। বাংলার শেষ নবাব।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নবাব আলী,

সত্যি বলছ তোমরা?

সত্যি বলতে সত্যি! আর অভিনয়ও হয়েছে তেমনি। যাকে বলে বাদশার বাদশা, নবাবের নবাব।

কী কথায় যে কী কথা এসে গেল! এই শেষ বেলায় নবাব আলী সহসা অদ্ভুত এক অভিলাষ ব্যক্ত করে,

অনেক হয়েছে। অভিনয় আর নয়। এখন আমি এই সাজপোশাকেই থাকতে চাই। সিংহাসন তো ছেড়েই এসেছি, এখন এই সাজপোশাক যদি না ছাড়ি...

এমন এক প্রস্তাব শুনে আমরা বাক্যহারা হয়ে অভিনেতা নবাব সিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

পিতা

নাসির আহমেদ

পিতা মানে একটু শাসন, অনেকখানি আদর
পিতা মানে তীব্র শীতে উষ্ণ উমের চাদর।
পিতা মানে ভালোবাসার অলৌকিক এক মায়া!
পিতা মানে চৈত্রতাপে বটের শীতল ছায়া।

পিতা মানে বন্ধু এমন সবার চেয়ে প্রিয়
পিতা মানে মহান পুরুষ অবিস্মরণীয়।
পিতা মানে সবচেয়ে প্রিয় রক্তবাঁধন সত্তা
পিতা মানে শিশুর কাছে পরম নিরাপত্তা।

পিতা মানে স্মৃতির ভেতর স্থায়ী বসত যাঁর
পিতা এমন চির অমর- হয় না মরণ তাঁর।

পিতা আমার প্রাণের পিতা বিশ্বসেরা জন
পিতা মানে সোনার বাংলা শ্যামল-সবুজ মন।

পিতা মানে ভালোবাসার সাগর অনিঃশেষ
পিতা মানেই মহান মুজিব, লাল-সবুজের দেশ।

পিতা মানে ভালোবাসার এমন রঙিন ঘুড়ি
পিতার শোকেই অনন্তকাল আপন মনে পুড়ি।

ডিসেম্বরের সকাল

সোহরাব পাশা

সুন্দরের প্রতিশ্রুতি- রোদ
ভাঙে ছায়ার প্রচ্ছদশিল্প,
ধুলোর দৌরাত্ম্য বাড়ে

তীব্র হেসে ওঠে ফুল ফোটা-
ডিসেম্বরের সকাল

শহিদ মিনার- নক্ষত্রের লাল চোখ
গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল
দীর্ঘশ্বাসের অশ্রুঝরা শব্দে
আলোর ঘ্রাণে মুখর
সব পথ
এই পথ ছেড়ে যাব না কোথাও
এখানে দাঁড়িয়ে আছে
লাবণ্যের ছায়াবাড়ি
নিবিড় গহিনে ডাকে
শ্যামল প্রান্তর
মৃত্তিকার প্রিয় কোলাহল

হৃদয় কাটা রক্তে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম

শাহ্‌নাজ মুন্নী

তখন সন্ধ্যাগুলো ছিল ভয় ধরানো
দুঃস্বপ্ন নিয়ে আসতো প্রতিটি সকাল
এসেছিল ধ্বংসের ঋতু, চলছিল উৎকণ্ঠার কাল
জীবন পোড়ার গন্ধ বাতাসে, ধোঁয়াতে তুমুল হাহাকার
শূন্য গলিতে একলা ঘোরে গৃহহীন পোষা বিড়াল
সঙ্গীতের মত বুলেট বাজছিল সঙ্গে আর্তচিৎকার
বাড়ির ছেলেটি বাইরে বেরিয়ে ফিরলো না ঘরে আর
ঘাসগুলো তবু ভোরের মতো সবুজ ছিল
কান্নার জলে যাচ্ছিল ভেসে স্বপ্নের শৈবাল
সম্ভ্রমহারা বোনের শরীর পতাকা দিয়ে ঢেকেছিলাম
স্বাধীনতা ছিল নিখোঁজ ভাইয়ের রক্তের মত লাল
হারানোর দুঃখে নয়, পাওয়ার আনন্দে আমরা কেঁদেছিলাম
ছিঁড়েছিল দীর্ঘদিনের পরাধীনতার জাল
হৃদয় কাটা রক্তে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম।

বড়দিনের মহিমা! মর্ত্যে এলেন পরিত্রাতা

পাস্টর প্রিন্স শমূয়েল সরেন

‘ মহানন্দের এই গৌরবময় বড়দিনের সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকটি জীবন হোক আজ প্রভুর মহানুগ্রহে পরিপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি ছন্দে স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হোক শান্তির স্রোতধারায়, প্রতিটি হৃদয়ের স্পন্দনে জেগে উঠুক প্রভুর স্বর্গীয় ভালোবাসার গভীর উপলব্ধি, স্বর্গ দূতের স্বর্গীয় কলরবে একাত্ম সকল খ্রিষ্টভক্তগণের কণ্ঠে মুখরিত হোক সারাবিশ্ব এই স্তবগানে, উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র, মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি। ’

যুগ যুগ ধরে অধিকাংশ মানুষের মনে এই প্রশ্ন বারে বারে জেগে উঠেছে খ্রিষ্টীয় জীবনের মূল ভিত্তি কি ? বা কে এই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রবর্তক? এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর পবিত্র বাইবেলে রয়েছে আর তা হলো, খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলেন আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিষ্ট। কারণ একমাত্র তিনিই পাপ থেকে মানুষকে পরিত্রাণ দিয়ে পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করার সত্য পথ উন্মোচন করেছেন যেন পাপী মানুষ তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা পাপের ক্ষমা পেয়ে অনন্তজীবন লাভ করতে পারে। প্রভু যিশু সেইজন্য দৃঢ় নিশ্চয়তায় বলেছেন আমিই পথ, সত্য ও জীবন আমা দিয়া না আসলে কেহ পিতার নিকটে যেতে পারে না। আমার নিকটে এসো, আমি তোমাদের শান্তি দিব। যুগ যুগ ধরে শান্তির অন্বেষণে এই পৃথিবীস্থ সমস্ত মানুষ যখন পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত ঠিক সেই মুহূর্তে স্বর্গীয় পিতা তাঁর মঙ্গল সংকল্প অর্থাৎ সমস্ত জগতের ত্রাণকর্তার আগমনের মহিমাময় বার্তা ঘোষণা করলেন

যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে, ঘোষিত হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যাশার বাণী, কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন, একটি পুত্র আমাদেরকে দত্ত হয়েছে; আর তাঁরই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকবে এবং তাঁর নাম হবে, আশ্চর্য্যমন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ (যিশাঃ ৯:৬)। আর সেই কারণে খ্রিষ্টভক্তদের কাছে এইদিন এত বড় যা অন্য কোনো দিনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সত্যই এই দিন বড়দিন। কারণ স্বর্গের ঈশ্বর মানবরূপে এই ধরাতে নেমে এলেন পাপী মানুষকে উদ্ধার করার জন্য। স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে নিজেকে শূন্য করে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে কালভেরী ক্রুশে প্রদান করলেন যেন পাপী মানুষ পরিত্রাণ পায়। পাপী মানুষের প্রতি তাঁর এই প্রেম আর পাপ থেকে উদ্ধার পাবার এই আহবানে সাড়া দিয়ে তাইতো বিশ্বের অগণিত মানুষ পরিত্রাণের আনন্দে বড়দিনের উৎসবে গেয়ে উঠে এই গান, আজ শুভ বড়দিন ভাই, আজ শুভ বড়দিন, খ্রিষ্ট যিশু এলেন ভবে ছেড়ে স্বর্গের সিংহাসন। প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জগতে আগমনের এই মহানন্দের সুসমাচার সেই সময়ে ঐ অঞ্চলের মেষপালকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে স্বর্গের দূতগণ স্বর্গীয় কলরবে গেয়ে উঠেছিল এই স্তবগান, উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র- মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জন্মের আগমনবার্তা স্বর্গদূতের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রেরণ করলেন, পবিত্র বাইবেল এই সত্য প্রকাশ করছে, পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত হলেন, তিনি দায়ুদ কুলের যোষেফ নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হয়েছিলেন, সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। দূত তাকে বললেন, মরিয়ম ভয় করো না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পেয়েছ। আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। তখন মরিয়ম দূতকে বললেন, ইহা কিরূপে হবে? দূত উত্তর করে বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাবে (লূক ১:২৬-৩৫)। পবিত্র বাইবেল বলে, যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করতো, তারা মহা-আলোক দেখতে পেয়েছে, যারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করতো, তাদের উপরে আলোক উদিত হয়েছে (যিশাইয় ৯:২)। প্রভুর বাক্যের এই সত্যতা প্রমাণিত হলো এই মর্ত্যে, আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন (প্রভু যিশুর রক্ত মাংসের দেহে প্রকাশ) এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন আর আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা হতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ (যোহন ১:১৪)।

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মানবরূপে এই জগতে প্রকাশিত হওয়ার বিবরণ পবিত্র বাইবেলে এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, যোষেফ, দায়ুদ সন্তান তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না, কেননা তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার দ্বারা হয়েছে; আর তিনি পুত্র প্রসব করবেন এবং তুমি তাঁর নাম যিশু (ত্রাণকর্তা) রাখবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদেরকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন (মথি ১:২০-২১)।

এই সত্য আজও এই পৃথিবীস্থ অধিকাংশ মানুষ জানে না যে, একমাত্র পাপের কারণে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে হয়েছে বিচ্ছিন্ন এবং শাপগ্রস্থ। আর সেই কারণে জীবনের চারিদিকে এত হতাশা, ব্যর্থতা, হিংসা-বিদ্বেষ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি এবং যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুর নিশ্চিত হাতছানি। পবিত্র বাইবেল এই সত্য প্রকাশ করছে যে, কেননা পাপের বেতন মৃত্যু (রোমীয় ৬:২৩)। তাইতো পাপের দ্বারা আক্রান্ত জগতের সীমাবদ্ধ মূর্খ জ্ঞান দ্বারা আজও মানুষ সত্য জানতে পারেনি যে, পাপ থেকে উদ্ধার না পেলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রদত্ত অনন্তজীবনের অধিকারে কখনো কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কে প্রকৃতরূপে এই পথ দেখাবে? কার হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? কে প্রকৃতরূপে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত এবং মুদ্রাঙ্কিত। এই

সারাবিশ্ব যেন আজ হিংসার দাবানলে জ্বলে উঠেছে। মানুষে-মানুষে সংঘাত, জাতিতে-জাতিতে বৈষম্য, ধর্মে-ধর্মে যুদ্ধ, চারিদিকে শুধু হানাহানি আর হিংসা-প্রতিহিংসার শিকার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ আর মানবিক মূল্যবোধ। প্রবাদ আছে, ধর্ম যদি মানুষকে ধার্মিক না করে, তবে তা সত্য ধর্ম নয়। বর্তমান মানুষের নৈতিক অবক্ষয় বলে দিচ্ছে মানুষ শয়তানের ভ্রান্তি দ্বারা ক্রমশঃ ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে, যার ফল আমরা প্রত্যেকে চরমভাবে ভোগ করছি। প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সেইজন্য স্বর্গ থেকে নেমে এলেন যেন আমরা সত্য জীবন পাই। আর তাই তিনি বললেন, আমি এসেছি, যেন তারা জীবন ও উপচয় পায়, আমিই পথ, সত্য ও জীবন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আসে সে জীবনের দীপ্তি পাবে।

সত্যের অনুসন্ধান আজও মানুষ সোনার হরিণের মত খুঁজে ফিরছে যা এখনো অনেকের কাছে অজানা। একটি চরম সত্য হলো, পবিত্র বাইবেল বলে, ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই, কিন্তু একজাত পুত্র যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। যিনি স্বর্গ থেকে আসেন, তিনিই সর্বপ্রধান, কারণ তিনি যা দেখেছেন, তারই সাক্ষ্য দেন, আর তাঁর সাক্ষ্য সত্য (যোহন ১ঃ১৮; ৩ঃ৩১-৩৩)। ঈশ্বরের স্বর্গীয় মহিমা প্রকাশের জন্য কাল সম্পূর্ণ হলে ঈশ্বর আপনার নিকট হতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন; তিনি স্ত্রী-জাত ব্যবস্থার অধীনে জাত হলেন, যেন ভাববাণী পূর্ণ হয়, প্রভু আপনি তোমাদেরকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ এক কন্যা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবে, যার অর্থ- আমাদের সহিত ঈশ্বর (যিশাইয় ৭ঃ১৪)।

যুগে যুগে একটি প্রশ্ন বার বার মানুষের মনে জেগে উঠেছে, আর তা হল, কে এই যিশু খ্রিষ্ট? কি তাঁর পরিচয়? তিনি কোথা থেকে এসেছেন? পবিত্র বাইবেলে এই সব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করা হয়েছে। মথি লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায়ের ১৬ এবং ১৭ পদে লেখা আছে, যিশু বাপ্তাইজিত হয়ে যখন জল হতে উঠলেন, আর দেখ তাঁর নিমিত্ত স্বর্গ খুলে গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নেমে আপনার উপরে আসতে দেখলেন। আর দেখ, স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত। যিশুই যে জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র, এই কথা কোনো মানুষ বলে নাই কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর মুখ নির্গত বাণীর দ্বারা এই জগতের সামনে তাঁর একজাত পুত্রের পরিচয় করে দিয়েছেন। তিনি পিতার ক্রোড়ে ছিলেন এবং প্রকাশিত হলেন যেন তাঁর মাধ্যমে স্বর্গস্থ পিতার মহিমা এই পৃথিবীস্থ সকল মানুষ দেখতে পায়। সেইজন্য প্রভু যিশু জগতে এসে বললেন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আসে, সে কোনমতে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাবে। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, যা হয়েছে তার কিছুই

তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল। আর সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করছে। দু'হাজার বছর পূর্বে প্রভু যিশু জগতে মানবরূপে প্রকাশিত হয়ে বললেন, আমি এসেছি যেন তারা জীবন ও উপচয় পায়।

যিশু খ্রিষ্টই যে স্বয়ং ঈশ্বর তা পবিত্র বাইবেল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, কলসীয় ১ অধ্যায়ের ১৫ এবং ১৬ পদে বলা হয়েছে, ইনিই অর্থাৎ প্রভু যিশুই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হয়েছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য কি অদৃশ্য যা কিছু আছে, সিংহাসন হোক, কি প্রভুত্ব হোক, কি আধিপত্য হোক, কি কর্তৃত্ব হোক, সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁর নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে। কলসীয় ২ অধ্যায়ের ৯ এবং ১০ পদে বলা হয়েছে, কেননা তাঁহাতেই অর্থাৎ যিশুর মধ্যেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে; এবং তোমরা তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হয়েছো, যিনি সমস্ত আধিপত্যের ও কর্তৃত্বের মস্তক। প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের পরাক্রম এই জগতে তিনি মানবরূপে বিচরণকালে প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিষ্যগণ যখন সমুদ্রে নৌকায় প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল তখন প্রভু যিশুই ঝড় থামিয়ে প্রমাণ করলেন সমস্ত প্রকৃতির উপর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা (মথি ৮ঃ২৩-২৭)। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কারো প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। ৪ দিনের মৃত লাসারকে জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন তিনি জীবনদাতা (যোহন ১১ঃ১-৪৪)। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে জীবন দান করতে পারেন। ব্যভিচারী পাপীষ্ঠা নারীকে ক্ষমা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, পাপের ক্ষমা এবং পরিত্রাণ দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতে রয়েছে (লুক ৭ঃ৩৬-৫০)। এখনো প্রভু যিশুর শিষ্য এবং ভক্তগণের মধ্য দিয়ে তিনি এই জগতে তাঁর জীবন্ত পরাক্রম ও মহিমা প্রকাশ করে চলেছেন যেন তাঁর বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। সেই কারণে খ্রিষ্টভক্তগণ এই সুসমাচার চারিদিকে প্রচার করে থাকে যে, একমাত্র প্রভু যিশু খ্রিষ্টই পাপ থেকে উদ্ধার করে অনন্তজীবন দিতে পারে। কেননা এই মহান আদেশ স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নিজেই তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন, তোমরা সমুদয় জগতে সুসমাচার প্রচার কর, যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয় সে পরিত্রাণ পাবে, যে অবিশ্বাস করে তার দণ্ডাজ্ঞা করা যাবে (মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬)। পবিত্র বাইবেল এই সত্য প্রকাশ করে আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে আর কোন নাম নাই যে নামে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে (প্রেরিত ৪ঃ১২)। প্রভু যিশু খ্রিষ্টের স্বর্গীয় প্রেম এই জগতে খ্রিষ্টভক্তদের মধ্য দিয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমরা এর উদাহরণ খুঁজে পাব দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, বস্ত্রহীনকে

বস্ত্র দান, পীড়িতদের সেবা, এই প্রকার নানাবিধ কল্যাণমুখী, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, বিশেষতঃ খ্রিষ্টিয়ান এনজিওগুলো এই স্বর্গীয় ভালোবাসা প্রকাশ করে আসছে। বিশ্বখ্যাত মহীয়সী নারী মাদার তেরেজা প্রভু যিশুর স্বর্গীয় এই ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যার ভালোবাসার স্পর্শে এই পৃথিবীস্থ অগণিত অসহায় দুঃস্থ মানুষ হয়েছে আশীর্বাদধন্য। এখনো স্বর্গীয় এই ভালোবাসায় মানুষের সেবায় অব্যাহত রয়েছে তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠানগুলো কালের সাক্ষীরূপে। সারাবিশ্বে ২৫শে ডিসেম্বর খ্রিষ্টভক্তগণ যখন ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জগতে মানবরূপে আগমনকে উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করে, তখন প্রকৃতপক্ষে তারা জগতে প্রভুর আগমনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্মরণ করে তাঁর গৌরব স্বীকারপূর্বক তাঁর আরাধনা প্রশংসায় তাঁর প্রভুত্বের কাছে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে। পবিত্র বাইবেল বলে, কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করলেন যে, তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন যেন যে কেহ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্তজীবন পায় (যোহন ৩:১৬)। খ্রিষ্টভক্তগণ প্রভুর অনুগ্রহে পাওয়া সেই অনন্তজীবনের নিশ্চয়তার আনন্দে তাইতো দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় মহানন্দের সুসমাচারের গৌরবময় বার্তা, একজন জগতের ত্রাণকর্তা এসেছেন যিনি সকল পাপী মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন তিনি হচ্ছেন প্রভু যিশু খ্রিষ্ট। আজ পৃথিবীতে পাপাত্মার কারণে মানুষের দৈনন্দিন জীবন হয়ে উঠেছে অশান্ত এবং যন্ত্রণাময়। সারাবিশ্ব যেন আজ হিংসার দাবানলে জ্বলে উঠেছে। মানুষে-মানুষে সংঘাত, জাতিতে-জাতিতে বৈষম্য, ধর্মে-ধর্মে যুদ্ধ, চারিদিকে শুধু হানাহানি আর হিংসা-প্রতিহিংসার শিকার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ আর মানবিক মূল্যবোধ। প্রবাদ আছে, ধর্ম যদি মানুষকে ধার্মিক না করে, তবে তা সত্য ধর্ম নয়। বর্তমান মানুষের নৈতিক অবক্ষয় বলে দিচ্ছে মানুষ শয়তানের ভ্রান্তি দ্বারা ক্রমশঃ ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে, যার ফল আমরা প্রত্যেকে চরমভাবে ভোগ করছি। প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সেইজন্য স্বর্গ থেকে নেমে এলেন যেন আমরা সত্য জীবন পাই। আর তাই তিনি বললেন, আমি এসেছি, যেন তারা জীবন ও উপচয় পায়, আমিই পথ, সত্য ও জীবন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আসে সে জীবনের দীপ্তি পাবে। আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত থাকবে। একটা ভ্রান্তি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে আর তা হল, প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টিয়ান ধর্মের প্রবর্তক। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, 'Christianity is not a religion, it is relationship with God' খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, যার মাধ্যমে জগতের আদমজাত সকল পাপী মানুষ পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে। অর্থাৎ প্রভু যিশু খ্রিষ্ট তিনি স্বয়ং ঈশ্বর যিনি পাপী মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য মানবরূপে জগতে এসে কালভেরী ক্রুশে জগতের পাপভার তুলে নিলেন, আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে প্রদান করলেন যেন জগত তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পায়। পাপী মানুষ যেন পাপের ক্ষমা পেয়ে পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার মাধ্যমে স্বর্গ-পুরীর প্রজার অধিকার দ্বারা স্বর্গীয় সমস্ত আশীর্বাদে তৃপ্তিকর আনন্দ ও শান্তিতে প্রকৃত বিশ্রামের জীবনযাপন করতে পারে। শান্তিরাজের রাজত্বে শান্তির সন্তান, শান্তির গৃহ যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। পবিত্র বাইবেল বলে, সকলের সঙ্গে শান্তির অনুধাবন কর, তোমাদের যতদূর সাধ্য থাকে মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে বাস কর। প্রভু যিশু বলেছেন, আমার নিকটে এসো আমি তোমাদের শান্তি দিব, আমি যে শান্তি দিই, জগত তা দিতে পারে না, তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, সাহস কর, এ আমি, ভয় করো না, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, তোমরা যদি পরস্পর প্রেম রাখ, তবে ইহাতেই সকলে জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।

বছর বছর ঘুরে আসে বড়দিনের এই মহিমাময় ক্ষণ, যেন সমুদয় জগতের মানুষ আজ এই সুখবর জানতে পারে যে, জগতের ত্রাণকর্তার আগমন হয়েছে। তাঁর স্বর্গীয় দীপ্তিতে যেন পাপে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী দীপ্তিময় হয়। সেইজন্য যত লোক তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে তাদেরকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন। সমুদয় জগতে এই মহানন্দের সুসমাচার ঘোষণা করা হয়েছে, তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তা জন্ম নিয়েছেন, তিনি প্রভু যিশু খ্রিষ্ট। কালভেরী ক্রুশে ঢেলে দেওয়া তাঁর বহুমূল্য আরোগ্যদায়ী রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ শুচি করতে পারে। তাঁর কাছে জীবন সমর্পণ করে আমরা হতে পারি জীবন মুকুটের অধিকারী। তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস এনে দিতে পারে পরিত্রাণ ও অনন্তজীবনের নিশ্চয়তা।

খ্রিষ্টভক্তগণ এই মহাপবিত্র দিনে প্রভুর চরণতলে ভগ্ন-চূর্ণ হৃদয় নিয়ে নিজের জীবন সমর্পণ করে অনুতাপের অশ্রুজলে এই প্রার্থনা নিবেদন করবে, "প্রভু যিশু তুমি আজ এসো আমার হৃদয় মন্দিরে, আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে তোমার সন্তান হবার অধিকারে ধন্য ও পূর্ণ করো এই পাপময় জীবন। তোমার স্বর্গীয় দীপ্তিতে দীপ্তিময় করো অন্ধকারাচ্ছন্ন এই পাপপূর্ণ ধরাতল। গ্রহণ করো এই ধূলিমাত্র নগণ্য জীবন উপহারস্বরূপ তোমার স্বর্গীয় ভালোবাসায়।" মহানন্দের এই গৌরবময় বড়দিনের সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকটি জীবন হোক আজ প্রভুর মহানুগ্রহে পরিপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি ছন্দে স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হোক শান্তির স্রোতধারায়, প্রতিটি হৃদয়ের স্পন্দনে জেগে উঠুক প্রভুর স্বর্গীয় ভালোবাসার গভীর উপলব্ধি, স্বর্গদূতের স্বর্গীয় কলরবে একাত্ম সকল খ্রিষ্টভক্তগণের কণ্ঠে মুখরিত হোক সারাবিশ্ব এই স্তবগানে, ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র, মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ সকলের সহবর্তী হোক। ইম্মানুয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর)।

লেখক: পালক, পবিত্র যিশু খ্রিষ্টের মণ্ডলী,
মহাখালী, ঢাকা

মৃত্যুহীন সময়ের ঘোড়া

জহীর হায়দার

ছুটে চ'লছে মৃত্যুহীন সময়ের ঘোড়া
বলো বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ প্রাচীর বলো উন্মাদ
বিদগ্ধ পাগল বলো, পর্বতের শীতল গুম্ফার কালো রেখার নীচে
বিদ্রোহের সূর্যকে মুড়িয়ে রেখেছে কে?
সোনায়মোড়া সভ্যতাকে বারুদের তীক্ষ্ণ আবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে কে?
বলো কঙ্কাল, বলো নগরীর, মৌলিক স্তম্ভের নিচে কার রক্তাক্ত পদচিহ্ন:

বলো আগুন বলো জল বলো,
নীরব শিখরের পাদদেশে কাদের তাজ কণ্ঠস্বর
চাপা প'ড়েছিলো,
গুহার স্তব্ধ অন্ধকার অন্ধ অরণ্যের মতো
কাদের ঢেকে রেখেছিলো:
প্রাসাদের কোন্ সূর্যের মুখে অঙ্কিত ছিলো
আহতদের মর্মন্তুদ ক্ষতচিহ্ন:

বলো শান্তির হে বিশ্বস্ত দূত,
তোমার ক্ষিপ্র পায়ের শেকলের মধ্যে
কে জ্বেলেছিলো তীব্র বিদ্রোহের আগুন:
আমি তার অন্ধকারাচ্ছন্ন পাদদেশ থেকে
খুঁজে ফিরছি তোমাদের কান্নার ধ্বনি
আর রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন:
আমার স্বদেশপ্রেমিক বন্ধুগণ
অনন্ত শান্তির হে মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য,
তোমাদের করুণ আত্মবিসর্জনের পর্ব থেকে
যে নতুন পৃথিবী নির্মিত হয়েছিলো,
শীর্ণ এদেশ তাকে সম্ভাষণ করেছিলো
ভোরের রক্তিম আলোয়:

মাটির সে উদার পৃথিবীর জন্যে
নির্বাক এ আমি খুলে রেখেছি
তপ্ত হৃদয়ের নিভৃত দরোজা
চোখ মেলেছি শান্তির সুসহিত সমুদ্রে-
হ্যাঁ, মার্জিত গোলাপের মতো সমৃদ্ধ হোক
নিবিড় এ বাসভূমি
বুদ্ধের ধ্যানের গভীরে নিমজ্জিত হোক

অগ্নিদগ্ধ এ পৃথিবী...

ঠিক তার নাম'ই বিজয়

কল্পনা সরকার

কে এলো সেদিন চিরকালের পরমায়ু নিয়ে
অমর অক্ষয় হয়ে
এমন সাধ্য কার?
শত বছরের তপস্যা শেষে
লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে নির্বিশেষে
ঠিক এই মাটির বু'কে মানুষের মুক্তি দিতে
যেখানে জীবজগৎ এর নিশ্চিন্ত
আশ্রয়ের আঁচল পেতে
ঠিক তারই নাম বিজয়।
আজ ফুলকলি নির্বিঘ্নে পাপড়ি মেলে ফোটে,
উচ্ছল প্রাণে ফসল বোনে কৃষক আপন মাঠে
দিগন্তজোড়া সবুজ শ্যামলে ভরে উঠে বুক!
বাংলার মানুষের ভাগ্যে উন্নয়নের যত সুখ!
রোদ ঝলমল আনন্দ মিছিল উছলে পড়ে
বন-বনান্তে পথে প্রান্তরে
দৌড়ে এসেছিল সূর্য থেকে
লাল সবুজের পতাকা হাতে
এমনই শীতার্ত প্রভাতে
ঠিক তার'ই নাম বিজয়।
তার নাম'ই বিজয়।

শীতঋতু, বাঙালির যাপিতজীবন ও সাহিত্য

শেলী সেনগুপ্তা

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ছয় ঋতুর আবর্তনে বদলে যায় প্রকৃতিও। কোনো ঋতু নীরবে আসে আবার চলেও যায়, কোনো ঋতু সগৌরবে আসে, আসে বীরের মতো। তার মধ্যে একটি শীত ঋতু। বারবার ফিরে আসে আপন উদ্দামে। নিজের প্রতাপ দেখিয়ে আসে, আবার চলেও যায়। পৌষ ও মাঘ মাস শীতকাল হলেও অগ্রহায়ণেই তার আগমনী সংগীত বেজে ওঠে। হেমন্ত যখন প্রৌঢ়ত্ব ঘোষণা করে তারপরেই আসে শীতের নির্মম বার্ধক্য। ষড়ঋতুর সবচেয়ে চমৎকার ঋতুটি হচ্ছে শীতকাল। কারণ আমাদের দেশে বছরের সিংহভাগ সময় গ্রীষ্ম ভর করে থাকে। জনজীবনকে গরমের তীব্রতায় অতিষ্ঠ করে তোলে। শীতকাল আমাদের সামগ্রিক জীবনাচারে ভিন্ন উপাদান ও অনুভূতি নিয়ে উদয় হয় এবং দ্রুত চলেও যায়। সুদিন যেমন কখনো দীর্ঘায়িত হয় না, ঠিক তেমনি শীতকালও দ্রুত বিদায় নেয়। বাঙালিরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব-পার্বণের জন্য শীতকালকেই বেছে নিই এবং এটি যুগ-যুগান্তরের ধারাবাহিকতা।

শীতকালে ফোটে গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী, গোলাপ। ফুলের দোকানগুলো বাহারি ফুলে সেজে ওঠে। সেজে ওঠে উৎসবের আসর, অতিথির ডালা। সরিষা ফুলের ক্ষেত আর মৌমাছির গুঞ্জনের দৃশ্য মনকে পুলকিত করে। শিশিরভেজা বনে পাপিয়ারা পিয়া পিয়া বলে ডাকে, গুনগুন করে একদল মৌমাছি ফুলের আশেপাশে। বাজারে আসে নতুন সবজি। সাচ্ছন্দে ভরে ওঠে মানুষের ঘর। আমাদের ফসলের মাঠ ভরে ওঠে শীতকালীন নানাপ্রকার রবিশস্যে। গ্রামাঞ্চলে খেজুর গাছের রসে পিঠা-পুলি তৈরি হয় ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে শীতকাল আসে উৎসব আর আরাম-আয়েশের বারতা নিয়ে। শীতে শহরে যেমন উন্মুক্ত স্থানজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আধিক্য লক্ষ্য করি তেমনি গ্রামাঞ্চলেও পালাগান, যাত্রা, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শীত মৌসুমেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম-বর্ষা এড়িয়ে বিয়েসহ যাবতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানও শীতকালে নির্ধারণ হয়ে থাকে। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শীতকালকে সুদিনকাল রূপে গণ্য করা হয়।

চিত্রশিল্পীরাও শীত প্রকৃতির ছবি আঁকতে ভালোবাসে। শীতের সকাল আঁকতে খুব ভালো জলরং চিত্রে। শীতের শিশিরভেজা ভোরের দৃশ্য অপরূপ। উদীয়মান সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত গ্রামীণ বাড়ির উঠোন, চাদর মুড়িদেয়া মানুষ, নিঃস্তব্ধ প্রকৃতি ধোঁয়াশা

উজ্জ্বল, নরম এবং কোমলতায় ভরা প্রকৃতি। গাম্ভীর্যময় বৈশিষ্ট্যের জন্যই যেন শীতের সকাল বছরের অন্যান্য ঋতুর সকাল থেকে স্বতন্ত্র। এটিও উঠে এসেছে শিল্পীর তুলিতে।

শীত এমন এক ঋতু যা অন্যসব ঋতুর মতো সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। সেজন্যই হয়তো পিয়েত্রো আরোতিনো বলেছেন, 'এসো শীতকে ভালোবাসি, কেন না প্রতিভাবানদের কাছে এটাই বসন্তকাল।' সাহিত্যে শীতের উপাদান হিসেবে শীতল হাওয়া, কুয়াশা, শিশির, খেজুর রস, অতিথি পাখি, প্রজাপতির দেখা মেলে। কবি-লেখকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শীতকালও যেন সাহিত্যের রসদ জোগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই কাগজে শব্দের আঁচড়ে ফুটে ওঠে এ ঋতুর অপার সৌন্দর্য। যদিও রসনাবিলাসী বাঙালির মূল সংস্কৃতির বিরাট জায়গাজুড়ে শীতের পিঠা-পুলির ঐতিহ্য ধরা দেয় আপন মহিমায়। সবদেশের প্রকৃতি এক না হলেও বিশ্বের অনেক দেশেই শীতের আবির্ভাব চোখে পড়ে। তাই বিশ্বসাহিত্যেও শীতের পরশ পাওয়া যায়। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বিশাল অংশজুড়েও শীতের অবস্থান। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকালের 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অতি আধুনিক সংগীত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে শীত। শীতকে ঘিরে গ্রামীণ আয়োজনও উঠে আসে বাংলা সাহিত্যে। পৌষের ফসল কাটার সময় গানের কথায় শোনা যায়, 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে/ আয়রে চলে আয়।/ আয় আয় ডালা যে তোর ভরেছে/ আজ পাকা ফসলে।' এরকম বহুগানের সন্ধান পাওয়া যাবে শীতকে ঘিরে।

গানের পাশাপাশি গদ্যেও শীতের প্রকাশ বা বিকাশ ঘটতে থাকে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে শীত। দীর্ঘ নয় মাসের মধ্যে দু'মাসই যুদ্ধ করতে হয়েছে শীতকে উপেক্ষা করে। বিজয়ও অর্জিত হয়েছে শীতের মধ্যেই। তাই মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে একাধিকবার উঠে এসেছে শীতের উষ্ণতা বা বৈপরীত্য। ফলে শীতের প্রভাব বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে মিশে আছে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসেও শীতের উপস্থিতি রয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে শীতের বর্ণনা এরকম 'শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত, তখনো কুয়াশা নামেনি। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখতে পায়।'

কথাসাহিত্যের পাশাপাশি আধুনিক কবিতায় শীত যেন অধিক হারে মূর্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'শীত বন্দনা' কবিতায় বলেন, 'ওগো মোর লীলা সাথী অতীত বরষার/ আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং জীবনানন্দ দাসদের কবিতায়ও শীতের আরাধনা বা মাধুর্য ফুটে ওঠে। আধুনিক বাংলা কবিতায় শীতের বহুমাত্রিক রূপ অঙ্কিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। শীতের বহিরাঙ্গিক ছবি যেমন পাওয়া যায় তাঁর রচনায়, তেমনি পাওয়া যায় দার্শনিক উপলব্ধি প্রকাশে শীতের অনুষঙ্গ। শীতের রূপ দেখা যায় তাঁর 'সামান্য ক্ষতি' কবিতায়। সেখানে মাঘ মাসের প্রবল শীতে মানুষ যখন কাঁপছে, তখন রাজমহিষী শীত নিবারণের জন্য দরিদ্র মানুষের সামান্য কুঁড়েঘরে আগুন জ্বালাতে কুণ্ঠিত হন না। এ কবিতা কেবল রাজমহিষীর স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করে না, বরং প্রকাশ করে উচ্চবিত্ত মানুষ কর্তৃক নিম্নবর্গের মানুষকে শোষণ ও নির্যাতনের কথা। এভাবে রবীন্দ্রনাথ শীতের অনুষঙ্গে বহিরাঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দেন উপলব্ধির অন্তরঙ্গ অনুভূতিকে।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে শীত এসেছে দুঃখের বার্তা নিয়ে। দরিদ্র মানুষের কাছে শীতের ভয়াবহতা কবিকে চিন্তিত করেছে। তাই নিম্নবর্গের মানুষের জন্য সূর্যের কাছে তাঁর প্রার্থনা, সূর্য যেন শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁদের উত্তাপ দেয়। শীতকালে খেজুরগাছ কেটে রস-সংগ্রহ বাংলার এক চিরচেনা দৃশ্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পাওয়া যায় এমন ভাবনার প্রকাশ 'ঘোচে না সংশয়/ তোমারে নেহারি কি না প্রসারিত মাঠে/ প্রত্যুষের কুয়াশায় ঢাকা খেয়াঘাটে/ গৃহগামী কৃষকেরা যাবে সন্ধ্যাবেলা/ জটলা পাকায়'। বুদ্ধদেব বসু শীত-অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন দার্শনিক উপলব্ধির উপাদান-উৎস হিসেবে। শীতের রিক্ততা কবির কাছে প্রত্যাশিত, কারণ তা মানুষকে সংসার থেকে দিতে পারে প্রত্যাশিত মুক্তি। শীত কবির কাছে মৃত্যুর প্রমিত সত্তায় উপস্থিত হয়েছে 'আমি যদি মরে যেতে পারতুম এই শীতে, গাছ যেমন মরে যায়, সাপ যেমন মরে থাকে সমস্ত দীর্ঘ শীত ভ'রে।'

শীত কখনও কখনও বুদ্ধদেব বসুর চিত্ততলে জন্ম দেয় নিঃসঙ্গতাবোধ। তিনি মনে করেন, শীত মানুষের চেতনায় যে অনন্বয় ও নির্বেদ সৃষ্টি করে, পরিণতিতে যা জন্ম দেয় মহার্ঘ্য নিঃসঙ্গতা। তবে কবি-সাহিত্যিক ছাড়াও ঝড়, বৃষ্টিহীন গরমের তীব্র দাবদাহমুক্ত শীতকাল সঙ্গত কারণে সবারই প্রিয় যেন নিকটজন। ভ্রমণ, বনভোজন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব-পার্বণের উৎকৃষ্ট সময়রূপেও গণ্য করা হয় শীতকালকে। যারা কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাদের জন্যও সহনীয় সময় এই শীতকাল।

একই শীতঋতু আমাদের কবিদের রচনায় আসতে পারে বিভিন্ন বোধ ও অভিজ্ঞানের সৃষ্টি-উৎস হিসেবে। আবার লেখকের চোখে ধরা দিতে পারে ভিন্নরূপে। শীত বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল চৈতন্য বিকাশে পালন করেছে দূরসঞ্চারী এবং বহুমাত্রিক ভূমিকা। তাই কামনা করি এভাবেই শীতঋতু আরও আরও সমৃদ্ধ করুক বাংলাসাহিত্যকে। কবির লেখনীতে উঠে আসুক সমৃদ্ধ ও স্বালংকিত শীতঋতু।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

একটি লাল সবুজ পতাকার জন্য

শামীমা নাইস

ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্র পেরিয়ে
মঞ্চে, ডায়াসের সামনে এসে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু
মহাকালের তর্জনী উঁচিয়ে বললেন,
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

তারপর যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস;
ত্রিশ লাখ শহিদের লাল তাজা রক্তে
ভেসে গেলো বাংলার মাটি, মাঠ, ঘাট, সবুজ ঘাস, নদী, সমুদ্র
ভেসে গেলো পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ
লুট হলো সভ্যতার শুভ্র পালক!
ধর্ষিতা লাখো লাখো মা বোনের চোখের জল
মিশে গেলো বহতা নদীর স্রোতে!

পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী
আর স্বাধীনতার শত্রুদের আগুনে-
দাউ দাউ পুড়ে গেলো
পূর্ব পাকিস্তনের মুক্তিকামী মানুষের বাড়ি-ঘর,
অগণিত অমূল্য স্থাপনা, সহায় সম্বল সব!

পোড়া দেহে পোড়া মনে তবু বাঙালি বাঁচিয়ে রাখলো স্বপ্ন
হয়ে উঠলো আরও আত্মপ্রত্যয়ী, সংকল্পে অটল
অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ।

একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ থেকে ষোলোই ডিসেম্বর
যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস, বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে-
জয় বাংলা, জয় বাংলা স্লোগানে
প্রকম্পিত হলো আকাশ বাতাস
যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে দাঁড়ালো শত্রুর মুখোমুখি
বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা হলো
সংগ্রামী অসীম সাহসী সাড়ে সাত কোটি মানুষের হুঙ্কারে
কেঁপে উঠলো শত্রুর মসনদ
আত্মসমর্পণ করলো শত্রুরা;
বিশ্ববাসী তাকালো অবাক বিস্ময়ে!

শেষ হলো শোষণ বঞ্চনার নির্মম ইতিহাস
স্বাধীনতার রাঙা সকালে উদিত হলো নতুন সূর্য
বাংলার ঘরে ঘরে জ্বলে উঠলো শান্তির, স্বাধীনতার আলো
রাজপথ মুখরিত হলো বিজয় মিছিলে
বাঙালি ফিরে পেলো লাল সবুজ পতাকা
পেলো কাঙ্খিত মানচিত্র।

হৃদয়ে হৃদয়ে বেজে উঠলো মুক্তির গান, জাতীয় সংগীত-
"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি..."
পরাজিত হলো হায়েনার দল
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পেলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ।

আপোশহীন অভিমানে তুমি

শারমিনা জাহান

মোহনীয় আদর্শে সজ্জিত
একটি সুন্দর চেতনায়
সকল তুলনাহীনতার উর্ধ্বে-
ভাবনার সমাহারে তুমি!!

প্রাণের আকুলতায়-
স্বাধীন বাংলার কথামালায়
সুন্দর স্বপ্ন বির্নিমাণে-
আপোশহীন অভিমানে তুমি!!

তুমি জাগ্রত নির্ভিক পদক্ষেপে
অনুভবের নিবিড়তায়
বিচক্ষণ উদারতায়
অলৌকিক মহানুভবতায় তুমি!!

তুমি বীর! তুমি বীর!
তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা
বীরত্বব্যঞ্জকে গাঁথা
বীরদের সেরা বীর তুমি!!

ভালোবাসার উচ্চশিরে
হৃদয়ের নিপুণ আলাপণে
বিলুপ্তপ্রায় অস্তিত্বের নতুন জাগরণে
অসহয় পথিকের দিকনির্দেশনায় তুমি!!

অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামে
৭ই মার্চের অনন্য শ্রদ্ধায়
মুক্তিযোদ্ধাদের মহৎ প্রেরণায়
সগৌরবে বেঁচে থাকায় তুমি!!

একটি স্বাধীন দেশ রচনায়
কাঙ্খিত স্বপ্নচারিতায়
নির্ভিক মানুষের ত্যাগে পাওয়া
হাস্যোজ্জ্বল ভূখণ্ডের প্রতিচ্ছবি তুমি!!

শ্রদ্ধা! বিনম্র শ্রদ্ধা! হে মহান নেতা!
সালাম! শত কোটি সালাম!
বীরদের বীর তুমি! হে বীর মুক্তিযোদ্ধা!
গর্বিত পিতা তুমি! হ্যাঁ তুমি!!

সময়ের সাথে বস্তুনিষ্ঠতায় বেতার সংবাদ

মোছাঃ তানিয়া নাজনীন

বাংলাদেশ বেতারের জন্মলগ্ন থেকেই সংবাদ এর প্রাণ। বর্তমানে ঢাকায় কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা এবং সারাদেশে বেতারের ১৩টি আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা থেকে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। সর্বশেষ দুটি নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্র গোপালগঞ্জ এবং ময়মনসিংহ থেকে ইতোমধ্যেই সংবাদ প্রচার শুরু হয়েছে। জাতীয় বেতার ভবনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থার তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন ২টি প্রাইম বাংলা, ২টি প্রাইম ইংরেজি সংবাদ বুলেটিনসহ মোট ২২টি সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হয়। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি সার্ক বুলেটিন, ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রমা এবং মনিটরিং পরিদপ্তর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন বেতারে বাংলাদেশের ওপর প্রচারিত সংবাদ নিয়ে 'বিশ্ব বেতারে বাংলাদেশ শিরোনামে' ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হয়। আঞ্চলিক বার্তা কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রতিদিন ৫৪টি ৫ মিনিটের সংবাদ প্রচার করা হয়। সংবাদ বুলেটিনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা থেকে প্রতিদিন বাংলা ও ইংরেজিতে একবার করে সংবাদ পর্যালোচনা প্রচার করা হয়।

এছাড়া বাংলা ভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য তাদের ভাষায় বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরার পাশাপাশি তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে, যাতে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ নিজেদের ভাষায় সংবাদ বুলেটিন শোনার সুযোগ পায়।

সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং দেশ-বিদেশের চলতি ঘটনাবলী সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জনগণকে অবহিত করাই সংবাদ প্রচারের লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থার ২০ মিনিটের বাংলা প্রাইম বুলেটিন জনকল্যাণে গৃহীত সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জঙ্গিবাদ, করোনা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধের মতো জনসচেতনতামূলক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। প্রতিবেদনের মাধ্যমে জনগণ যেমন সরকারের কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে জানতে পারে, তেমনি জনগণের আশা-আকাঙ্খা, ইচ্ছা এবং মতামত সম্পর্কে সরকারকে জানানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। বার্তা বিভাগ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ বিভাগ প্রতিনিয়ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দসহ সরকারের উর্ধ্বতন মহল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ বুলেটিনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রচার করছে। একইভাবে স্পট রিপোর্টিং এবং ভয়েস ওভার ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সরকার গৃহীত নতুন নতুন পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও মতামত সংগ্রহ করে সংবাদ বুলেটিনে প্রচার করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়ার পাশাপাশি বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাপক প্রাধান্য বিস্তার করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্মার্টফোনের কল্যাণে অনেক ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার গুজবনির্ভর খবর জনমনে প্রভাব ফেলছে ও বিভ্রান্তি তৈরি করছে। এ প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে সহজলভ্য গণমাধ্যম হিসেবে মানুষের কাছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগের দায়বদ্ধতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতামূলক এই যুগে টিকে থাকার স্বার্থে বার্তা বিভাগের কার্যক্রমে নিউ মিডিয়া সংযোজনের কোনো বিকল্প নেই। নিউ মিডিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে বার্তা বিভাগের আওতাধীন কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র সীমিত পরিসরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজ নিজ কেন্দ্রের সংবাদ প্রচার ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। তবে বিভিন্ন কেন্দ্রের বুলেটিন, প্রতিবেদন, বিভিন্ন অঞ্চলের গণমানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংবাদ সমন্বয়ের মাধ্যমে নিউ মিডিয়ার কার্যক্রম বার্তা বিভাগের একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে পরিচালনার বিষয়টি সময়ের দাবি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে বার্তা বিভাগ যুগের সাথে তাল মেলাতে নিউ মিডিয়ার কার্যক্রম বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

লেখক: পরিচালক, বার্তা (দৈনন্দিন দায়িত্বে),
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার

চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ

পারভেজ বাবুল

আমার চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ
আমি দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে চলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
টিএসসি থেকে জগন্নাথ হল, কলা ভবন, মধুর ক্যান্টিন
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, শহিদ মিনার
তারপর, আমি মৌনতায় ডুবে থাকি!

আমি দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে চলি
বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি পবিত্র ভূমিতে
তারপর স্মৃতিসৌধ, রায়ের বাজার বধ্যভূমি
বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার অবহেলিত আবাস
তিরিশ লক্ষ শহিদের রক্তে রঞ্জিত, স্মৃতিবিজড়িত পদচিহ্ন
তারপর, আমি মৌনতায় ডুবে থাকি!

সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী বাঙালির অসীম সাহস
নির্ভিক মুক্তিযোদ্ধাদের আমরণ মুক্তিযুদ্ধ
মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সন্তানের শোকে মায়ের করুণ কান্না
শোকাতুর পিতার লাল ভেজা চোখ
ভাইকে হারিয়ে বোনের বিলাপ, ভাইয়ের উদাস দৃষ্টি
স্বামীকে হারিয়ে অসহায় স্ত্রীর একাকিত্ব
ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে প্রেয়সীর গোপন অশ্রুপাত
ধর্ষিতা নারীর বোবাকান্না
বন্ধুকে হারিয়ে বন্ধুর স্মৃতিচারণ
আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি!

বাংলাদেশের শত্রু, স্বাধীনতাবিরোধীদের
নির্লজ্জ নির্মম নৃশংসতা
গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট
পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধ্বংসযজ্ঞ
আগুনে আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে আমার মাতৃভূমি
উনিশশো একাত্তর সালের নয়টি মাস!
আমার সব মনে আছে।

আমার হৃদয়ে বাংলাদেশ
স্বাধীনতার স্বপ্ন মনের ভেতর
জাতীয় পতাকা বুকে জড়িয়ে বলেছি,
প্রিয় বাংলাদেশ, তুমি আমার অহংকার।

বিজয়ের পাদদেশে স্বদেশভূমি

বাশরী মহন দাস

আকাশ জুড়ে বাংলার ছবি
নক্ষত্রের আলোয় মোড়ানো খচিত তারার স্বদেশ ভূমি
মা, মাটি মানুষের দাবির শ্বেতপত্র
বিনিময় একটি যুদ্ধ, বোমা বারুদ, গ্রেনেড রাইফেল
আকাশচুয়ে হৃদয় ছিঁড়ে রক্তের বর্ষা।
ভোরের নরম কুয়াশা নেই,
হায়েনার খাবলে খাওয়া অর্ধনগ্ন মানুষের লাশ
ভয়ঙ্কর শব্দ বোমারু বিমান,
শেলের আঘাতে সোনালি চিলের ডানা কেটে পড়ছে।
মারণাস্ত্রের ভীত বিহ্বল প্রাণিবিহীন সুন্দরবন,
রাজপথ, মাঠঘাট, রাজমহল বস্তিবাসীদের পলায়ন মহড়া
'৭১ এর সময় পোয়াতি বউটি এ্যানিমিয়ায় ভুগছে
অন্তসত্ত্বায় নাড়ি পেঁচানো কুঁচকে যাওয়া শিশু
আতঙ্কের দাবানলে প্রহর রত
কখন আসবো মা তোমাকে বাঁচাবো
ত্রিশ লক্ষ শবদেহের মধ্যে
মা, বাঁচেনি , তবে বিজয় এসেছে রক্তের লোনা স্বাদ নিয়ে
প্রতিষ্ঠিত নবীন সূর্য।
রাতের অন্ধকারে অঙ্গীকার দেশপ্রেম
ক্রমেই ভোর হল রক্তের দাগ মাড়িয়ে পথ চলা
সাত পুরুষের ভিটে-বাড়ি জলমহালের ক্ষেত্র
হায় বিজয়, তোমার স্মৃতিতে গুচ্ছ গুচ্ছ
শিমুল, পলাশ, শাপলা
লাল সবুজের বৃত্তে ভরে উঠুক,
আজীবন স্মরণ মরণের বেদনার পরতে পরতে
ধন্য হউক সবুজ মানচিত্র।

মুজিবকোটের মেয়ে

ঝর্না রহমান

"আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই...আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে..." হ্যাঁ, এইবার! এইবার বঙ্গবন্ধুর হাত উঠলো! আঙুল সোজা করে আকাশের দিকে আর জনতার দিকে। অক্ষরগুলো যেন আঙুল দিয়ে লিখছেন বঙ্গবন্ধু- মনে মনে ভেবে নেয়! এভাবেই নিজের মতো করে নানারকম পয়েন্ট দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মুখস্থ করে নেয় আহনাফ। উনিশশো একাত্তর সনের সাতই মার্চ তারিখে রমনার রেসকোর্স ময়দানে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলে কথা বলতে থাকেন বঙ্গবন্ধু।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আহনাফ ডান হাতটি উঁচু করে তুলে ধরে। আবার নামিয়ে ফেলে। দেয়ালে ঝুলছে বঙ্গবন্ধুর একটা পোস্টার আর কয়েকটা ছবি। আহনাফের আম্মু ছবিগুলো ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে প্রিন্ট করে দিয়েছেন। সেগুলো দেখে আহনাফ আবার হাত তোলে। ডান থেকে বাঁ দিকে স্লো-মোশানে ঘুরিয়ে নেয়। কোনোটাই পছন্দ হয় না আহনাফের।

আম্মু, আম্মু, শুনে যাও তো!

আহনাফের আম্মুর কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। ও আরো চেঁচায়।

আম্মু, আসছো না কেন? বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক না হলে প্র্যাকটিস করবো কীভাবে?

কিন্তু আম্মু ব্যক্তিটির দেখা পাওয়া যায় না। অস্থির হয়ে ওঠে আহনাফ। আর একটু গলা চড়িয়ে ডাকে। আবার তাড়াতাড়ি গলা খাকারি দিয়ে খাদে নামায়। এখন খামাখা চিৎকার চেঁচামেচি করে ভোকাল কর্ডের বারোটা বাজানোর দরকার নেই। পরে ছোট খালার মতো ভয়েস কলাপস করলে আহনাফের মাথায় বাড়ি পড়বে। কম্পিটিশন আর করতে হবে না। শেষে ছোট খালার মতো গানের ফাইনাল কম্পিটিশানের দিনে প্যাঁচা-মুখ করে চুপচাপ ঘরের ভেতর বসে থাকতে হবে। ছোট খালা শাম্মীর ঠাণ্ডার ধাত। এক ছটাক

ঠাণ্ডা বাতাস তার গায়ে লাগলেই, গায়ে আর কোথায়, গলার আশেপাশে লাগলেই তার এক সিরিয়ালে সাতটা হাঁচ্চো, নাকের তলায় লাল টুকটুকে জ্বরঠোসা, স্বর ঘ্যারঘ্যারানি সব একসাথে মার্চ করে চলে আসে। তারপরের দিন দেখা যায়, ছোট খালা হাতে একটা কাগজ আর কলম নিয়ে ঘুরছে। কথা বলার প্রয়োজন হলে লিখে লাইনের পাশে একটা টিক দিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। তার মানে টিক দেয়া লাইনটা পড়ো।

আবার হাত উত্তোলন করার মকশো করতে আয়নায় তাকাতেই দরজার বাইরে হাসিনাকে দেখতে পায় আহনাফ। হাসিনা আহনাফেরই সমবয়সী। আহনাফের উঁচু করা হাতের দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসে হাসিনা।

এখানে হাসির কী হলো? স্টুপিড! আহনাফ চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে শান্তস্বরে বলে, এই হাসিনা, দেখ তো আম্মু কোথায়? এতবার ডাকছি!

খালাম্মায় তো বাথরুমে। ডাকলে লাভ কী? বাথরুম থেইকা কি মানুষে কথা বলে?

আর একবার ঠোঁট টিপে হাসে। হাসিনার এই হাসিটা খুব মিষ্টি। কিন্তু এখন গা জ্বলে যায় আহনাফের। দাঁতে দাঁত ঘসে-

স্ত্রি ম্যাডাম! মানুষে বাথরুমে গেলেও কথা বলতে পারে। টয়লেটে গেলে কথা বলে না। সেটা অশোভন। আপনি এখন যান, দয়া করে আম্মুকে বাথরুম থেকে বের হয়ে আসতে বলেন। আর বলেন ভিডিওটা লাগবে।

হাসিনা একটু ভড়কে যায়। কথা বলার ধরন দেখে বুঝতে পারে আহনাফ ভাইয়ার রাগ হয়েছে। সে খালাম্মাকে ডাকতে বাথরুমের দিকে দৌড় লাগায়।

হাসিনা আহনাফদের বাসায় বছরখানেক হলো কাজ করছে। এর আগে সে এক কমিশনার সাহেবের বাসায় থাকতো। সেখানে সে কোনো মতে মাস তিনেক থেকে একদিন পালিয়ে চলে এসেছে। কমিশনার সাহেবের বউ ভীষণ বদরাগী। পান থেকে চুন খসলে হাতের কাছে যা থাকতো তাই দিয়ে মারতো। খেতে দিত না। তখন শীতকাল ছিল। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর মাদুর পেতে একটা পাতলা কম্বল গায়ে দিয়ে শুতে হতো হাসিনাকে। মাথার নিচে বালিশও দিত না। সারা রাত খিদেয় ঘুম আসতো না। কিন্তু সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগতো মাকে দেখতে না পেয়ে। মায়ের সাথে দেখা করতে দিত না। মা-র কাছে যাওয়ার কথা বললেই বেগম সাহেব হাসিনার দুই গাল নিষ্ঠুরভাবে চেপে একেবারে দাঁতের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলতো, এক বছরের আগে কোনো যাওয়াযাওয়ি নেই। ভেংচি কেটে বলতো, কামকাজ বাদ দিয়ে ম্যা ম্যা করলে খাবি ছ্যাচা।

একদিন বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানে অনেক লোকজন এলো। সবাই ব্যস্ত। সেই সুযোগে পালালো হাসিনা।

এই বাসার মানুষগুলো বেশ ভালো। মা-র সাথে দেখা করায় কোনো বাধা নেই। বরঞ্চ ওর মাকে আহনাফের আম্মু বলে দিয়েছে, মাঝে মধ্যে এসে মেয়েকে দেখে যাবেন। তাহলে হাসিনার মন ভালো থাকবে। এ বাসায় কাজও তেমন বেশি না। রান্নাবান্না ধোয়ামোছা বড় বড় কাজ করার জন্য আম্বিয়ার মা আছে। হাসিনার কাজ তাকে সাহায্য করা আর বাসার লোকজনের এটা-ওটা ফাইফরমাশ খাটা। কাজকর্মে গলদ হলে খালাম্মা বকাটকা দেয়, তবে গায়ে হাত তোলে না কখনো। আর হাসিনার সমবয়সী আহনাফ ভাইয়া তো খুবই ভালো। মাঝে মাঝে ছোটদের গল্পের বই পড়তে দেয় হাসিনাকে। স্কুলের পড়া নিয়েও হাসিনার সাথে গল্প করে। হাসিনা গ্রামের স্কুলে ফোর পর্যন্ত পড়েছিল। তাই কাজ চালাবার মতো লেখাপড়া সে জানে। তবে হাসিনার খুব ইচ্ছা আবার স্কুলে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু কে তাকে ভর্তি করাবে, কে দেবে স্কুলের খরচ!

ওর মা এ কথা শুনে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, তোর কোন বাপে পড়ার খরচ দিবো? তোর বাপ বদমাইশ তো তার পোলামাইয়ার কথা ভাবে নাই! আর একটা বিয়া কইরা ভাগছে। হাসিনা ছোট হলেও মায়ের কষ্ট বোঝে। মনে মনে ভাবে কোনোদিন যদি লেখাপড়ার সুযোগ পায় তবে নিশ্চয়ই সে চাকরি করে মায়ের কষ্ট ঘুচিয়ে দেবে। মাকে আর ছোট ভাই সালমানকে যত্নে রাখবে। ভালো ঘর, ভালো জামাকাপড় আর ভালো খাবারের ব্যবস্থা করবে। এসব ভাবনার কথা অবশ্য হাসিনা মনে মনেই রাখে। কাউকে বলে না। আর কীভাবে তা সম্ভব হবে তা-ও জানে না। তার পরেও রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ সুন্দর একটা জীবনের কথা ভাবে হাসিনা।

আম্মু ল্যাপটপ অন করতে করতে বলেন, এখনও বঙ্গবন্ধুর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার মুখস্থ হয়নি! প্রায় পনেরো মিনিটের ভাষণে প্রথম সাত আট মিনিট তো দুহাত পেছনে জড়ো করেই কথা বলেছেন তিনি! কয়েকবারই তো দেখেছ!

আহ্ সেটা তো জানি! কিন্তু ডান হাতটা কখন কখন সোজা উঁচু করে কথা বলতে হবে সেটা ভুলে গেছি।

ঠিক আছে। আবার দেখে নাও।

ভিডিও চালু করে দেন আহনাফের আম্মু। সাতই মার্চের ভাষণ চলতে থাকে।

"ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি..."

পজ হয়ে যায় হঠাৎ। আম্মুই পজ করেছেন। স্ক্রিনে হাত তুলে স্থির বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধু। আম্মু সেটা দেখিয়ে আহনাফকে বলেন, একটা জিনিস মনে রাখবে, বঙ্গবন্ধু যখনই হাত তুলেছেন, তাঁর ডান হাতের ফোর ফিঙ্গার মানে তর্জনী তুলে রেখেছেন সোজা। এই দেখ। এই সোজা আঙুলে আছে তাঁর আত্মবিশ্বাস। তিনি বাংলার জনগণের মঙ্গলের জন্য যে পথ ভাবছিলেন, সেটাই একেবারে স্ট্রেইট দেখিয়ে দিয়েছেন। সেটা সঠিক পথ। সোজা সরল।

আহনাফ বঙ্গবন্ধুর হাতের ভঙ্গি অনুকরণ করার কসরৎ করতে করতে আম্মুর কথা শোনে।

এটা কি সিরাতাম মুস্তাকিম আম্মু? স্যার বলেছেন, সরল সঠিক পথ হলো সিরাতাম মুস্তাকিম!

গুড! যখনই আঙুল তুলবে, মনে মনে বলবে, সিরাতাম মুস্তাকিম! তাহলে আর ভুল হবে না। এখন দেখে নাও, কয়বার হাত তুলবে আর কোথায় কোথায়।

আম্মু আবার পাশের ঘরে চলে যান। অফিসের সময় হয়ে গেছে তাঁর। একটু পরেই হাতে ঘড়ির বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে আম্মু দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠবেন।

ভিডিও চলতে থাকে। ভাষণের কথাগুলো

অবিকল ভঙ্গিতে বলতে থাকে আহনাফ।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু একাডেমি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। সেখানে নাম রেজিস্ট্রেশন করেছে আহনাফ। আহনাফ অনেক ছোট থেকেই ভালো আবৃত্তি করে। তার পড়ার টেবিলের পাশে একটা সুন্দর ওয়ালর‍্যাক-এ সাজানো আছে বিভিন্ন আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পাওয়া নানারকম পুরস্কারের ক্রেস্ট আর মেডেল। এবারের প্রতিযোগিতার জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিও দারুণ আয়ত্ত করেছে আহনাফ। ঝাড়া মুখস্থ। সেই সঙ্গে আয়ত্ত করেছে বঙ্গবন্ধুর বাচনভঙ্গি। প্রথমে ধীরে ধীরে শান্তস্বরে, তারপর ক্রমাগত ভোকাল রেঞ্জ বাড়াতে থাকে, ফুলে ওঠে গলার শিরা, চোয়ালের কচি হাড় যথাসম্ভব শক্ত করে তোলে। আহনাফ মাত্র বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পড়েছে। কণ্ঠ এখনও কচি। মিষ্টি। কিন্তু সেখানেই বজ্রকণ্ঠের দৃঢ়তা ফুটিয়ে তোলে আহনাফ। কারণ বঙ্গবন্ধুর গলার আওয়াজ খুব ভরাট। কথা বললে গম গম করতো। ভাষণ দেয়ার সময় সেই কণ্ঠ বজ্রের আওয়াজের মতো যেন দূর আকাশেও ছড়িয়ে পড়তো। তাই তাঁর কণ্ঠকে বলা হয় 'বজ্রকণ্ঠ'। আহনাফ জানে, উনিশশো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের মানুষের মনে সাহস আর শক্তি আনার জন্য বেতারে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে একটা অনুষ্ঠান হতো। সেখানে এই সাতই মার্চের ভাষণের একটা অংশ বাজানো হতো। "আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে..." আহনাফের জিভের ভেতর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে ভাষণের কথাগুলো।

খুব সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস করছে আহনাফ। হাতে আর চারদিন মাত্র সময় আছে। আহনাফের জন্য দর্জি দিয়ে একটা মুজিবকোটও বানানো হয়েছে। ড্রাইভার ইয়াসিনকে দিয়ে শাঁখারিপট্টি থেকে নকল গোঁফ আর আঠা আনানো হয়েছে। শেখ মুজিবের গোঁফ! কানের পাশে চুলের গোছা রঙ করার জন্য আনা হয়েছে সাদা চক। সাদা পাঞ্জাবি আর ঢোলা পাজামাও বানানো হয়ে গেছে। একটা জিনিস বাকি আছে। সেটা হলো চশমা। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা এখনও পাওয়া যায়নি। আহনাফের আব্বু নিউমার্কেটে ফুটপাথের এক চশমার দোকানদারকে বলে রেখেছেন। সে এনে দেবে বলেছে।

"আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই...আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে..."

হ্যাঁ, এইবার! এইবার বঙ্গবন্ধুর হাত উঠলো! আঙুল সোজা করে আকাশের দিকে আর জনতার দিকে।

অক্ষরগুলো যেন আঙুল দিয়ে লিখছেন বঙ্গবন্ধু- মনে মনে ভেবে নেয়! এভাবেই নিজের মতো করে নানারকম পয়েন্ট দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মুখস্থ করে নেয় আহনাফ।

উনিশশো একাত্তর সনের সাতই মার্চ তারিখে রমনার রেসকোর্স ময়দানে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলে কথা বলতে থাকেন বঙ্গবন্ধু। ভিডিও চলতে থাকে। তার পাশাপাশি চলতে থাকে আর একটি কিশোরকণ্ঠ। আহনাফের কণ্ঠ। আমরা ভাতে মারবো... আমরা পানিতে মারবো... তোমরা আমার ভাই, তোমরা বেবাকে থাকো...

কে? কে বললো 'বেবাকে'? এটা হবে ব্যারাকে! তোমরা ব্যারাকে থাকো...! আহনাফ তো 'ব্যারাকে'ই বললো! তাহলে?

হাসিনা? আহনাফ অবাক হয়ে হাসিনাকে দেখে, কম্পিউটারের স্ক্রিনে তাকিয়ে হাসিনা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে ভাষণের কথাগুলো!

থেমে গেছে হাসিনাও। আহনাফকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসিনা প্রথমে একটু ভড়কে যায়। তারপর ফিক করে সেই হাসিটা হেসে ফেলে।

তুই বলছিলি আমার সাথে সাথে, হাসিনা? তুইও মুখস্থ পারিস ?

হুউউউম। কাঁধতক মাথা কাত করে হাসিনা। আপনের প্যাকটিস শুনতে শুনতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আমার পুরাটাই মুখস্ত হইয়া গেছে।

এ্যাহ্! এ্যাত্ত সোজা! বলতো দেখি! আহনাফের গলায় অবিশ্বাস।

হাসিনা সেই ঠোঁটটেপা হাসিটা হাসে। একটু আহ্লাদী গলায় বলে, মিশটেক হইলে বইলা দিয়েন ভাইয়া।

বলবো, তুই বল!

একটু গলা খাকারি দিয়ে হাসিনা শুরু করে, "ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে..."

হাসিনার মিষ্টি রিনরিনে কণ্ঠ থেকে ছোট ছোট রঙিন পাখির মতো বেরিয়ে আসতে থাকে ভাষণের কথাগুলো। বিস্ময়ে হা হয়ে যায় আহনাফ। কোথাও আটকে যাচ্ছে না, ভুল করছে না। এমনকি বডি ল্যাঙ্গুয়েজেও ভুল করছে না হাসিনা। কখনো দু'হাত পেছনে জড়ো করে, কখনো হাত ওপরে তুলে, আঙুল উঁচু করে, ঘাড় সোজা করে, শরীর টানটান করে ভাষণ দেয় হাসিনা।

"আমরা ভাতে মারবো... আমরা পানিতে মারবো... তোমরা বেবাকে থাকো কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।" এখানে হাসিনাকে থামিয়ে দেয় আহনাফ। 'বেবাকে' না ব্যারাকে থাকো। 'ব্যারাক' মানে হলো সেনানিবাস, মানে যেখানে সৈন্যরা থাকে।

হাসিনা লজ্জা পেয়ে হাসে। বলে, অ, আমি মনে করছিলাম, বেবাকটিরে মানে সব্বাইরে থাকতে বলতেছেন।

উইথড্র, অ্যাসেম্বলি, আত্মকলহ এরকম আরও কয়েকটি শব্দ শুদ্ধ করে দেয় আহনাফ। ভিডিওটা রিওয়াইন্ড ফরওয়ার্ড করে হাসিনাকে দেখায়। এই দ্যাখ্, বঙ্গবন্ধু এখানে ডান হাত নয় বাম হাত তুলেছেন। হাসিনা চট করে ডান হাত পেছনে নিয়ে বাম হাত উঁচু করে।

আহনাফ টের পায় না কী করে ওর ভূমিকাটি পাল্টে যায়। আহনাফ হয়ে ওঠে হাসিনার প্রশিক্ষক। মন দিয়ে হাসিনাকে তালিম দিতে থাকে।

ভাষণ প্র্যাকটিস করতে করতে হাসিনা আহনাফের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জেনে নেয় আরও কত কথা। আম্মু আহনাফকে এসব গল্প করেছেন। আহনাফ শোনায় হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর কথা।

দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য এই মানুষটি কত সংগ্রাম করেছেন সারাজীবন। কতবার জেলে

গেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজের দেশ স্বাধীন করার জন্য দেশের মানুষকে এক করেছেন। এজন্য তাঁকে কত কষ্ট করতে হয়েছে। তাঁর কোনো পারিবারিক জীবন ছিল না। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে শান্তিতে দিনযাপন করা তাঁর হয়নি। কেমন করে হবে? তাঁকে তো সরকার কেবল জেলেই ঢুকিয়ে রাখতো। এমনও হয়েছে এক আদেশে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরুবার জন্য গেট পর্যন্ত আসতে না আসতেই আর এক আদেশে তাঁকে আবার জেলে ঢোকানো হয়েছে। একাত্তর সনে তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার অপরাধে বঙ্গবন্ধুকে সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। লায়ালপুর কারাগারে তাঁকে বিচার করে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়েছিলা। তাঁকে মেরে ফেলার জন্য সব ব্যবস্থা রেডি ছিল। এমনকি কবরও খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সারাবিশ্ব পাকিস্তানিদের এইসব কাণ্ডকীর্তি জেনে ফেলাতে ওরা আর তাঁকে মারতে সাহস পায়নি। অথচ যেই দেশ তিনি স্বাধীন করলেন, সেই দেশেরই কিছু কুচক্রী মানুষ তাকে পঁচাত্তর সনে খুন করে ফেললো। শুধু তাঁকে? তার পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলল। ছোট্ট রাসেলকে হত্যার কথা শুনে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল হাসিনা। তবে তাঁর দুই মেয়ে হাসিনা আর রেহানা সেসময় বিদেশে ছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে শেখ হাসিনা এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী এ কথা মনে করে হাসিনার খুব ভালো লাগে। তার নিজের নামটা বঙ্গবন্ধুর মেয়ের নামে এ কথাটা সে অনেক আগেই জানে। মনে মনে সে এই নিয়ে অহংকারও করে।

আহনাফ বলে, ও সেজন্য তুই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মুখস্থ করেছিস?

লজ্জা পেয়ে যায় হাসিনা। বলে, না, ঠিক তা না। আপনের মুখে ভাষণটা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। শুনতে শুনতে তাই মুখস্থ হইয়া গেছে।

কাল বাদে পরশু কম্পিটিশন।

আহনাফের প্রপস সব রেডি। মুজিবকোট পাজামা পাঞ্জাবি জুতো চশমা গোঁফ সব। আজ সন্ধ্যায় ড্রেস রিহার্সাল। আহনাফের আম্মু এ উপলক্ষ্যে ওর প্রাইভেট টিউটর শওকত হাসান আর পাশের বাসার মাসুমা মনোয়ারা বেগমকে ডেকেছেন। মাসুমা আন্টি একটা স্কুলের সিনিয়র টিচার। আহনাফের আম্মুর বন্ধু।

বিকেলে আহনাফদের সামনের লম্বা বারান্দায় একদিকে একটা চেয়ার রাখা হলো। এটা ডায়াস। আহনাফ চেয়ারের ব্যাকে হাত রেখে দাঁড়ালো। ওকে সাজানো হয়েছে। মুখে গোঁফ। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। গায়ে সাদা পাজামা পাঞ্জাবির ওপর মুজিবকোট। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। সামনে একটু দূরে গিয়ে বসলেন আহনাফের আম্মু আব্বু, শওকত স্যার, মাসুমা আন্টি। ছোট ভাই আয়ান, আম্বিয়ার মা, হাসিনা ওরা আশেপাশে দাঁড়ালো।

শওকত স্যার স্টপওয়াচ হাতে নিয়ে বললেন, স্টার্ট আহনাফ।

"ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে..."

স্পষ্ট গলায় গম্ভীর স্বরে ভাষণ দিয়ে যেতে থাকে আহনাফ। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে। মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর একটা ছোট সংস্করণ চলে এসেছে ওদের সামনে। হঠাৎ আহনাফের কণ্ঠটা ডাবল হয়ে যায়। ব্যাপার কী? মনে হচ্ছে দুজন আহনাফ ভাষণ দিচ্ছে! হাসিনা! সবাই অবাক হয়ে হাসিনাকে দেখে। আহনাফের সাথে সাথে অবিকল একই রকমভাবে ভাষণের কথাগুলো আবৃত্তি করে যাচ্ছে হাসিনা।

শওকত স্যার অবাক হয়ে বলেন, হাসিনা? তুমিও বলতে পার? দারুণ!

আম্মুও অবাক! কীরে? তুই কীভাবে শিখলি? হাসিনাকে নিয়ে সবাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আহনাফের হঠাৎ রাগ লেগে যায় হাসিনার ওপর। কড়া গলায় বলে, তোর কি আমাকে ডিসটার্ব না করলে হতো না? যা, তুইই কম্পিটিশন কর গিয়ে। দুমদাম পা ফেলে আহনাফ অন্য ঘরে চলে যায়। হাসিনা অপরাধীর মতো একটু দূরে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরিবেশটা হঠাৎ থমথমে হয়ে যায়। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। আম্বিয়ার মা শুধু উঠে গিয়ে হাসিনার মাথায় একটা ঠোনা মেরে বলে ওঠে- ওই ছেরি, তরে ক্যাডায় কইছে এহানে আইতে? এহ! বক্তিমা দেয়! কি আমার বঙ্গবন্দু আইছে রে! তুইও একটা নেতা, আর তেইল্যাচোরাও একটা পাখি..! আহ থামো তো আম্বিয়ার মা!

আম্মু হাত তুলে মানা করেন। শওকত স্যার শুধু চারদিকে তাকিয়ে হাসিনাকে বলেন, হাসিনা, তুমি পুরো ভাষণটা পারো? হাসিনা জুলজুল চোখে তাকায়। কথা বলে না। শওকত স্যার আবার বলেন, ভয় নেই। বলো।

মাথা নাড়ে হাসিনা। হ্যাঁ।

আহনাফের আম্মু অবিশ্বাসের সুরে বলেন, মানে? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত- সবটা?

হাসিনার ভয়টা হঠাৎ কেটে যায়। সে বলে, হ, পুরাডা। আহনাফ ভাইয়াই আমারে শিখাইছে। আগে এট্টু এট্টু ভুল হইত।

একটু পরে হাসিনার রিনঝিন কণ্ঠ থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নদীর স্রোতের মতো বয়ে যেতে থাকে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। কখন আহনাফও এসে দাঁড়িয়েছে কেউ খেয়াল করে না।

উত্তেজনার চোটে পনের মিনিটের ভাষণ এগার মিনিটে শেষ করে ফেলে হাসিনা। মাথা নামিয়ে বড় বড় দম নিতে থাকে।

শওকত স্যারও উত্তেজিত। প্রচণ্ড জোরে হাততালি দিচ্ছেন।

বাহ! বা বা হাসিনা! বাহ! ওয়ান্ডারফুল! আহনাফ, তুমি তো সাংঘাতিক কাজ করেছে! দারুণ ট্রেনিং দিয়েছ? আমার চেয়ে ভালো ট্রেনার তো তুমি! তুমি ভালো ছাত্র। আবৃত্তিতে এক্সপার্ট। তোমাকে শেখানো কঠিন কিছু না। কিন্তু হাসিনাকে কীভাবে তুমি এমন চমৎকার শেখালে?

আম্বিয়ার মা পলিথিনের মোড়ানো প্যাকেট খুলে এক টুকরো পান নিয়ে গুটলি পাকিয়ে গোমরা মুখের ভেতর ঠেসে দিয়ে গজ গজ করে।

আহনাফে নিজের পেকটিস বাদ দিয়া আজাইরা কামে সময় নষ্ট করছে। হ্যারে শিখাইয়া কী অইব? হাচিনায় কি ঠোডের উপরে মোছ লাগাইয়া মজিব-কুটের মাইয়া হইয়া পরতিযোগিতা করতে যাইব? ওই ছেরি, যাহ, কামে যা! যত্ত সব!

হাসিনা নিঃশব্দে রান্নাঘরে চলে যায়।

যেতে যেতে কানে আসে মাসুমা আন্টি বলছেন,

মেয়েটার অসাধারণ প্রতিভা। এখন তো আর নাম রেজিস্ট্রেশনের সময় নেই। নয়তো ওর নাম প্রতিযোগিতায় দিয়ে দেয়া যেত। নিশ্চয়ই প্রাইজ পেতো। শওকত স্যারও মাসুমা আন্টির কথায় সায় দেন। বলেন, দেখি, মেয়েটার জন্য কিছু করা যায় কি না।

আহনাফের মনটা খারাপ হয়ে যায়। শওকত স্যার মাসুমা আন্টি এখন হাসিনাকে নিয়েই কথা বলছেন। যদিও আব্বু আম্মু কিছু বলছেন না। তবুও মনে হচ্ছে আহনাফ যেন এখন আর কেউ না।

'উফ্ গরম লাগছে' বলে আহনাফ ওখানে দাঁড়িয়েই কোট চশমা গোঁফ সব খুলে ফেলে।

শওকত স্যার এবার বলেন, তোমার প্র্যাকটিস ভালো হয়েছে আহনাফ। নিশ্চয়ই তুমি সাকসেসফুল হবে।

নির্দিষ্ট দিনে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আহনাফদের গ্রুপে মোট আটজন চূড়ান্ত প্রতিযোগী। প্রত্যেকেই অসাধারণ বক্তৃতা দিল। বিচারকবৃন্দের হিমশিম খাওয়া অবস্থা। কাকে রেখে কাকে বেশি নম্বর দেবেন।

ফলাফল ঘোষণার সময় একজন বিচারক বললেন, আটজনকেই ফার্স্ট করতে পারলে তার কাছে ভালো লাগতো। তারপরেও প্রথম স্থান লাভ করলো খুলনা থেকে আগত হিমেল আহমেদ। আহনাফ হলো দ্বিতীয়। মাত্র ১ নম্বরের ব্যবধান!

ফলাফল শুনে আহনাফের দুচোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। ওর মনে হলো হাসিনাকে নিয়ে মাতামাতি করেই সে নিজের ক্ষতি করেছে। কারণ ভাষণের সময় 'তোমরা ব্যারাকে থাকো' বলতে গিয়ে কী করে যেন হাসিনার 'বেবাকে' শব্দটা জিভের ডগায় চলে আসছিল। কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের জন্য একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল আহনাফ। যদিও দর্শক সেটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা বিচারকদের চোখ এড়াতে পারেনি।

ছোট খালা আহনাফের ভাষণটা ভিডিও করে নিয়ে গেছে। বলে গেছে ভার্সিটির লাইব্রেরির কাজ শেষ করে রাতে ওটা ফেসবুকে পোস্ট করে দেবে। সন্ধ্যায় শাম্মী বোনকে ফোন করে।

আপা, এসব কী কাণ্ড! তোদের বাসার কাজের মেয়েটা তো ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে গেছে!

আহনাফের আম্মু প্রথমে বুঝতে পারেন না। কী হয়েছে? হাসিনার ভাইরাস জ্বর? না-না ওর মায়ের জ্বর!

আরে ধুর! ভাইরাস জ্বর না। ভাইরাল পোস্ট। ফেসবুকে। তোমাদের বাসার হাসিনা শেখ মুজিবের ভাষণ দিয়েছে! কী দারুণ! মুখে আবার কালি দিয়ে গোঁফ আঁকা। গায়ে কামিজের ওপরে একটা জরির এমব্রয়ডারি করা কালো কটি। অদ্ভুত পোশাক! কিন্তু ভাষণটা তো তাক লেগে যায়! কে যেন ওর ভাষণ ভিডিও করে পোস্ট করেছে। শিরোনাম দিয়েছে- গৃহপরিচারিকা হাসিনার বিস্ময়কর প্রতিভা। আমার এক ফেসবুক ফ্রেন্ড সেটা শেয়ার করেছে। এরমধ্যেই তিরিশটা শেয়ার, অসংখ্য কমেন্টস আর তিন হাজারের ওপরে লাইক! মাই গড! কয়েক ঘন্টায় হাসিনা তো বিখ্যাত হয়ে গেছে! অনেকে হাসিনার এই প্রতিভার জন্য শিশু একাডেমির পুরস্কার ঘোষণা করারও দাবি জানিয়েছে। তোলপাড় কাণ্ড!

তাই নাকি? হাসিনা তো আজ বাসায় নেই। মার কাছে গেছে। ওর মায়ের জ্বর।

ফেসবুক খোলা হলো। পাওয়া গেল হাসিনার ভাষণ। কে প্রথম পোস্ট করেছে তা-ও পাওয়া গেল। শওকত স্যার। তাঁকে ফোন করা হলো। ওপাশ থেকে শওকত স্যার হাসেন।

হ্যাঁ বিখ্যাত হয়ে গেছে হাসিনা। আমি বুঝিনি এতটা রেসপন্স পাবে।

ফেসবুকের পোস্টটি বাসার সবার সাথে আহনাফও দেখে। মনে মনে খুব হিংসা লাগে হাসিনাকে। রাগ লেগে যায় শওকত স্যারের ওপর। এইজন্য আহনাফের প্রতিযোগিতার সময় স্যার উপস্থিত ছিলেন না। ওরা ভেবেছিল তাঁর জরুরি কোনো কাজ আছে। আসলে তখন তিনি বাসায় গিয়ে হাসিনার ভাষণ ভিডিও করে নিয়ে গেছেন! আশ্চর্য! হাসিনা কি শওকত স্যারের স্টুডেন্ট না কি আহনাফ? কান্না পায় আহনাফের। আম্মুকে গিয়ে বলে, আম্মু আমি আর শওকত স্যারের কাছে পড়বো না।

কেন?

এমনি।

আহনাফের আম্মু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে মনে হাসেন। শওকত স্যারের ওপরে ছেলের অভিমান হয়েছে। কিন্তু অভিমানের আড়ালে তো ছেলের মনে হিংসা জন্ম নিচ্ছে। এটা তো হতে দেয়া যায় না!

তিনি ছেলের মাথায় হাত রেখে বলেন, কেন, শওকত স্যার তোমার ভাষণ না দিয়ে হাসিনার ভাষণ ফেসবুকে দিয়েছে তাই? আহনাফ কথা বলে না। ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকে।

আম্মু আলতো করে আহনাফের থুতনি তুলে ধরেন।

ছিঃ বাবা, তুমি হিংসুক হয়ে উঠছো? তোমার তো খুশি হওয়া দরকার! একটি দরিদ্র মেয়ের প্রতিভার কথা প্রকাশ পেলো তোমারই কারণে! তুমিই তাকে শিখিয়েছ? বঙ্গবন্ধু কি নিজের জন্য ভাবতেন? ভাবতেন তো দেশের মানুষের জন্য! এখন তুমি নিজের কথা ভাবছো? তোমারও হাসিনাকে অভিনন্দন জানানো উচিত। আর ট্রেনার হিসেবে তোমারও অভিনন্দন প্রাপ্য। কংগ্রাচুলেশন স্যার!

আম্মুর কথা শুনে হেসে ফেলে আহনাফ।

পরদিন আর একটা ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। হাসিনার প্রশিক্ষক, ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আহনাফ, তার প্রতিযোগিতার প্রপস মুজিব-কোটটি হাসিনার গায়ে পরিয়ে দিচ্ছে। এ ছবির শিরোনাম 'মুজিবকোটের মেয়ে'!

পরের দিন টেলিভিশনের নিউজ হয়ে ওঠে হাসিনা আর আহনাফ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দু'জন প্রতিভাবান শিশুর জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, আর হাসিনার লেখাপড়ার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন।

দুই হাসিনা হয়ে ওঠে টক অব দ্য টাউন।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

ছবি: মির্জা রিজওয়ান আলম, টেকেরহাট পপুলার হাইস্কুল এন্ড কলেজ, রাজৈর, মাদারীপুর

বাবার গুলিবিদ্ধ জামা

অপু বড়ুয়া

‘পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজাকারদের নিয়ে ঠিকই গ্রামে হামলা চালায়। গোলাগুলি শব্দে চারপাশে এক নির্মম বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। পুড়িয়ে দেয় ঘর-বাড়ি। আগুন দেয় পোস্টঅফিসে। অসংখ্য গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় কম্পাউন্ড বাসা। স্টেনগানের গুলির তাণ্ডবে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় চারদিকের বাড়ি-ঘর। যেন মৃত্যুপুরী হয়ে যায় এলাকাটি। লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ঘরবাড়ি। ময়নার দিদিমা চিন্তায় অস্থির। তিশরী গ্রামেও শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ। একসময় সন্ধ্যা হতেই ক্ষান্ত হয় পাকিস্তানি সৈন্যরা। রাজাকার বাহিনীকে নিয়ে ফিরে যায় ক্যাম্পে। চারদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা খাঁ খাঁ করছে এপাশ ওপাশ। অনেকের মতো সন্ধ্যার পর পর ময়নারা বসুমিত্র বাবুদের বাসায় ফিরে। গুলির ধোঁয়াটে ঘ্রাণ।’

কতোদিন আর পালিয়ে বেড়াবে ময়নারা। বাবার চোখে মুখে নিদারুণ অস্থিরতা। অস্থিরতা সব সময় যেন ভর করে আছে বাবাকে। কাউকে কিছু না বলার সেই চাপা স্বভাবটা যেন বাবার কাঁধে আরো জেঁকে বসেছে। যুদ্ধ আরো জোরদার হয়ে পড়েছে এই ক'সপ্তাহে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেদিকে যাচ্ছে চারদিক জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে অশিক্ষিত বর্বর সে মিলিশিয়া বাহিনী আর এদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার আলবদর বাহিনী। মুসলিম লীগের পাণ্ডা নেতাকর্মীরা তো আছেই পাকিস্তানিদের পক্ষে।

মুক্তিবাহিনীও দেখিয়ে যাচ্ছে তাদের অমিত পরাক্রম। অস্ত্রশস্ত্র খাদ্যের সংকট সত্ত্বেও পাকিস্তানি দোসরদের কড়া নজরদারির পরও তারা সফল অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। জীবনবাজি রেখে লড়াই করছে দেশ-মাতৃকার মুক্তির জন্য।

শহরেও প্রচণ্ড গোলগুলি। ধরপাকড়। যে

কোন মুহূর্তে বড়ো ধরনের বিপদের আশঙ্কা। তাই ময়নার বাবা ময়নার মা ও ময়নাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে এ গাঁয়ে পোস্টমাস্টার বসুমিত্র বাবুদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছে পরিচয়ের সূত্র ধরে। উদ্দেশ্য একটাই রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি একটু শান্ত হলেই তবে ময়নাদের নিয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবে।

কিন্তু এদিকে এসে আরো যেন ফেঁসে যায় ময়নার বাবা। যুদ্ধ পরিস্থিতি দিন দিন আরো খারাপ হতে চলেছে। এদিকে আনোয়ারা উপজেলায় রাজাকার বড়োসড়ো ক্যাম্প ঘাঁটি গেড়েছে। মিলিটারি ক্যাম্পের সেনারা রাতদিন ক্যাম্পে এসে ঘোরাঘুরি করছে। মুক্তিবাহিনীর খবরাখবর নিচ্ছে। রাজাকাররা কোন বাড়ির লোকজন মুক্তিবাহিনীতে গেছে তাও জানাচ্ছে পাকিস্তানি সেনাদের। চারদিকেই বিপদ।

যুদ্ধের এতসব শুনে কী যে ভরকে যায় ময়না। ময়না বোঝে বাবা ও বসুমিত্র মামা আরো কয়েকজনকে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে আরো কী কী কথাবার্তা বলেন...। তবে ময়না বেশ বুঝতে পারে তারা এই যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছেন। বসুমিত্র মামার বড় মেয়ে লাভলীও খেয়াল করে এসব। কেননা তাদের কথাবার্তায় বার বার শোনা যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের কথা,স্বাধীনতার নানা ব্যাপার স্যাপার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা, মুক্তিবাহিনীর কথা। তারা লুকিয়ে রেডিওতে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনেন। নিজেরা নিজেরা ফিস্‌ফাস্ অনেক কিছু বলাবলি করেন। এসব নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে ময়নাদের সাথেও গল্প করেন। 'দেখিস্, আর বেশি দিন দেরি নেই,আমরা স্বাধীন হয়ে যাচ্ছি। পাকিস্তানিরা আমাদের দেশ থেকে ঠিকই পালিয়ে যাবে। এ যুদ্ধে আমাদের জয় হবেই দেখিস্...।' ময়না এতোসব পুরোপুরি না বুঝলেও সে একটা কথা স্পষ্ট বোঝে- দেশে যুদ্ধ চলছে। মুক্তিবাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে,তারা স্বাধীনতা ঠিকই আনবে।

ময়না ভাবে, এই ভয়ঙ্কর সময়ে তারা কোথায় যাবে, বাবা মা'র চোখে মুখে ভীষণ দুশ্চিন্তার ছাপ। ময়নাদের নিয়ে কী করবেন তারা। ময়না শুনেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। গুলি করে মারছে সবাইকে। কাউকেই রেহাই দিচ্ছে না। পালাতে দিচ্ছে না। ময়নার একসময় তার বান্ধবী লক্ষ্মী, বাণীদের কথা মনে পড়ে যায়। আহা! তারা কোথায় আজ? কেমন আছে? কোথায় পালিয়ে আছে? আহা! এই যুদ্ধের তাণ্ডবে ওরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে? ওদের সাথে আর যদি কোনদিন দেখা না হয়? একটা গভীর দুঃখবোধ ময়নাকে আঁকড়ে ধরে...। ময়নার দু'চোখ জলে ভরে আসে। ময়না আর কিছুই ভাবতে পারে না।

ময়নার বাবা ময়নাদের নিয়ে এ বিপদে আরো জড়িয়ে গেছে বসুমিত্র বাবুদের বাসায় আশ্রয় নিয়ে। বসুমিত্র বাবু পোস্টঅফিসের দায়িত্বে থেকে আরো বিপদে মুখে। ময়নার বাবা আর বসুমিত্র বাবুর সাথে ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তা হয়। দুই পরিবারের সবাই চুপচাপ কান পেতে শুনে আরও থমকে যায়। রাজাকার আলবদরদের ধারণা পোস্টঅফিসের সরকারি বাসায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা আসে খবরপত্র আদান-প্রদান করা হয়। তারা যেন চোখে চোখে রেখেছে এই পোস্টঅফিস কম্পাউন্ডকে। এখবর তারা পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পেও পৌঁছে দিয়েছে। বসুমিত্র বাবুর এখন দু'দিকে বিপদ। সরকারি কর্মকর্তা হয়ে অফিস সামলানো আর মুক্তিবাহিনীর গোপন যোগাযোগের বিষয়টিও চালিয়ে নেওয়া। ক'দিন আগে রাজাকাররা ঘুরে ঘুরে এদিকে সবাইকে দেখছে। এলাকার সবাই ভয়ে জড়োসড়ো। রাজাকাররা পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে গ্রামে হামলা চালাবে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের ধরার জন্য অভিযান চালাবে।

বসুমিত্র বাবু ও ময়নার বাবা এ খবরে ভারি চিন্তায়। কখন কী যে হয় বলা যায় না। তবে ঘটনাটা ঘটল দিন দু'য়েক পরে। বিকেল বেলা। চারদিকে মহা হৈ চৈ। মিলিটারি আসছে গ্রামে। মুহূর্তের মধ্যে সারা গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে। সবাই ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে তো পালাচ্ছে। কেউ কারো দিকে তাকানোর ফুসরত নেই।

ময়নার বাবা বসুমিত্র বাবু এমনকি সবাই ঘর দোর ছেড়ে পালাতে থাকে। পড়ে থাক চাকরি বাকরি, প্রাণে বাঁচতে হবে যেভাবেই হোক। ময়নার বাবা সুন্দর পাঞ্জাবিটা আলনায় মেলে রেখে দ্রুত ছুটে যায় ময়নাদের নিয়ে ওই খালপাড়ের দিকে। সবাই লুকিয়ে থাকে খাল পাড়ের ঝোপ ঝাঁড়ে প্রাণে বাঁচার তাগিদে। ময়নার বাবার মুখে ফিস্‌ফিস্ ত্রিপিটক মন্ত্রের উচ্চারণ...।

পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজাকারদের নিয়ে ঠিকই গ্রামে হামলা চালায়। গোলাগুলি শব্দে চারপাশে এক নির্মম বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। পুড়িয়ে দেয় ঘর-বাড়ি। আগুন দেয় পোস্টঅফিসে। অসংখ্য গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় কম্পাউন্ড বাসা। স্টেনগানের গুলির তাণ্ডবে একোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় চারদিকের বাড়ি-ঘর। যেন মৃত্যুপুরী হয়ে যায় এলাকাটি। লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ঘরবাড়ি। ময়নার দিদিমা চিন্তায় অস্থির। তিশরী গ্রামেও শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ।

একসময় সন্ধ্যা হতেই ক্ষান্ত হয় পাকিস্তানি সৈন্যরা। রাজাকার বাহিনীকে নিয়ে ফিরে যায় ক্যাম্পে। চারদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা খাঁ খাঁ করছে এপাশ ওপাশ। অনেকের মতো সন্ধ্যার পর পর ময়নারা বসুমিত্র বাবুদের বাসায় ফিরে। গুলির ধোঁয়াটে ঘ্রাণ। এখানে সেখানে ভাঙচুর। উঠোন বারান্দা হয়ে ভেতর ঘরে ঢুকে আলনার দিকে তাকাতেই ময়না চিৎকার করে ওঠে। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। কিছুই বলা হয়ে ওঠে না ময়নার। সবাই দেখে ময়নার বাবার সাদা পাঞ্জাবিটা গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে আলনায় লেপ্টে আছে। তার বাবার বদলে পাঞ্জাবিতে হাজারো ক্ষতচিহ্ন। ময়না একসময় বাবাকে আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। ভাবে আজ যদি তার বাবা এ পাঞ্জাবিটা পরা থাকত কিংবা সৈন্যরা যদি তার বাবাকে ধরতে পারত...। আর ভাবতে পারে না ময়না- রাজ্যের দুঃখ-কষ্টের পরও এক বুক আনন্দ নিয়ে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার মানে

আরিফুল ইসলাম সাকিব

লাল-সবুজের উড়ছে নিশান
সাদা মেঘের ফাঁকে,
ফিঙে দুটি মনের সুখে
দেশের ছবি আঁকে।

বুলবুলি আর ময়না-ঘুঘু
গাইছে নতুন সুরে,
নাচছে তা-থিন শালিক-শ্যামা
উঠোন ঘুরে ঘুরে।

মুক্ত আকাশ পেয়ে কোকিল
উড়ছে আপনমনে,
ঝুমকো পরে হাঁটছে ময়ূর
স্বাধীন সারা বনে।

সবার মুখে বিজয়ের গান
খুশি ভরা প্রাণে,
বনের পাখি ওরাও জানে
স্বাধীনতার মানে!

বিজয় মানে

অনিক মাযহার

বিজয় মানে মুক্ত গানে
শুধুই ছুটে চলা,
বিজয় মানে সাহস নিয়ে
হাজার কথা বলা।
বিজয় মানে শত্রু এলে
আর না ডরে থাকা,
বিজয় মানে বিশ্বমাঝে
দেশের ছবি আঁকা।
বিজয় মানে ছোট্ট খুকির
পাগল করা হাসি,
বিজয় মানে রাখাল ছেলের
মন জুড়ানো বাঁশি।
বিজয় মানে ইচ্ছেমত
আপন পথে ছোটা,
বিজয় মানে রোজ সকালে
হাসি মুখে ওঠা।

খোকার ভাবনা

হুমায়ুন আবিদ

নদীর কাছে গিয়ে খোকা
খেতে চাইল জল
নদী বলল সবুর কর
আসুক বর্ষার ঢল।

পাখির কাছে গিয়ে খোকা
শুনতে চাইল গান
পাখি বলল সবুজ বনে
আসুক ফিরে প্রাণ।

চাঁদের কাছে গিয়ে খোকা
দেখতে চাইল আলো
চাঁদ বলল আমি যে আজ
অমাবশ্যার কালো।

ফুলের কাছে গিয়ে খোকা
চাইল মধুর ঘ্রাণ
ফুল বলল ফাগুন ছাড়া
আমি যে নিষ্প্রাণ।

সবার কাছে কষ্ট পেয়ে
খোকা কাঁদলে রাগে
প্রজাপতি বলল ডেকে
খেলবো এসো বাগে।

বাগে গিয়ে খেলে খোকা
খিলখিলিয়ে হাসে
তাইনা দেখে ফুল পাখি চাঁদ
খোকার পাশে আসে।

শীতের সকাল

মুহাম্মাদ শেখ মূসা

শীত কুয়াশা ভরলো সকাল
লাগছে ভীষণ ডর,
ঝিম ধরা এই মস্ত শহর
কাঁপছে যে থরথর।

নিকট কিছু যায় না দেখা
শুভ্র আভায় লীন,
বের হবারই ইচ্ছেরা সব
করছে যে চিনচিন।

ঘরের দোরে খিল লাগিয়ে
ঘাপটি মেরে রই,
উঠবে কখন পূবের রবি
ছুট দিবো হৈ হৈ।

একটু পরে সোনার মতো
রোদ উঠে দেয় ওম,
থরকাঁপুনি কাটলো যেন
সরলো গায়ের যম।

রহিমার স্বপ্ন

তারিকুল ইসলাম সুমন

রাতের আঁধারেও ভালো দেখতে পায় সে। আজ যেন ওর মনে কোন ভয় থাকে না। রহিমা কি ওর মনে বিজয়ের বীজ বুনে দিয়েছে! আঁধারের বুক চিরে চলতে থাকে রতন। ঘণ্টা দু'য়েক বাদেই জ্বলতে থাকে গ্রাম। হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে এলএমজির বিরামহীন শব্দ। মাঝে মাঝে কোথাও গ্রেনেড ফাটার শব্দ। বোঝা যায় না, কোনটা কাদের ছোঁড়া গুলি। থেকে থেকে শ্লোগান ভেসে আসে। ব্যাটল ক্রাই। জয় বাংলা শ্লোগান কানে এলে সাহস পায় রহিমা, নিশ্চয়ই ওর স্বপ্ন সত্যি হবে।

বিপদটা হতেই পারতো। ভাগ্যিস পাশেই পচা ডোবাটি ছিল। ডোবায় নেমে অনেকক্ষণ নাক ভাসিয়ে থাকতে হয়েছে রতনকে। খুব দুর্গন্ধ ঐ পচা ডোবায়। ময়লা-কালো পানি ওখানটায়। না নেমেও উপায় ছিল না রতনের। হঠাৎ করেই টর্চ জ্বালিয়ে আসছিলো আজিজ মাতব্বর। ফিরছিলো মিলিটারিদের ক্যাম্প থেকে। ওই লোকটিইতো ওদের রশদ যোগান দিচ্ছে। রতনের ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে সবকিছু পণ্ড হয়ে যাবে। এত রাতে রাস্তায় দেখতে পেলে নিশ্চয়ই কিছু জিজ্ঞেস করতো- কোথায় গিয়েছিলি? ও হ্যা, রতনের বয়স সবেমাত্র তের বছর, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করে সে।

রহিমা রতনের থেকে দুই বছরের বড়।

রতন রাতে বেরুলে ঠিকমত বালিশে কান দিতে পারে না সে। মনটা ব্যাকুল থাকে, কখন ফিরবে রতন? অনেক রাতে রতন বাড়ি ফেরে। দরজার কড়ায় ছোট্ট একটা নাড়া দেয় রতন। শব্দ পেয়েই রহিমা দরজা খুলে দেয় ঠিকঠাক। ছোটভাই মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী, ভাবতেই গর্বে ভরে ওঠে ওর বুক। শফিক ভাইয়া সেদিন বলছিল খুব ভালো কাজ করছে রতন, ও যুদ্ধও করতে পারবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ ভেজা শরীর দেখে একটু যেন থতমত খেয়ে যায় সে। শব্দ করে কথা বলতে পারে না, ওপাশে মা ঘুমাতে থাকে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে,

- কি হয়েছেরে রতন, ভিজা ক্যান?

- আর বলিস না বুগো। কইতেছি আইসে, আগে গামছাখান দে। গাডা ধুয়ে আসি।

মনটা আনচান করতে থাকে রহিমার। জানতে ইচ্ছে করে তার, রাতে অমন করে কীভাবে ভিজেছে ছোটভাইটি। ঘরে ফেরার সময় যেন যেতে চায় না তার।

ঘরে ফিরলেই বলে ওঠে সে,

- কিরে, কি হইছিল ভাই?

- ওদের ক্যাম্পর কোনায় বাড়াগাছের মাথায় বসেছিলাম সন্ধ্যার পর হতেই। ক্যাম্পে কে কে আসে, কোথায় যায়, কতজন লোক আছে এসব দেখতি কইলো বশির ভাই। কি কি অস্ত্র আছে তাও দেহিছি। ওগে কাছে অনেক গুলি আছে, মেলা বাক্সে ভরা। ওগুলো ওগে ঐ চুলপাকনা লোকটার কাছেই থায়ে। আমি ফিরার পথে দেহি আজিজ মাতব্বর যাতিছে। লোকটা তো ওগে দালাল। হারামজাদা। আমারে না দেখতি পায়, তাই ডোবায় ডুব দিছিলাম।

ঘুমাতে যায় রহিমা। ইশকুল তো বন্ধ, বাবার সাথে ক্ষেতে যেতে হবে ভোরের সূর্য উঠলেই। বাবার টুকটাক কাজে অনেক সহায়তা করে সে। খুব ঘুম পেয়ে আসে রতনেরও। হাই তুলে পাতামাদুরে শুয়ে পড়ে রতন। ঝিঁঝি ডাকা কালো রাত বয়ে যায়। আবার সকাল হয়।

একদিন পার হয়। পরদিন ভোর। ভোরের আলো-ছায়া-অন্ধকার। আচমকা কিছু মুক্তিযোদ্ধা এসে হামলা করে ওদের ক্যাম্পে। সকল ও সন্ধ্যায় সিপাহিরা সাধারণত অনেকটা অপ্রস্তুত থাকে। কেউ টয়লেটে, কেউ ঝিমায়। এমন সময়টা কি হামলার উপযুক্ত সময়! বেশকিছু অস্ত্র ও কয়েকটি এ্যামোনেশন বক্স লুট করে নিয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি। পাকিস্তানি ক্যাম্প কমান্ডার এমন হামলার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কোন রাজাকার থেকে এমন কোন বার্তাও সে পায়নি। ওরা ভাবতে থাকে নতুন করে।

তবু ক্যাম্প ছাড়েনি ওরা। ব্রিগেড থেকে নতুন করে অনেক সিপাহি যোগ হয় ওদের সাথে। এবার যোগ দিয়েছে কিছু রাজাকারও। ক্যাম্পে ধরে এনেছে অনেক নিরীহ মানুষকে। ওদের থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এদিকে হাল ছাড়েনি মুক্তিযোদ্ধারাও। থমথমে গ্রাম। ভয়ে খালি হতে থাকে অনেক বাড়ি। গ্রাম থেকে পালাতে থাকে অনেক মানুষ।

রহিমাদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়নি। গ্রামের এক কোণে বাড়ি ওদের। এটাই ওদের জন্য সুবিধা হয়েছে। বিকেলটা লাল হয়। সিঁদুরে লাল। আজকের সন্ধ্যা এসে পড়ে ত্রাসের সন্ধ্যা। থমথমে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার ঠিক কিছু পরে নদী পার হয়ে আসে অনেক মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামে ঢুকে পড়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। কিছু একটা হতে চলেছে নিশ্চয়ই, বুঝতে বাকি থাকে না রহিমার।

সন্ধ্যায় খানিকটা অসুস্থ বোধ করে রতন। মাথায় যন্ত্রণা এই বাড়ে এই কমে অবস্থা। মনটাও কেন জানি আজ ভালো নেই। রাত দশটার দিকে বশির ভাই যেতে বলেছে। শশ্মানঘাটের পিছে থাকবে সবাই। হয়তো কোন কাজে আসতে পারে সে। অনেক বড় অপারেশন হবে। অনেক দূর থেকেও বহু মুক্তিযোদ্ধা এসেছে। যুদ্ধের কথা ভাবতে থাকে রতন। ক্লান্ত শরীর, তন্দ্রা এসে যায় রতনের। শুয়ে পড়ে মশারিটা পেড়ে।

রাত ন'টা বাজলেই যেন গ্রামও ঘুমিয়ে যায়। একটি বাড়িতে কুপি বাতি জ্বলে না। আর কালিগ্রামে আলো জ্বলবে কোথায়। আলোই হয় ভয়, অন্ধকারে থাকাটাই বুঝি নিরাপদ! হঠাৎ রহিমার ডাকে ঘুম ভাঙে রতনের। চাপাস্বরে ডাকতে থাকতে থাকে রতনকে,

- ভাই যাবি না, কোথায় যেন আজ তোর যাবার কথা ছিল?

- হ্যাঁ, বশির ভাই যাইতে কইলেন। আজ ওদের ক্যাম্পে হা লা দিবো।

- তাইলে যাস না ক্যান?

- আমার শরীরটা আজ ভালো ঠ্যাকে না বুগো।

- যা ভাই যা, একটু কষ্ট কর। পাকিস্তানিরা হারলিই আমাগে মুক্তি। আমরা আবার ইশকুলি যাতি পারবো। যা, বশির ভাই মনে হয় তোরে কোন কাজ দিবো। তাড়াতাড়ি যা।

- ঠিকাছে। যাবো। বুবু খাবার কিছু থাকলে দেও, পানি দেও।

- হ, দিচ্ছি। কিছু মুড়ি খা এহন। কয়ডা লাড্ডু আছে, আইসে খাইসকানে।

রহিমার কথায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় রতন। পরিচিত গ্রাম। রাতের আঁধারেও ভালো দেখতে পায় সে। আজ যেন ওর মনে কোন ভয় থাকে না। রহিমা কি ওর মনে বিজয়ের বীজ বুনে দিয়েছে! আঁধারের বুক চিরে চলতে থাকে রতন।

ঘণ্টা দু'য়েক বাদেই জ্বলতে থাকে গ্রাম। হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে এলএমজির বিরামহীন শব্দ। মাঝে মাঝে কোথাও গ্রেনেড ফাটার শব্দ। বোঝা যায় না, কোনটা কাদের ছোঁড়া গুলি। থেকে থেকে শ্লোগান ভেসে আসে। ব্যাটল ক্রাই। জয় বাংলা শ্লোগান কানে এলে সাহস পায় রহিমা, নিশ্চয়ই ওর স্বপ্ন সত্যি হবে।

আবার একসময় নিস্তব্ধ হয় গ্রাম। আবার ভোর হয়। বনচালতা গাছের ফাঁক দিয়ে উদিত হয় লাল সূর্য। লাড্ডুগুলো তুলে রাখা আছে শিকেয় রাখা লাল বাসনের পাত্রে। রতনের ফেরার অপেক্ষায় থাকে রহিমা। ভোর শেষ হয়ে দুপুর হয়। দুপুর গড়িয়ে আবার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। গ্রামে তখন অনেক মানুষ ফিরে এসেছে। অনেক মানুষের কবর দিতে তৈরি হয় ওরা। রাত হয়ে যায় গভীর, তবু আর কখনো ফিরে আসে না রতন।

বিজয় নিশান উড়ছে ঐ

একটি কবিতা পড়া হবে,
তার জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের

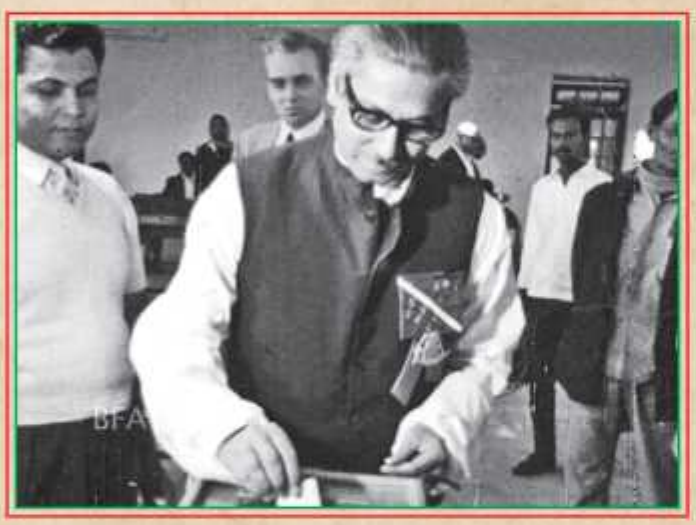

অনন্ত আস্থা পিতা

স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার
মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার

বেতারে জনতার রায় শুনছেন জাতির পিতা

অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন-
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু

আলোচনার নামে চলতে থাকে পাকিস্তানিদের প্রহসন

স্বাধীনতা ঘোষণা

২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানিদের বর্বর হত্যাযজ্ঞ

২৭শে মার্চ, ১৯৭১
বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের
স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ

AMRITA BAZAR PATRIKA

Mujib proclaims independence

Bridges blown up: Rly. lines uprooted
Army cracks down: Heavy casualties

NEW MARTIAL LAW ORDERS

MUJIB GOES UNDERGROUND

CIVIL WAR IN EAST PAKISTAN

We won't die like | Appeal to | Agitated MPs urge | Yahya charges Rehman

জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবে

মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলিতে
অনুপ্রেরণা হয়ে পাশে ছিল
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র

শত্রু-মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিদিনের লড়াই
স্বাধীন বাংলা বেতার

মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ

আমরা আকাশ থেকে
বজ্র হয়ে ঝরতে জানি

তবু শত্রু এলে অস্ত্র
হাতে ধরতে জানি

এ তুফান ভারী
দিতে হবে পাড়ি

আমরা পরাজয় মানবো না

জীবন কাটে যুদ্ধ করে
প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে

এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে

স্বাধীনতা তুমি অন্ধকারে খাঁখাঁ
সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক

কত ত্যাগ, কত কষ্ট আর বিসর্জন

আমরা হারবো না হারবো না
তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়বো না

হানাদারদের অসহায় আত্মসমর্পণ

অবশেষে দর্পচূর্ণ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ০১ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফএম ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১০ বিজয়ের গান

১২-১৫ একাত্তরের ডায়েরি: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নিশুতির নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
ড. ইনামুল হক (পুন:প্রচার)

১-১৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

১-৪০ সেরা গল্প: প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের গল্প নিয়ে অনুষ্ঠান
লেখক: তারিক মনজুর
গল্প পরিবেশনা: মনিরুজ্জামান পলাশ ও সাদিয়া ইসলাম লিজা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

ঢাকা-ক ও খ: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ ও ৮১৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৬-৪৫ বিজয়ের গান: মোঃ রফিকুল আলম

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৮-১০ বিজয়ের গান: হৈমন্তী রক্ষিত দাস

৮-১৫ বিজয় নিশান: বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. একনজরে ১৯৭১ এর এইদিনে: মুক্তিযুদ্ধে ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী
গ. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ: লে: কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক
ঘ. বিজয় নিশান উড়ছে ঐ: বিজয়ের গান
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বিশেষ স্থানসমূহের উপর প্রামাণ্য: সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
চ. বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার লেখা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ থেকে পাঠ: সেলিনা আক্তার শেলী
গ্রন্থনা: শেখ শাকিল আহমেদ
উপস্থাপনা: শেখ শাকিল আহমেদ ও তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান

৯-০৫ কলকাকলী: শিশু-কিশোরদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস এবং বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিজয় দিবসের গান: সমবেত কণ্ঠে
গ. বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশ: আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু
ঘ. আজ বিজয়ের দিনে: বিজয় দিবসের গান: সমবেত কণ্ঠে
ঙ. শোনো বিজয়ের তোপধ্বনি: কবিতা আবৃত্তি: ইয়াসিন আজাদ আরাফাত ও সমৃদ্ধি সূচনা
চ. লাল-সবুজের ঐ পতাকায়: বিজয় দিবসের গান: সমবেত কণ্ঠে
ছ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি': লামিয়া কবীর সাফা ও ধ্রুব চৌধুরী
জ. বিজয় দিবসের গান:

সমবেত কণ্ঠে
ক. 'ফুলপাখিদের আসর' পরিচালনা:
আঞ্জুমান আরা বেগম
গ্রন্থনা: নাসির আহমেদ
উপস্থাপনা: খোন্দকার তাসাল ও
নওশীন নাওয়ার অহনা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বেলা

১১-০৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
জাতীয় দৈনিকসমূহের
সম্পাদকীয় ও বিশেষ
ক্রোড়পত্র পাঠের অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
জুবায়ের হামিদ কোরাইশী ও
জোবায়েদ হোসেন পলাশ
সঞ্চালনা:
ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান

১১-২৫ নারীকণ্ঠ:
নারীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান
নিয়ে বিশেষ আলোচনা:
অংশগ্রহণে:
অধ্যাপক ইয়াসমিন আহমেদ ও
ঝর্ণা রহমান
সঞ্চালনা: তামান্না মিনহাজ
খ. নারীদের খবর/শিক্ষা/ক্যারিয়ার:
নারীদের সাম্প্রতিক সফলতার খবর,
শিক্ষা ও ক্যারিয়ারের
সম্ভাবনা নিয়ে নিবন্ধ:
শামসেদ জাহান
গ. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা আবৃত্তি:
ক্যামেলিয়া
ঘ. রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ:
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও
বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার:
বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা মেহেরজান
ঙ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: সায়লা আকতার

দুপুর

১২-২০ বিজয়ের গান:
তানজিনা করিম স্বরলিপি,
মৃন্ময়ী সিংহ মষ্টি ও
আফসানা ফেরদৌস রুনা

বেলা

১-০৫ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-
বাঙালির মুক্তি:
আলোচনা অনুষ্ঠান
আলোচক:
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,
ড. খুরশিদা বেগম ও
শফিউল আলম নাদেম
সঞ্চালনা: সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

১-৩০ লক্ষ প্রাণের কীর্তিগাথা:
বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীতরচনা:
ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া
সুর সংযোজনা ও
সংগীত পরিচালনা: আশরাফ বাবু
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন ও
শামীমা ইয়াসমিন জেমী
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

২-০৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান: সুমনা বর্ধন ও
মিজান মাহমুদ রাজীব

২-২০ আমি বাংলাদেশের বিজয় দেখেছি:
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে বিশেষ
প্রতিবেদনমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
রিয়াজুল আবেদীন
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা:
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

৩-০৫ বিজয় নিশান: এ সপ্তাহের নাটক
রচনা: নাসরিন মুস্তফা
প্রযোজনা: মনোজ সেনগুপ্ত

বিকাল

৪-০৫ বিজয়ের পঙ্‌ক্তিতে বাংলাদেশ:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল খোরশেদ
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

৪-২৫ ছায়াছবির দেশাত্মবোধক গান

৪-৪৫ লক্ষ মুক্তিসেনা:
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান: সুজেয় শ্যাম
গ্রন্থনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
তৈয়েব রহমান

৪-৫৫ বিজয়ের গান: ফাতেমাতুজ জোহরা

৫-১০ বিজয়ের ধ্বনি:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শিহাব শাহরিয়ার
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

৫-২৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান:
মোঃ রফিকুল আলম ও রুনা লায়লা

৫-৩৫ বিজয়ের গান: সুমন রাহাত

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. মহান বিজয় দিবস ও বাংলাদেশ
বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ১৬ই ডিসেম্বর- বিজয়ী বাঙালির
অভিযাত্রা সূচনা: বিশেষ নিবন্ধ:
দিব্যদ্যুতি সরকার
গ. গান: তোমার বিজয়গাথা যতই
শুনি হয় না শেষ: মনিরুল ইসলাম ও
চম্পা বনিক
ঘ. এসময়ের সিনেমা:
মুক্তিযুদ্ধের সিনেমার পর্যালোচনা ও
গান: সৈয়দ নাজমুস সাকীব
ঙ. কবিতা: বাংলাদেশ:
আফরোজা পারভীন কণা
চ. ধ্রুপদী সাহিত্য:
দেশ-বিদেশের বই পরিচিতি:
একাত্তরের দিনগুলি:
ইফতেখার মাহমুদ
ছ. বাংলাদেশ বেতারের
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গান:
ইথারে ইথারে: সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা: তাপসী মুনির
উপস্থাপনা: জি এম তারিক ও
সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: তনুজা মণ্ডল

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ আতিকুর রহমান

১০-৫০ বিজয়ের গান:
সৈয়দ আব্দুল হাদী ও
সামিনা চৌধুরী

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগরকেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান:
ক. মহান বিজয় দিবস ও
বাংলাদেশ বেতারের
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা: বিজয়গাথা:
নজরুল ইসলাম খান
গ. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে গান
ঘ. রণাঙ্গনের দিনগুলি:
বীর মুক্তিযোদ্ধার
সাক্ষাৎকারভিত্তিক পর্ব
সাক্ষাৎকার প্রদান:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব:)
ওয়াকার হাসান (বীরপ্রতীক)
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
এম ওবায়দুর রহমান
ঙ. কবিতা আবৃত্তি:
প্রিয়তমা বাংলাদেশ: মীর বরকত
গ্রন্থনা: লিয়াকত খান
উপস্থাপনা: লিয়াকত খান ও
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিলা
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

সন্ধ্যা

৭-০৫ লক্ষ প্রাণের কীর্তিগাথা:
বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীতরচনা:
ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া

সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: আশরাফ বাবু
উপস্থাপনা: লাস্টু হোসাইন ও
শামীমা ইয়াসমিন জেমী
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

রাত

৮-০০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান
৮-২০ বিজয়ের গান
৯-০৫ বিজয় নিশান: এ সপ্তাহের নাটক
রচনা: নাসরিন মুস্তফা
প্রযোজনা: মনোজ সেনগুপ্ত
১০-০০ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
১০-৩০ ছায়াছবির দেশাত্মবোধক গান
১০-৫০ বিজয়ের গান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. মহান বিজয় দিবস নিয়ে আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
গ. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: মোঃ রফিকুজ্জামান
ঘ. বিশেষ প্রসঙ্গ: মহান বিজয় দিবস
ও আমাদের অঙ্গীকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: মফিজুর রহমান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নাসরিন ইসলাম
ঙ. 'বিজয় দিবস ও বর্তমান প্রজন্মের
ভাবনা' বিশেষ প্রামাণ্য:
ফরহাদ বিন সাদেক
চ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজনীন আকতার রেখা
প্রযোজনা:
এ এস এম নাজমুল হাছান

৮-৪৫ জয় বাংলা বাংলার জয়:
বিজয়ের মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
ক. বিজয়ের কবিতা আবৃত্তি:
এ বি এম রাশেদুল হাসান
খ. 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ:
তাসকিয়াতুন নুর তানিয়া
গ. বিজয়ের চেতনায়
আগামীর বাংলাদেশ
গড়তে আমাদের করণীয়:
এ কে এম বেলায়েত হোসেন
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৯-২০ বিজয়ের লাল সূর্য:
শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
আয়েশা খাতুন
শিশু-উপস্থাপক:
রিমিন চৌধুরী ভাবা
ও ইসাবা সামিহ
ক. গল্পকারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস:
আয়েশা খাতুন
খ. বিজয়ের গান: সমবেত কণ্ঠে
গ. বিজয়ের কবিতা আবৃত্তি:
পুষ্পিতা আচার্য, প্রিয়ন্তিকা চন্দ ও
আয়মান জাহীন
ঘ. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে:
গান- সমবেত কণ্ঠে
ঙ. 'কারাগারের রোজনামচা'
থেকে পাঠ: ফাবিহা তাবাসসুম
চ. শিশুসংবাদ
ছ. ফুলকুড়িদের আসর
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুন্নীয় চৌধুরী

১০-০৫ স্মৃতিতে অম্লান: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
নিয়ে সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান এবং
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দেবাশীষ রুদ্র
অংশগ্রহণ:
বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহেদ আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

১০-৩০ বিজয়কাব্য:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফারুক হাসান
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

বেলা

১১-০৫ বিজয়িনী:
নারীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আয়েশা হক শিমু
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর
অবদান বিষয়ক আলোচনা
অংশগ্রহণ: সাজেদা আকতার,
সুলতানা তাহমিনা খানম
ও তাহমিনা সানজিদা মাহীদ
গ. বিজয়ের গান
ঘ. 'একাত্তরের চিঠি'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: খুজিস্তা মাহমুদ
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: কংকন দাশ
প্রযোজনা: তাবাসসুম হক

১১-৩০ বিজয়ের গীতিকাব্য:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবছার উদ্দীন অলি
সুর সংযোজনা ও
সংগীত পরিচালনা:
সাইফুদ্দীন মাহমুদ খান
ধারাবর্ণনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী ও
নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

৩-০৫ বিজয় নিশান:
যুব সমাজের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: প্রিয়ম কৃষ্ণ দে
উপস্থাপনা:
সৈয়দা তানজিলা ইসলাম মীম
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. তারুণ্যের মিলনমেলা:
বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও
নতুনদের অঙ্গীকার
গ. বিজয়ের গান: শুক্লা পাল
ঘ. স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ
নেতৃত্ব: মৃত্তিকা চৌধুরী
ঙ. বিজয়ের কবিতা আবৃত্তি:
স্বাগতা বড়ুয়া নদী
চ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠ: সুমাইয়া শাহরীন
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৩-৩৫ সব কটা জানালা খুলে দাওনা:
বিজয়ের গান- সাবিনা ইয়াসমীন

৩-৪০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় নিয়ে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুন্নীয় চৌধুরী

৩-৫০ বিজয়ের গান

বিকাল

৫-১০ বিজয়ের কথা ও কবিতা:
দিবসভিত্তিক স্বরচিত কবিতাপাঠ,
আবৃত্তি ও গল্পপাঠের আসর
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আয়েশা হক শিমু
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

রাত

৯-১০ সংবাদ তরঙ্গ: মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জামিলউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা:
এ এস এম নাজমুল হাছান

১০-০০ বিজয়ের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
নাজিম উদ্দীন শ্যামল
অংশগ্রহণ:
ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী,
মোঃ নঈম উদ্দীন চৌধুরী ও
ড. মোহাম্মদ সহিদ উল্লাহ
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
১০-৩০ মুক্তির বারতা: বিশেষ নাটক
রচনা: অশোক কুমার চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৬-৪৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে:
সমবেত কণ্ঠে
৭-৫০ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
সমবেত কণ্ঠে
৮-৪৫ দিবসভিত্তিক জারি:
পরিবেশনা:
রেনুকা হুজুর ও তার সঙ্গীরা
৯-০৫ আমরা করবো জয়:
শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাশেদা খালেক
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিজয়ের গান:
মালিহা তাসকিয়া রোদেলা
গ. বিজয়ের কবিতা আবৃত্তি:
রাহানুম ইসলাম তাহিয়া
ঘ. মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের কথা
(গল্পাকারে আলোচনা):
মোহাম্মদ আলী কামাল
ঙ. দেশাত্মবোধক গান:
নুহা তাবাসসুম
চ. নাটিকা: চেতনা
রচনা: শেখ তৈমুর আলম
প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম
১০-০০ বিজয়ের পতাকা:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নাটক
রচনা:
মোস্তফা মো. আব্দুর রব,
প্রযোজনা:
মো. রেজাউল করিম

বেলা

১১-০০ আজ বিজয় দিনে: গীতিনক্শা
রচনা: এস এম মশিউর রহমান
সুর-সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা:
মো. শাহেনুজ্জামান খান চপল
ধারাবর্ণনা:
উম্মে সালমা রিংকী ও
গোলাম মর্তুজা হেনা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
(পুনঃপ্রচার)
১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়
প্রকাশিত সম্পাদকীয়র উপর ভিত্তি
করে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আকবারুল হাসান মিল্লাত
প্রযোজনা:
সবুজ কুমার দাস
৩-০৫ লাল বিবির লড়াই:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক
রচনা: বার্টোল ব্রেখট
বেতার নাট্যরূপ
মিরন মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মুনসুর রহমান
৩-৩০ স্বাধীনতা থেকে বিজয়:
বর্তমান প্রজন্মের কাছে
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্য
বহিঃধারণ ও উপস্থাপনা:
ওয়ালিউর রহমান তালুকদার
প্রযোজনা:
মো. মাসুম পারভেজ

বিকাল

৪-১০ হৃদয়ে জ্বেলেছি বিজয়ের শিখা:
গীতিনক্শা
রচনা: ড. অনীক মাহমুদ
সুর-সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা:
রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
প্রযোজনা:
ফারজানা ইয়াসমিন
৪-৪০ তোমার আপন পতাকা:
বিজয়ের নির্বাচিত কবিতার
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা
ড. শিখা সরকার
প্রযোজনা:
দেওয়ান আবুল বাশার
৫-০৫ বিজয়ের গান
৫-৩০ দিবসভিত্তিক গম্ভীরা
পরিবেশনা: খায়রুল আলম ও
তার সঙ্গীরা
৫-৪৫ রক্তে রাঙা বিজয়গাথা:
বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফরিদা ইয়াসমিন অর্পি
ক. প্রসঙ্গ কথা
খ. রণাঙ্গনের বীরত্বগাথা:
রণাঙ্গন- শাহপুরগড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পাঠে: শিউলি রানী বসু
গ. চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে
বাংলাদেশ-ভারত
যৌথ কমান্ডের ভূমিকা:
ড. হাসিবুল আলম প্রধান
ঘ. বিজয়ের গান
প্রযোজনা:
সবুজ কুমার দাস

সন্ধ্যা

৬-০৫ বিজয়ের পঙ্‌ক্তিমালা:
শ্রোতাদের পাঠানো স্বরচিত
কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শিখা খাতুন
প্রযোজনা:
মো. মাসুম পারভেজ
৬-১৫ ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালির
গৌরবের দিন:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: আব্দুর রোকন মাসুম
অংশগ্রহণ:
প্রফেসর ড. গোলাম সাব্বির সাত্তার,
বীর মুক্তিযোদ্ধা
মো. শফিকুর রহমান বাদশা
ও জিন্নাতুননেসা তালুকদার
প্রযোজনা:
সবুজ কুমার দাস

রাত

৮-১০ বিজয়ের স্মৃতি:
বিজয়ের স্মৃতিচারণ নিয়ে অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: রুখসানা আক্তার লাকী
অংশগ্রহণ:
বীর মুক্তিযোদ্ধা সুখেন মুখোপাধ্যায়,
বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মনিরুজ্জামান ও
বীর মুক্তিযোদ্ধা নওশের আলী
প্রযোজনা:
মো. মাসুম পারভেজ
৯-২০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
রাজশাহী মহানগরীতে আয়োজিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও বহিঃধারণ:
ফেরদৌস-উর- রহমান
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস
১০-০০ মুক্তির গান: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
সিনেমার গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
লতিফা তাহেরা খাতুন ইতি ও
শহীদুল হক সোহেল
প্রযোজনা:
ফারজানা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৭-৪৫ বিজয় তরঙ্গ:
গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকি
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৮-৩০ লাল সবুজের জয়ধ্বনি:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: নাজমুল হক লাকি
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: শেখ আব্দুস সালাম
ধারাবর্ণনা:
নাসিরুজ্জামান ও আতিয়া রব
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৯-১৫ বিজয়ের আনন্দ:
ছোটদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এরশাদ সুলতানা মালা
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. ঐতিহাসিক বিজয়ের শুভক্ষণ:
মোঃ শহীদুল ইসলাম
গ. কবিতা আবৃত্তি:
ফারিয়া হাসান মীম
ঘ. দেশাত্মবোধক গান:
ফাইরুজ লাবিবা
ঙ. দলীয় পরিবেশনা: কলাকেন্দ্র
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১০-০৫ আমাদের পতাকা আমাদের মান:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমার
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আ.ক.ম জাহিদুল আলম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১০-৩০ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে:
বিজয়ের সূচনালগ্নে স্বাধীনবাংলা
বেতার কেন্দ্র থেকে
প্রচারিত গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা: কাজল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বেলা

১১-০৫ জয় বাংলা বাংলার জয়:
গোষ্ঠীভিত্তিক গানের অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
শিল্পকলা একাডেমি, সাতক্ষীরা
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১১-৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে:
বিশেষ গীতিনকশা (পুনঃপ্রচার)
রচনা: অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
তৌহিদ হাসান ফারুকী
প্রযোজনা: কে. এম ইকরামুল কবির

২-৩০ বেতার নাটকে মুক্তিযুদ্ধ:
বাংলাদেশ বেতার খুলনা
কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচারিত
নাটক নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. দুলাল হোসেন
ধারাবর্ণনা: হাল্লা হেনা
প্রযোজনা: মোঃ আল-আমিন শেখ

৩-০৫ মুক্তিযুদ্ধে নারী:
মহিলাদের বিশেষ অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: শারমিন ইসলাম
ক. মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ:
আমিনা জান্নাত
খ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
ফাতেমাতুজ জোহরা
গ. একাত্তরের চিঠি থেকে পাঠ:
উম্মে কুলসুম পলি
ঘ. দেশাত্মবোধক গান
ঙ. নারী মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার:
হালিমা বেগম
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বিকাল

৫-১০ স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আফরোজ জাহান চৌধুরী কলি

৫-১৫ বিজয়ের চেতনায়
অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: পুণম চক্রবর্তী
অংশগ্রহণ:
তালুকদার আব্দুল খালেক,
শেখ হারুনুর রশীদ ও
মকবুল হোসেন মিন্টু

৫-৪০ বিজয়োল্লাস: বাংলাদেশ বেতার
খুলনা কেন্দ্র থেকে
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন
সময় প্রচারিত গীতিনকশার
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ ইমরুল কায়েস
উপস্থাপনা:
জি.এম মাকসুদুল হাসান
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

রাত

৮-১৫ বিশেষ বেতার বিবরণী:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
খুলনায় আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: মোঃ রেজাউল হক
প্রযোজনা:
মোঃ পিয়াস রায়হান পারভেজ

৯-০৫ অগ্নিঝরা দিনগুলি:
বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকারদান:
বীর মুক্তিযোদ্ধা শ. ম রেজোয়ান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
সেলিনা আক্তার নার্গিস
প্রযোজনা: মোঃ আল আমিন শেখ

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৬-৪৫ দেশাত্মবোধক গান:
বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
শহীদুল হক খান

৭-৪৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

৮-৩০ সম্ভার: প্রত্যহিক বেতার
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা:
নয় মাস রক্তক্ষরী যুদ্ধের পরে
পেলাম স্বাধীন দেশ:
ড. মাগফুর হোসেন
খ. আলাপন:
চিঠিপত্র ও ইমেইলের জবাব:
এ এইচ এম শরিফ
গ. ইসলামের বাণী: সংকলিত
ঘ. সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন: সংকলিত
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-৩০ স্বাধীন দেশের স্বাধীন পতাকা:
শিশু-কিশোরদের বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: সুনীল সরকার
উপস্থাপনা:
আকাঙ্খা ফেরদৌস আস্থা
সুরও সংগীত: আহসান হাবীব
প্রযোজনা: শাম্মী হক

১০-০৫ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

১০-৩০ দেশাত্মবোধক ভাওয়াইয়া

বেলা

১১-০৫ দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীত

১১-১৫ দেশাত্মবোধক নজরুল সংগীত

১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায়
প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামতের
উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
পর্যালোচনা: মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

২-১০ আইজ বিজয়ের এইদিনে হামার
খুশির সীমা নাই:
ভাওয়াইয়া গানের বিশেষ গীতিনকশা

রচনা, সুর ও সংগীত পরিচালনা:
এ.কে.এম মোস্তাফিজুর রহমান
উপস্থাপনা:
এস.এম আরিফউজ্জামান ও
নাসিমা চৌধুরী লিপি
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

৩-০৫ বিজয়ের চেতনা ও উন্নত বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আতাহার আলী খান
অংশগ্রহণ: এ্যাডভোকেট হোসনে
আরা লুৎফা ডালিয়া,
মোঃ সফিয়ার রহমান ও
মিজানুর রহমান
প্রযোজনা:
মোঃ জহুরুল আলম

বিকাল

৪-২০ বিজয় নিশান:
বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. গীতিময় রায়
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. দাম্ভিক পাক-বাহিনীর পরাজয় ও
বাঙালির অনন্য বিজয়:
অধ্যাপক মোঃ হাবিবুর রহমান
গ. 'পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু'
গ্রন্থ থেকে পাঠ:
মোঃ রাকিবুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জহুরুল আলম

৫-১০ বিজয়ের লাল সূর্য:
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা:
মোঃ আনওয়ারুল ইসলাম রাজু
উপস্থাপনা: রোকেয়া সুলতানা কেয়া
ও মোঃ রায়হানুল ইসলাম
সুর ও সংগীত: মোঃ আব্দুর রশিদ
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ

সন্ধ্যা

৬-০৫ দেশাত্মবোধক ভাওয়াইয়া
৬-২০ সংগ্রামী কাব্য:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মারুফ হোসেন মাহবুব
প্রযোজনা: শামী হক

রাত

১০-০০ নাটক: স্বপ্নপূরণের দিন
রচনা: সুমিত মোহন্ত
প্রযোজনা:
ইফতেখারুল আলম রাজ

৬ বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৭-৪৫ গাই বাংলাদেশের গান:
দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান
৮-১৫ তোমার পরে ঠেকাই মাথা:
দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান
৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: মহান বিজয় দিবস
খ. বিজয়ের আনন্দ:
বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের
শুভেচ্ছা ও অনুভূতি
বহিঃধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সৈয়দ সাইমুম আঞ্জুম ইভান
গ. দেশাত্মবোধক গান:
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
ঘ. মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের অবদান নিয়ে কথিকা:
সিরাজুত শাহ ফরিদি
ঙ. স্বাধীনতা তুমি:
আবৃত্তি- অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী
চ. মহান জাতীয় পতাকা
উত্তোলনের নিয়ম, সঠিক মাপ ও
রং নিয়ে বিশেষ কথিকা
ছ. বিজয়ের গান: বিজয় নিশান উড়ছে ঐ
গ্রন্থনা: আবিদ ফায়সাল
প্রযোজনা: ইফতেখার আলম রাজন
৯-২০ বিজয় ফুল:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. বিজয়ের গল্প:
শিশুতোষ আলোচনা: জামান মাহবুব
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সুকন্ত সেবনাথ
গ. বিজয় আনন্দ দিকে দিকে:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এনায়েত হাসান মানিক
ধারাবর্ণনা: মৌমিতা মজুমদার
গ্রন্থনা: আনোয়ারা বেগম
উপস্থাপনা:
সিদরাতুল মুনতাহা লামিয়া
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন
১০-০৫ আজ গৌরবের দিন: দেশাত্মবোধক
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নিখিল রঞ্জন মজুমদার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১০-৩০ বিজয় কেতন: গোষ্ঠীভিত্তিক পরিবেশনা
পরিবেশনায়:
বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বেলা

১১-০৫ তোরা সব জয়ধ্বনি কর:
দেশাত্মবোধক নজরুল
সংগীতের অনুষ্ঠান
১১-৩০ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুস সবুর মাখন
উপস্থাপনা: উমা চন্দ্র দৃষ্টি
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
২-০৫ একাত্তরের বহ্নিশিখা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
সঞ্চালনা: ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
২-৩০ বিজয়ের রাঙা সূর্য: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সদরুজ্জামান চৌধুরী
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়
ধারাবর্ণনা: জিল্লুর রহমান জয় ও
অনিমা দে তন্বী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৫-৩০ লাল সবুজের বিজয় ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মাসুক উদ্দিন আহমদ,
প্রফেসর ড. তুলসী কুমার দাশ ও
তাপশ দাশ পুরকায়স্থ
সঞ্চালনা: নাজমা পারভীন

রাত

৮-১০ সিলেটে বিজয় উল্লাস:
সিলেটে আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ ও গ্রন্থনা: এম রহমান ফারুক
ধারাবর্ণনা: ফারহান মাসউদ ভূইয়া
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৯-০৫ সুরমা পারর কথা: সিলেটের
আঞ্চলিক ভাষায় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র জীবন:
ইসলামের দৃষ্টিতে দেশপ্রেম
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
মাওলানা মোজাম্মিল হোসাইন ও
মাওলানা মো: এহসান উদ্দিন
খ. আঞ্চলিক গান
গ. মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র
ও এর শিল্পী-কলাকুশলীদের ভূমিকা:
হিমাংশু বিশ্বাস ও
সুনির্মল কুমার দেব মীন
গ্রন্থনা: নওয়াব আলী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১০-০০ নাটক: যুদ্ধদিনের কথা
রচনা ও নির্দেশনা:
নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬-৪৫ বিজয়ের বরমাল্য:
বিজয়ের গান:
সমবেত কণ্ঠে

৭-৪৫ আমি বিজয় দেখেছি:
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে
স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সাক্ষাৎকার
গ্রহণ: সাইফুর রহমান মিরন
স্মৃতিচারণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
প্রদীপ কুমার ঘোষ ও
বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ আনছার আলী হাওলাদার
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৮-৩০ ধানসিঁড়ি: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গ কথা:
বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
খ.আইন-আদালত:
যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক আইন ও
বিচার: এ্যাড. এস এম ইকবাল
গ. মহান বিজয় ও বাঙালির অস্তিত্বে
বঙ্গবন্ধু:
এ্যাড. আবদুস হাই মাহবুব
ঘ. বিজয়ের গান
গ্রন্থনা: অরূপ তালুকদার
উপস্থাপনা: ঝুমু কর্মকার
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-৪৫ বিজয় নিশান:
মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোহাম্মদ তানভীর কায়হার
ক. প্রসঙ্গ কথা:
বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
খ. বিজয়ের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু:
সাক্ষাৎকার প্রদান:
অধ্যাপক ড. মোঃ ছাদেকুল আরেফিন
গ. বিজয়ের গান
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে জারীগান:
এ কে এ জহির বয়াতী ও সংগীরা

১০-২০ গাহি বিজয়ের গান:
শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে গীতিনকশা
রচনা: মাহবুবা হুসাইন চৌধুরী
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
জহুরুল হাসান তালুকদার
বর্ণনা: অর্পিতা দাস
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল

৪-০৫ হৃদয়ে বাংলাদেশ: গীতিনকশা
রচনা: পংকজ কর্মকার
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আহসান হাবীব দুলাল
বর্ণনা: শিরীন জাহান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৪-৩৫ বিজয়ের চেতনায় দেশ গঠন:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
কে.এম. মনিরুল আলম
অংশগ্রহণ:
গাজী নঈমুল হোসেন লিটু,
সৈয়দ দুলাল ও মোঃ সোহেল রানা
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-৩০ বিজয়ের হাসি:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শেখ কামরুন নাহার কাদির
অংশগ্রহণ: সুজয় সেনগুপ্ত ও
ফারহানা ইসলাম লিনা
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-৪৫ মার্চ থেকে ডিসেম্বর '৭১:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
এ্যাড. তালুকদার মোঃ ইউনুস
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ইমন
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

সন্ধ্যা

৬-৩০ সম্পাদকীয়:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায়
প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে
উদ্ধৃতাংশ পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
অধ্যক্ষ তপংকর চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত

৮-১০ বিজয়ের গর্বে: বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে গানের অনুষ্ঠান

৯-০৫ অহংকারের বাংলাদেশ
বেতার এবং মহান বিজয়:
বাংলাদেশ বেতারের
৮৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: জাহিদ হোসেন
অংশগ্রহণ: কাজল ঘোষ,
কাজী আবুল কালাম আজাদ ও
পাপিয়া জেসমিন
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০০ স্বপ্নজয়ের গান:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বরিশাল
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৩০ বেতার বিবরণী:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বরিশাল ও এর আশেপাশে
আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি
করে বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও বহি:ধারণ:
মোঃ শহিদুল হক
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৪৫ বিজয়ের গান

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৮-১৫ পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
নিয়ে বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাফিকুল ইসলাম রাফি
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৮-৩০ উত্তরাচল:
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আছিয়া আক্তার জামান ক্যামী
ক. প্রসঙ্গ কথা:
আজ মহান বিজয় দিবস
খ. আজকের ডায়েরি ও কুইজ
গ. ইতিহাসের এইদিনে:
তাপস কুমার রায়
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ:
একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান:
বদরুদ্দোজা বদর
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মেহেদুল ইসলাম

ঙ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে পাঠ
চ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: তানিয়া আক্তার ও মাসুদ রানা
ছ. বিজয় দিবসের গান: এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৯-০৫ বিজয়ের লাল সূর্য: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: উম্মে সালমা রিপা
উপস্থাপনা: আফিয়া ইতমাম
ক. প্রসঙ্গ কথা: বিজয় দিবসের তাৎপর্য
খ. বিজয় দিবসের গান: সমবেত কণ্ঠে
গ. মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস: বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সাত্তার
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: মাহজাবিন মোহনা
ঙ. একক অভিনয়: সামিহা তাসনীম
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান: সাফওয়ানা সুহান
ছ. দেশাত্মবোধক গান: সংগীতা রায় পায়েল
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-১৫ বিজয় দিবসের গান: বিজয় নিশান উড়ছে ঐ

বিকাল

৪-৩৫ বিজয়ের পতাকায়: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মনতোষ কুমার দে
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-১০ হৃদয় জুড়ে বিজয়: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: তৌহিদুন্নবী প্রধান
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ মোকসেদ আলী
ধারাবর্ণনা: তাসমিন আল বারী ও ফারহানা ইসলাম কলি
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-৪০ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠ
সংকলন, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আতিয়ার রহমান
অংশগ্রহণ: এস এম জসিম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-৫০ বিশেষ সংবাদ তরঙ্গ: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
ঠাকুরগাঁও ও এর আশেপাশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

সন্ধ্যা

৬-১০ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও নাগরিক দায়িত্ব: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা মোস্তাফিজুর রহমান রিপন
অংশগ্রহণ: দীপক কুমার রায়, মাহবুবুর রহমান খোকন ও লেলিনা জাহান লিটা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার।

৬-৪০ বিজয়ের গল্প: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: স্বপ্না শর্মা
ক. প্রসঙ্গ কথা: মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
খ. কথিকা: যেমন করে এল বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা শংকর কুমার দে
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৯-০৫ ভোরের আলো এসে পড়েছে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: পংকজ দেব অপু
সুর সংযোজনা: বাবুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: রুহুল আমিন ও রুবিনা পারভীন
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৯-৩০ বিজয়ের সূর্য: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে আসরভিত্তিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সানজিদা খান সায়মা
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. মুক্তিযুদ্ধের গান: অর্থে চক্রবর্তী (মম)
গ. মুক্তিযুদ্ধের গল্প: আহসানুল হক
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক): নাদিরা মুসলিমা এশা
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

১০-৩০ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ: দিবসভিত্তিক গানের অনুষ্ঠান

বেলা

১১-০৫ এদেশ আমার, মুক্তির সোপান: দিবসভিত্তিক গানের অনুষ্ঠান

দুপুর

১২-১০ সংবাদপত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা: দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রকাশিত নিবন্ধ, গল্প ও ফিচার নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুহাম্মদ উল্লাহ
প্রযোজনা: সমীর চন্দ্র বিশ্বাস

বেলা

১-০৫ বিজয় কেতন: যুবসমাজের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা সৌতি দাশ
খ. মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধু: ওবায়দুল হক
গ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: আদিত্য সিকদার প্রিন্স
ঘ. দেশাত্মবোধক গান: প্রীতি রাণী দত্ত
প্রযোজনা: সুলতান আহমেদ

সন্ধ্যা

৭-০৫ উচ্চারণগুলি শোকের: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ

রাত

৯-০০ নকশিকাঁথা ফুল: বিশেষ নাটক
রচনা: শুশোভন চৌধুরী
প্রযোজনা: স্বপন ভট্টাচার্য

১০-০০ মুক্তির জ্যোতি: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুনীল বড়ুয়া
অংশগ্রহণ: সাইমুম সরোয়ার এমপি, মাহমুদ উল্লাহ ও মোহাম্মদ আবু তাহের
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

বেলা

১১-১৩ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুনীল কান্তি দে
অংশগ্রহণ: ফিরোজা বেগম চিনু,
তুষার কান্তি বড়ুয়া ও
বীর মুক্তিযোদ্ধা
হাজী মোঃ কামালউদ্দিন
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

১১-৪০ বিজয় এসেছে রক্তস্রোতে:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

১-১০ বিজয় কেতন:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: দুলাল চৌধুর
ধারাবর্ণনা: তন্ময় দেওয়ান ও
মোঃ কাওসা
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
রনেশ্বর বড়ুয়া
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

১-৪০ বিজয়- প্রেরণা দিয়েছে
বিজয় লক্ষ্মী নারী:
মহিলাদের অংশগ্রহণে বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নেইপ্রাচিং চৌধুরী ননী
অংশগ্রহণ: নিরুপা দেওয়ান,
অঞ্জলিকা খীসা,
এ্যাডভোকেট কল্পী তালুকদার
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-৪০ যুবকণ্ঠ:
যুবসমাজের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুখসানা আক্তার
ক. বিজয় আমার অহংকার:
উপস্থাপক
খ. দিবসভিত্তিক গান
গ. উন্নত দেশ গড়তে যুবকদের ভূমিকা
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
ছেনোয়ারা বেগম
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-১৫ বিজয় কেতন উড়ছে ঐ:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গীতরচনা ও গ্রন্থনা:
মোঃ ফখরুজ্জামান
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আসী হোসেন চৌধুরী
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিজয়ের গান: প্রজ্ঞা চাকমা
গ. বিজয়ের কবিতা আবৃত্তি:
আরুশা তাসনিম
ঘ. মহান বিজয় দিবস সম্পর্কে
শিশুতোষ আলোচনা:
মোঃ নুরুল আবছার
ঙ. বিজয়ের গান: দিঘী বড়ুয়া ও
আসমিত জাহান মাইশা
চ. একক অভিনয়: শ্রেষ্ঠা দেব
ছ. বিজয়ের গান: সুমেধা চাকমা
জ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠ: প্রিয়াল চৌধুরী
ঝ. বিজয়ের গান:
সমবেত কণ্ঠে
ধারাবর্ণনা: মুক্তা আক্তার
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বিকাল

৪-২৫ গিরিসম্ভার: তথ্য বিনোদন ও
প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা
খ. চলতি ঘটনা পর্যালোচনা:
সাখাওয়াত হোসেন রুবেল
গ. ৭ই মার্চের ভাষণ বিজয়ের
মূলমন্ত্র:
বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন
ঘ. দিবসভিত্তিক গান
ঙ. ইতিহাস কথা কয়:
১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ:
মনিরুজ্জামান মহসিন রানা
চ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সৌমেন দে
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৫-১৫ জয় বাংলা বাংলার জয়:
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ ফখরুজ্জামান

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবন

বেলা

১১-১৫ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মেহেদী হাসান
উপস্থাপনা:
সন্ধ্যাতারা তঞ্চঙ্গ্যা
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

দুপুর

১২-৪৫ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ:
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল জলিল
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মিলন কুমার ভট্টাচার্য্য
গ. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কবিতা আবৃত্তি
ঘ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

বেলা

১-০৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
দৈনিক জাতীয়, আঞ্চলিক ও
স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহের
সম্পাদকীয় অংশের উপর
ভিত্তি করে সরাসরি অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বুদ্ধ জ্যোতি চাকমা ও
আমিনুল ইসলাম বাচ্চু
সঞ্চালনা: কৌশিক দাসগুপ্ত
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

১-৩৫ অপ্রতিরোধ্য নারী:
মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে মহিলাদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস ও
বাংলাদেশ বেতারের
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান:
মার্জিতা চাকমা
গ. কবিতা আবৃত্তি:
মৌমিতা চৌধুরী
ঘ. গান:
সব কটা জানালা খুলে দাও না:
সাবিনা ইয়াসমিন
ঙ. বীরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগ:
তানজিনা আক্তার
চ. 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ পাঠ

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা শিরিন
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৩-১০ বিজয়োল্লাস: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
সংগীত রচনা, সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: প্রকাশ বড়ুয়া
কবিতাংশে: শাহ মোঃ আরিফুল ও প্রিয়ন্তি মারমা
মুক্তিযুদ্ধের গল্প:
মোঃ রাশেদুল ইসলাম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোছাম্মৎ মরিয়ম আক্তার
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-৩৫ বিজয়ের চেতনায় উন্নত বাংলাদেশ: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
লক্ষীপদ দাশ ও এ কে এম জাহাঙ্গীর
সঞ্চালনা: মনিরুল ইসলাম মনু
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

বিকাল

৪-১০ রক্ত দিয়ে কেনা বিজয়: গীতিনকশা
রচনা: সাজিদ মাহমুদ প্রামানিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
অশোক কুমার পাল
বারাবর্ণনা:
এ এস এম আহসানুল আলম ও জয়ন্তী চৌধুরী
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৪-৪০ তারুণ্যের বিজয়:
তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. তারুণ্যের মিলনমেলা:
আলোচনা বিষয়:
দেশপ্রেম নিয়ে ভাবনা
খ. দেশাত্মবোধক গান: ঐশী দত্ত
গ. মুজিবনগর সরকার পরিচিতি সংগ্রহ ও পাঠ:
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
হোমাইরা তাহরিন নিলা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুচনা বড়ুয়া ইতু
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৫-১০ বিজয়ের কবিতা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৫-২৫ আমাদের পতাকা, আমাদের মান:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবির গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
মোহাম্মদ ইয়াকুব
উপস্থাপনা: বর্ষা ভৌমিক
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

৫-৫০ অমর বিজয়গাথা:
মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর-২০২২ উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিজয় দিবসের অঙ্গীকার ও দেশপ্রেম:
মোঃ খালেদ বিন চৌধুরী
গ. বিজয়ের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

সন্ধ্যা

৬-০৫ রণাঙ্গনের চিঠি:
মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা চিঠি পাঠের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
চিঠিপাঠে: মোবারক হোসেন ও লিমা আক্তার
গ্রন্থনা: মোঃ শওকত আযম
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৬-২০ বজ্রকণ্ঠ: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ-এর অংশবিশেষ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নেসার আহমেদ জাকির
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

৬-৩০ বেতার বিবরণী:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বান্দরবান অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও বহি:ধারণ:
রিব্বানুল কবির বাপ্পী
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

৬ বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

দুপুর

১২-০৫ স্মৃতিতে '৭১: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আবুল বাসার, বীর মুক্তিযোদ্ধা বশির উল আনোয়ার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক দুলাল
সঞ্চালনা:
শাহজাহান চৌধুরী
প্রযোজনা:
রায়হান হোসেন

বেলা

৩-০৫ বিজয়ের গান:
দিবসভিত্তিক নাটক
রচনা: মোঃ আশরাফ হোসেন
প্রযোজনা:
সৈয়দ মোঃ বিলাল উদ্দিন

৩-৩০ এক সাগর রক্ত পেরিয়ে:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রোকসানা ইয়াসমিন মনি
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার: বীর মুক্তিযোদ্ধা যোবেদা খাতুন পারুল
গ. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে: বিজয়ের গান
ঘ. বিজয়ের পাঁচ দশকে আমাদের অর্জন:
ড. মনিরুজ্জামান
ঙ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৩-৫৫ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

বিকাল

৪-০৫ বিজয়ের গান

৫-০৫ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও প্রামাণ্য ধারণ:
মোঃ মহসিন মিজি
প্রযোজনা:
রায়হান হোসেন

৫-৩৫ আমরাই গড়ব আমাদের দেশ:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমুন নাহার পূর্ণি
ক. বিজয়ের গান (সমবেত কণ্ঠে)
রচনা: কল্লোল মজুমদার
খ. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস:
বীর মুক্তিযোদ্ধা বশিরউল আনোয়ার
গ. বিজয়ের ছড়া গান:
সঞ্চিতা চক্রবর্তী
ঘ. বিজয় দিবসের
কবিতা আবৃত্তি:
প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঙ. দিবস ভিত্তিক গান:
সমবেত কণ্ঠে
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

সন্ধ্যা

৬-০৫ বিজয়ের জয়গান:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা:
কাজী মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
সুর সংযোজনা: সঞ্জিব চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-৩০ বিজয় দিবস ও আজকের ভাবনা:
নারীসমাজের অংশগ্রহণে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
প্রফেসর সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
ক. বিজয় দিবসের গান
খ. বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে
নারীসমাজের করণীয়:
হাসিনা আক্তার
গ. কবিতা আবৃত্তি:
সোহানা শারমিন রাকা
ঘ. নারীর অগ্রগতি ও বিজয়:
তাছলিমা বেগম
ঙ. দেশাত্মবোধক গান
প্রযোজনা:
রায়হান হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-১৫ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
বিজয়ের মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
বিষয়: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও
আজকের প্রজন্ম
গবেষণা ও গ্রন্থনা: সাদিয়া আফরিন
উপস্থাপনা: নাঈমা রহমান ও
সিকাত আবদুল্লাহ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৮-৪৫ বিজয় তুমি চিরভাস্বর:
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জান্নাতুন নাঈম সাবিহা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-০৫ বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণ:
ড. এ. কিউ. এম. মাহবুব,
শাহিদা সুলতানা ও মাহবুব আলী খান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-৩০ বিজয়ের পঙ্‌ক্তিমালা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রবিউল ওহাব
অংশগ্রহণ: শাহনাজ রেজা এ্যানি ও
ড. মোঃ গোলাম ফেরদৌস
প্রযোজনা:
ফয়সাল মাহমুদ

৯-৪৫ বিজয়ের গান

১০-০৫ রক্তস্নাত বিজয়:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: যোকাম আলী খান
সুর সংযোজনা ও
সংগীত পরিচালনা:
আব্দুস সালাম

১০-৩৫ আমরা তোমাদের ভুলবো না:
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবির
গানের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-১০ দেশাত্মবোধক গান:
বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
সমবেত কণ্ঠে

৮-২০ পূর্বাশা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. এইদিনে: বাংলাদেশ ও বিশ্ব
ইতিহাসে এইদিনে ঘটে যাওয়া
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর
তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন
গ. গৌরবোজ্জ্বল বিজয়:
ময়মনসিংহের বিভিন্ন
শ্রেণি-পেশার মানুষের
বিজয়ের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
বহিঃধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ঋতু ভট্টাচার্য
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: সার্বভৌম হে
তর্জনী: কামরুল হক
ঙ. মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের
চেতনায় অদম্য বাংলাদেশ:
অধ্যাপক ড. মোঃ জসিমউদ্দিন খান
চ. গান: বিজয় দেখেছি ১৬
ডিসেম্বরে: বাপ্পা মজুমদার ও
বুশরা শাহরিয়ার
গ্রন্থনা: শাহানা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৮-৪০ বিজয়োল্লাস: ঘোষক/ঘোষিকাদের
অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজনীন নাহার
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-১০ বিজয় দিবস ও আজকের বাংলাদেশ:
বিশেষ কথিকা
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর

৯-১৫ জয় বাংলা, বাংলার জয়:
বিজয়ের গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-৪০ আমি বিজয় দেখেছি: বীর
মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এডভোকেট,
বীর মুক্তিযোদ্ধা
সৈয়দ রফিক উজ জামান,
বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোঃ আকরাম হোসেন ও
বীর মুক্তিযোদ্ধা বিমল পাল
সঞ্চালনা: মিয়া মাসুম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

১০-১০ রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

১০-২০ লাল সবুজের পতাকা:
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক
কবিতার গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফাতেমাতুজ জহুরা
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
ক. মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে আলোকপাত
খ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
গান: বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
সমবেত কণ্ঠে
গ. সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা:
বন্ধ্যাত্ব: কারণ ও চিকিৎসা
সাক্ষাৎকার প্রদান:
ডা: আরিফা শারমিন মায়া
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
ডা: শাহেদুর রহমান
প্রযোজনা:
সাহিদা মঞ্জুরী

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৭-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিজয় দিবসের গান:
বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
অজিত রায়
গ. বিজয়ের চেতনায় আজকের কৃষি:
ড. এ. কে এম শামীম আলম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস

বিকাল

৫-৫০ সবুজ প্রান্তর:
পরিবেশ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান:
শারমিন আফরিন
গ. গান: মুজিব তুমি বিজয়ের গান:
শাম্মী আক্তার
গ্রন্থনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
উপস্থাপনা:
পারভীন আহসান মিলি
প্রযোজনা: জান্নাতুল ফেরদৌস

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল:
আঞ্চলিক অনুষ্ঠান: কিষাণ বধূ
ক. মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মুক্তিযুদ্ধ ও নারীসমাজ
শাহনাজ বেগম নীলা
গ. বিজয় দিবসের গান:
লাল সবুজের পতাকা:
সাজিয়া সুলতানা পুতুল
ঘ. একজন কৃষাণীর সাফল্য কথা:
মলি আক্তার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
শামসুন্নাহার রিনি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
পারভীন আহসান মিলি
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন
৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশেষ সাক্ষাৎকার:
স্বাধীনতা পরবর্তী তুলা শিল্পের
উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান
সাক্ষাৎকার প্রদান
ড. মোহাম্মদ এ.কে.এম ফরিদ উদ্দীন
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
শফিকুল ইসলাম বাহার
গ. বিজয় দিবসের গান:
রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি:
সমবেত কণ্ঠে
ঘ. আমার দেখা ১৬ই ডিসেম্বর:
বীর মুক্তিযোদ্ধার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মোঃ মিজানুর রহমান
আসর পরিচালনা:
এস এম সরোয়ার হোসেন
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-১০ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও গীতরচনা:
শাহাবুদ্দিন মজুমদার
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
ফয়সাল আহমেদ
উপস্থাপনা: সেলিনা আক্তার শেলী ও
আহসান হাবীব বাপ্পী
প্রযোজনা: ইয়াসমিন আক্তার
২-৪০ প্রাণের মানুষ: বিশিষ্টজনের
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের
শব্দসৈনিক কল্যাণী ঘোষ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফারহানা চৌধুরী বুশরা
প্রযোজনা: ইয়াসমিন আক্তার

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

৭-৪৫ বিজয় যখন আসে:
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
ইকবাল খোরশেদ/জাহিদ/তনিমা
প্রযোজনা: মোঃ আব্দুল হান্নান
১০-০৫ আনন্দ-বেদনার বিজয় কাব্য:
মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতার কবিতা ও
গান নিয়ে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: জান্নাতুল ফেরদৌস
১০-০৫ গাহি বিজয়ের গান:
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার
গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

রাত ১০.৪০-১১.০০ মি. (মধ্যপ্রাচ্য)
১.৪০-২.০০ মি. (ইউরোপ)
বিজয়গাথা:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কবিতা আবৃত্তি:
তোমার আপন পতাকা
আবৃত্তি: ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. সাক্ষাৎকার:
বিজয়ের ৫১ বছরে আমাদের অর্জন
সাক্ষাৎকার প্রদান: ড. আতিউর রহমান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
ফারহানা পারভীন হক
ঘ. গান: একটি বাংলাদেশ
তুমি জাগ্রত জনতার
শিল্পী: সাবিনা ইয়াসমিন
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
আব্দুস সবুর খান চৌধুরী
উপস্থাপনা: আহসান হাবীব ও
জান্নাতুল ফেরদৌস ভমা
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

External service

Time of Broadcast:
Between 6:30 PM & 7:00 PM
English 1st Transmission: 17 min
Between 11:45 PM & 1:00 AM
English 2nd Transmission: 25 min

A Tale of Victory:
Special Program on the
Occasion of Victory Day' 2022
a. Intro on Victory Day
b. Recitation of Poem: Bijoyer
Onubhuti (বিজয়ের অনুভূতি)
Recited by: Joyonto Chattopadhyay
c. Interview: Achievement of
Bangladesh in 50 years since victory
Interviewee: Dr. Atiur Rahman
Interviewer: Farhana Pervin Hoque
d. Song:
E Desh Amar Chokher Aloy
(এ দেশ আমার চোখের আলোয়)
Singer: Runa Laila
Research and Compilation:
Alfazuddin Ahmed Tarafdar
Presented by:
Ashik uz Zaman Sarkar and
Shamima Nasrin
Produced by:
Umma Farhana Hossain Shimu

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল
৯-০৫ বিজয় নিশান:
মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়
৯-৩০ পূর্ব দিগন্তের নতুন সূর্য:
মহান মুক্তিযুদ্ধ ও
স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
সোহরাব হোসেন সৌরভ
উপস্থাপনা: নাসরিন রহমান ও
সোহরাব হোসেন সৌরভ
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

বিকাল
৪-০০ রাঙা প্রভাত:
মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ নাটক
রচনা: তারিক মঞ্জুর
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

সন্ধ্যা
৬-০০ নব সূর্যালোকে:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার সুমনা ও
মোঃ আমিনুল ইসলাম
ক. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
খ. মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার/স্মৃতিচারণ:
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক
মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি:
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
গ. তরুণ প্রজন্মের চোখে আমাদের
মহান মুক্তিযুদ্ধ (প্রামাণ্য প্রতিবেদন):
সঞ্জীব দত্ত
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের গান
প্রযোজনা: নুসরাত জাহান সুমী

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন

১৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২২' উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে 'শেখ রাসেল দিবস-২০২২' উদ্বোধন এবং 'শেখ রাসেল পদক-২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

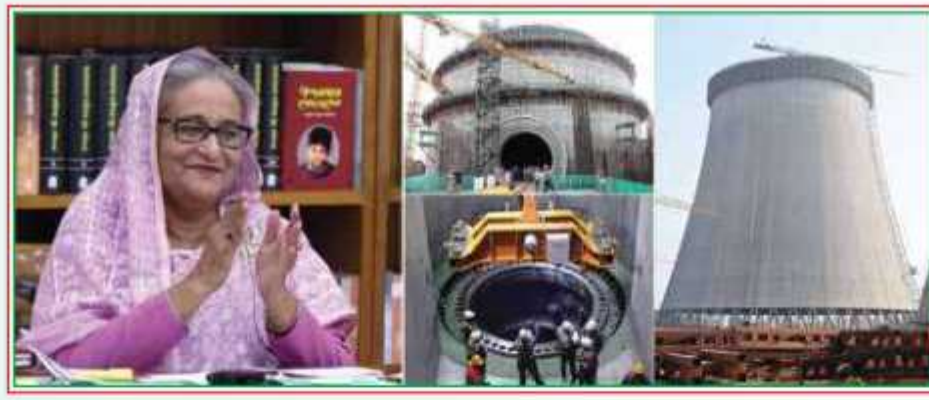

১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-২ এর রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল স্থাপন উদ্বোধন করেন

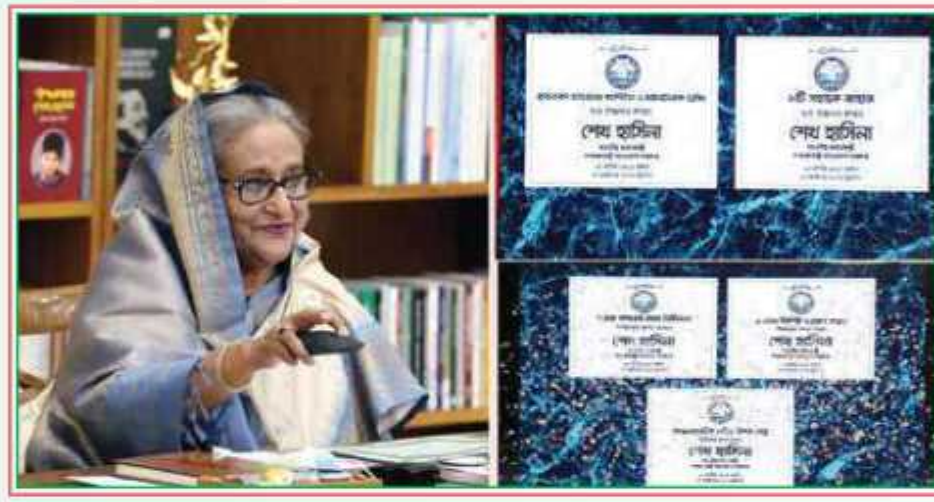

২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পায়রা সমুদ্রবন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রামের নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এভিয়েশন বহরে তৃতীয় ও চতুর্থ মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় সংসদের ২০তম অধিবেশনের প্রথম দিনে জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ, সংসদ সদস্য শেখ এ্যানী সহ সাবেক পাঁচ জন সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে আনিত এক শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন

১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় যুব দিবস ২০২২' এর উদ্বোধন এবং 'জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে ১২৪, ১২৫ এবং ১২৬তম আইন ও প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের সমাপনী এবং সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৩ নভেম্বর জেলহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্মরণ সভায় সভাপতির বক্তৃতা করেন

৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় সমবায় দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত 'অগ্নি সন্ত্রাসের আর্তনাদ: বিএনপি-জামাতের অগ্নি সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের খণ্ডচিত্র' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ২৫ জেলায় ১০০টি সেতুর উদ্বোধন করেন

৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২২ বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের সংবর্ধনা ও আর্থিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তাঁর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ট্রফি হস্তান্তর করেন দলের খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ

১১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন

১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মেইড ইন বাংলাদেশ সপ্তাহ ২০২২' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের ৫৯টি জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সে 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২২' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপণ মহড়া প্রত্যক্ষ করেন

১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্মেলন ২০২২' এবং 'হজ ও ওমরাহ ফেয়ার' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সারাদেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ইজেড) ৫০টি শিল্প ও অবকাঠামোর উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' এর দক্ষিণ টিউবের পূর্তকাজ সমাপ্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন

২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে 'বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর তৃতীয় আসরের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পদক বিতরণ করেন

২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদেরকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান

২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক নারী শান্তি ও নিরাপত্তা সেমিনার-২০২২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৪-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যা ৬-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৫-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মিঃ	ঢাকা	

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ৯-০৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	সকাল ১০-০৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
বাংলা	দুপুর ১২-২৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, রংপুর
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫মিঃ	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মিঃ	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি

বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মিঃ	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মিঃ	কুমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকেল ৫-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
ফেলাঙ্গুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যে ৬-৩৫ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যে ৬-৪৩ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মিঃ	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মিঃ	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার	অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘণ্টা
ঢাকা	ঢাকা - ক - ৬৯৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
		১৪:১৫ - ২৩:৩০	৯:১৫
	ঢাকা - খ - ৮১৯ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
		১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫
		০০:০০ - ০৩:০০	৩:০০
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম - ৬৩০ কিলোহার্জ	০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
	ঢাকা - গ - ১১৭০ কিলোহার্জ	১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ	১৩:৫৭ - ২৩:০০	৯:০৩
	এফএম - ৯৭.৬ মেগাহার্জ	-	-
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০
		১৩:০০ - ১৫:০০	২:০০
		১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০
		২৩:০০ - ২৩:৪৫	০০:৪৫
		০০:০০ - ০৩:০০	৩:০০
	এফএম - ১০২.০ মেগাহার্জ	-	-
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ /৯২মেগাহার্জ	-	-

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার	অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘন্টা
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ৮:৩০ ০৯:০০ - ১৯:০০ ২১:০০ - ২১:৩০	২:০০ ১০:০০ ০০:৩০
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০ ১৪:১৫ - ২৩:৩০	৫:৪০ ৯:১৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম - ৮৭৩ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০- ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
	এফএম ১০৫.৬ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
রাজশাহী	রাজশাহী - ১০৮০ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১২	৩:৩০ ১১:১২
	রাজশাহী - ৮৪৬ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১২	৩:৩০ ১১:১২
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১৪:০০ - ২৩:১৫	৩:৩০ ৯:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১০:১৫ - ১১:১৫ ১৯:৩০ - ২৩:০০	১:০০ (প্রতি শুক্রবার) ৩:৩০
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১২	৩:৩০ ১১:১২
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
খুলনা	খুলনা - ৫৫৮ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৩:৩০ ১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১৩:০০ ১৯:০০ - ২৩:১৫	৬:৩০ ৪:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১০:১৫ - ১১.৩০ ১৯.৩০-২৩.০০	১:১৫ (প্রতি শুক্রবার) ৩:৩০
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১৪.৩০ - ২৩:১৫	৩:৩০ ৮:৪৫
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১৪:৩০ - ২৩:১৫	৩:৩০ ৮:৪৫
রংপুর	রংপুর - ১০৫৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০ ১৯:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০ ৪:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০ - ২৩:০০ ১০:১৫ - ১১.১৫	৩:৩০ ১:০০ (প্রতি শুক্রবার)
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ	১৪:০০ - ১৫:০০ ১৮:২০ - ২৩:১০	১:০০ ৪:৫০
সিলেট	সিলেট - ৯৬৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৩:৩০ ১১:১৫

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার	অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘণ্টা
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	৭:০০ - ১০.০০ ১৯:০০ - ২৩:০০	৩:০০ ৪:০০
বরিশাল	বরিশাল - ১২৮৭ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১০ ১৫:০৫ - ১৫:৫৫ ১৫:৫৫ - ২৩:১০	৪:৪০ ৭:১৫
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১০ ১৩:৫০ - ২৩:১০	৪:৪০ ৯:২০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও - ৯৯৯ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১১:১০ ১৫:০০ - ২৩:২০	৪:৪০ ৮:২০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১১:১০ ১৪:০০ - ২৩:২০	৪:৪০ ৯:২০
রাঙামাটি	রাঙামাটি - ১১৬১ কিলোহার্জ এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ	১১:০০ - ২১:০০ ১১:০০ - ২১:০০	১০:০০ ১০:০০
কক্সবাজার	কক্সবাজার - ১৩১৪ কিলোহার্জ এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৮:৩০ - ১৪:০৫ ০৬:৩০ - ১৪:০০ ১৯:০০ - ২৩:০৭	৫:৩৫ ৭:৩০ ৪:০৭
কুমিল্লা	কুমিল্লা - ১৪১৩ কিলোহার্জ	১১:০০ - ২৩:৩০	১২:৩০
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ	২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ০৮:০০ ১১:০০ - ২৩:৩০	১:৩০ ১২:৩০
বান্দরবান	বান্দরবান - ১৪৩১ কিলোহার্জ	১১:০০ - ২১:০০	১০:০০
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	১১.০০ - ২১.০০	১০:০০
নওগাপাড়া	নওগাপাড়া এফএম ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০-১০:০০ ১৪:৩০-২৩১৫	৩:৩০ ৮:৪৫
গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ এফএম ৯২.২ মেগাহার্জ	০৮:০০-১১:০০ ১৪:০০ - ১৬০০ ১৭:০০ - ২১:০০	৩:০০ ২:০০ ৪:০০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ এফএম ৯২ মেগাহার্জ	০৮:০০-১১:০০ ১৪:০০ - ১৬০০ ১৭:০০ - ২১:০০	৩:০০ ২:০০ ৪:০০
	হোম সার্ভিস শর্টওয়েভ -৪৭৫০ কিলোহার্জ	১২:০০- ২৩:০০	১১:০০
	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)		
	ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০
		১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০
		২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০
		২২:০০ - ২২:৩০ ২২:৩০ - ২৩:৩০	০০:৩০ ১:০০
		২৩:৪৫ - ০১:০০ ০১:১৫ - ০২:০০	১:১৫ ০০:৪৫

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটারসমূহ

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঢাকা-৮৮.৮	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	০৭০০-২৩০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
ঢাকা-৯০.০	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম	১৮৩০-০২০০	৫	৯০	৩.৩৩
ঢাকা-৯৭.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৯০০-২৩০০	৫	৯৭.৬	৩.০৭
ঢাকা-১০০	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬০০-১২০০			
	ঢাকা-এফএম ১০০/ ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস	১৩০০-১৫০০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৭০০-২৩০০			
	ঢাকা-ক	২৩০০-২৩১৫	৩	১০০	৩.০
	বিশ্ব সংগীত	২৩১৫-০০০০			
	নিশুতি অধিবেশন	০০০০-০৩০০			
ঢাকা-১০৩.২	ফ্রি চ্যানেল	----------	৫	১০৩.২	২.৯০
ঢাকা-১০৪	ঢাকা ক	০৬৩০-০৭৩০			
	ঢাকা খ	০৭৩০-০৮৩০			
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম	০৯০০-১৯০০	১০	১০৪	২.৮৮
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
ঢাকা-১০৬	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-১২০০	১০	১০৬	২.৮৩
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	১৪১৫-২৩৩০			
চট্টগ্রাম-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৮০০-১০০০			
		১২০০-১৯৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৯৩০-২০০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২০০০-২১০০			
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২১৩০-২২৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১০			
চট্টগ্রাম-১০৫.৬	পরীক্ষামূলক		২	১০৫.৬	২.৮৪
খুলনা -৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৮০০-১০০০			
	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১০০০-১২০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ অনুষ্ঠান	১২০০-১৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৯০০-১৯৩০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৯৩০-২০০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২০০০-২১০০			
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২১৩০-২২৩০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১৫			
খুলনা -৯০	মিনা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার)	১০১৫-১১৩০	৫	৯০	৩.৩৩
	বিনোদনমূলক ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	১৯৩০-২৩০০			
নওয়াপাড়া-১০০.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	০৬৩০-১০০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
		১৪৩০-২৩১৫			

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
খুলনা -১০২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	০৬৩০-১০০০ ১৪৩০-২৩১৫	১	১০২	২.৯৪
সিলেট-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
সিলেট-৯০	পরীক্ষামূলক		৫	৯০	৩.৩৩
সিলেট-১০৫.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-১০০০ ১৯০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২৩০০	১	১০৫.২	২.৮৫
রাজশাহী-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১৪০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০ ১০	৮৮.৮ ৮৮.৮	৩.৩৮ ৩.৩৮
রাজশাহী-৯০	মিনা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) ঢাকার অনুষ্ঠান	১০১৫-১১১৫ ১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রাজশাহী-১০৪.০	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১২	৫	১০৪	২.৮৮
রাজশাহী-১০৫.২	পরীক্ষামূলক	----------	১	১০৫.২	২.৮৫
রংপুর-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
রংপুর-৯০	মিনা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১০১৫-১১১৫ ১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রংপুর-১০৫.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	১৭১০-১৯০০ ২১০০-২১৪৫	১	১০৫.৬	২.৮৫

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঠাকুরগাঁও-৯২	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১১১০ ১৪০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০	১০	৯২.০	৩.২৬
কুমিল্লা-১০১.২	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০	২	১০১.২	২.৯৬
কুমিল্লা-১০৩.৬	বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ১১০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩৩০	১০	১০৩.৬	২.৯০
বরিশাল-১০৫.২	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-০১১১০ ১৩৫০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	১০৫.২	২.৮৫
কক্সবাজার-১০০.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮৩০ ০৮৩০-১৬০০ ১৯০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
বান্দরবান-১০৪	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১০০-২১০০	৫	১০৪	২.৮৮
রাঙ্গামাটি-১০৩.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১০০-২১০০	৫	১০৩.২	২.৯০
গোপালগঞ্জ - ৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	০৮০০-১১০০ ১৪০০-১৬০০ ১৭০০-২১০০	১০	৯২.০	৩.২৬
ময়মনসিংহ - ৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	০৮০০-১১০০ ১৪০০-১৬০০ ১৭০০-২১০০	১০	৯২.০	৩.২৬

বিশেষ ঘোষণা

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজার কেন্দ্রের নির্ধারিত এফএম ব্যান্ডে প্রচারিত বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ইংরেজি ও বিবিসি বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখের পর থেকে বন্ধ থাকবে। তবে ঢাকা কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত এফএম ব্যান্ডে বিবিসি ওয়ার্ল্ড ইংরেজি সম্প্রচার যথারীতি অব্যাহত থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার

বাবাসহ আমাদের দেশে;
কত-যে মুক্তিযোদ্ধা ।
আমরা সবাই মিলে তাঁদের প্রতি
জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশের সারাটা জমিন
করেছে তাঁরা রক্তে রঙিন!
অটুট রাখতে জাতির বোল
রিক্ত হয়েছে মায়ের কোল!
সারাটা বাংলার বুকে পিটিয়ে ঢোল
বজ্রকণ্ঠে বলেছিল তাঁরা-
স্বাধীন পতাকা হাতে তোল!

যখনই এই বাংলায় বাজিয়া উঠিল-
স্বাধীনতার মুক্ত বাঁশি;
তখনই ফুটিয়া উঠিল মানবের তরে
বুকভরা স্নিগ্ধের হাসি!

স্বাধীনতার পর একদা...

বাবা ডেকে বলে মোরে-
একটা কথা শোনাই তোমারে;
কত যে 'সোহাগ' তোমার মতো!
প্রাণ দিয়েছে- যে কত...! শত-শত!
আর; বীরেরাই দিয়েছে তাজা প্রাণ!
তাইতো তাঁরা ইতিহাসে-
রয়েছে অম্লান।

মো. তাজুল ইসলাম সোহাগ
সালথা, ফরিদপুর

একাত্তর

বাবা-মায়ের মুখে শুনেছি
একাত্তরের কথা।
মনে হয় যেন গল্প শুনছি
আসলে যে সত্যি,
ভাবতে পারি না তা।
মানুষ নামের নরপশু ওরা
চালায় বাঙালির উপর
নির্মম অত্যাচার ও বর্বরতা।
২৫শে মার্চ কালরাত্রে
ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল
বাঙালির উপরে।
বাঙালির কিছু কুসন্তান
হলো তাদের দোসর।
নয়মাস হত্যাযজ্ঞ
আর ধর্ষণ ওরা চালায়।
বাঙালি নর-নারীরা
রক্ষা নাহি পায়।
লক্ষ শহিদের রক্ত আর
কত মা-বোনের ইজ্জত গেল,
এত দুঃখকষ্টের বিনিময়ে
বাঙালি মহান স্বাধীনতা পেল।
এই বীর সন্তানদের মোরা
নাহি যেন ভুলি,
বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে
রইল শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মানিক লাল পাল
কদমতলা, পিরোজপুর

বিজয় আমার

বিজয় আমার মায়ের আদর
শীতকালেতে গরম চাদর
জায়নামাজের ভূমি,
রাখাল রাজার বাঁশি সে যে
শান্তি সুখের রাশি সে যে
ফুল ফোটা মৌসুমি।

বিজয় আমার কাব্য ছড়া
রোদ ঝলমল বসুন্ধরা
চাঁদের নিটোল হাসি,
স্বপ্ন সে তো শহিদ ভাইয়ের
উপমা কোথা বলো পাই এর?
ছন্দে ঠাসাঠাসি।

বিজয় হলো লাখ জনতার
এবং প্রীতি মায়া মমতার
বাবার স্নেহ, শাসন,
সোনার বাংলার চোখের মণি
আশা ভাষা বুকের ধ্বনি
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

শাহীন খান
বালারীপাড়া, বরিশাল

মুক্তিকামীর দল

লাল-সবুজের নিশান হাতে
যুদ্ধ করে দিনে রাতে
মুক্তিকামীর দল,
বুকের রক্ত চুষে নিলো
তিরিশ লক্ষ জীবন দিলো
যায়নি তবু বল।

বীর বাঙালিরা তাদের মারে
পাকসেনারা যুদ্ধে হারে
ছিল না বুকে ভয়,
একটি সাগর রক্তের তরে
একাত্তরের ডিসেম্বরে
আনলো ছিনে জয়।

আনলো যারা বিজয় ঘরে
শ্রদ্ধা স্মরণ হৃদয় ভরে
চোখে অশ্রু জল,
খুশির ছোঁয়া সবুজ ঘাসে
মহান বিজয় দিবস হাসে
স্বাধীন বাংলা দল।

সুয়াইব মোহাম্মদ নাহিদ
মেলান্দহ, জামালপুর

বিজয় নিশান

বুকটা ছিল দুঃখ-ভরা
কষ্ট ছিল মনে
কষ্ট ছিল ধানের ক্ষেতে
সবুজ শ্যামল বনে।
কষ্ট ছিল কৃষক-শ্রমিক
বৃদ্ধ-শিশুর হাসিতে
কষ্ট ছিল মা-বোন আর
পোড়া বাঁশের বাঁশিতে।
কষ্ট ছিল শিউলি বকুল
রক্তজবা রঙ্গণে
তাইতো সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে
সেদিন রণ অঙ্গনে।
কষ্টগুলো শক্তি করে
দেশের জন্য যায় লড়ে
শত্রুসেনা নিপাত করে
দেশ বাঁচানোর এই ঝড়ে।
পায়ের নিচে শত্রুসেনার
যুদ্ধঘাঁটি গুঁড়িয়ে
ডিসেম্বরে বিজয় নিশান
দেয় বাঙালি উড়িয়ে।

জলবা শফিক
রামপুরা, ঢাকা

বিজয় তুমি

বিজয় তুমি বাংলা মায়ের
স্বাধীন দেশে সবুজ গাঁয়ের
কোটি প্রাণের সুখ
খেটে-খাওয়া বীর বাঙালির
হাসিমাখা মুখ।

বিজয় তুমি পাখির গানের
সোনা রঙের আমন ধানের
ফুল ফসলের ঘ্রাণ
নজরকাড়া রূপের ছোঁয়ায়
বিমোহিত প্রাণ।

বিজয় তুমি মাল্লা-মাঝির
যুদ্ধে যাওয়া শহিদ গাজীর
রক্তে কেনা দেশ
যার কারণে পেলাম খুঁজে
স্বাধীন পরিবেশ।

বিজয় তুমি নয়টি মাসের
দীর্ঘদিনের রুদ্ধশ্বাসের
করলে অবসান
বিশ্ব মাঝে রাখলে উঁচু
বাংলাদেশের মান।

কাজী মারুফ
কালকিনি, মাদারীপুর

বিজয়

বিজয় মানে উল্লাসে ফেটে পড়া
উন্মুখ থাকা আশার আলোর জন্য
সাধনার মিশ্রিত এক প্রতিফল
আকাশে অজস্র তারার মাঝে
নিবিড় সুখে নিজের ছায়া দেখা
অগণন কৃতজ্ঞতা তাদের তরে
পথের দিশারি লাখ সৈনিকের
জীবনমৃত্যুর ব্যবধান ভুলে
পতাকায় আঁকা একটি মানচিত্র
বঞ্চিত মানুষের জয় উল্লাস।

নাসরীন খান
পল্লবী, ঢাকা

বিজয়গাথা

বিজয় নামটি শুনেই সবার
মনের কোণে খুশির ঢল,
আজ সহজে বলছি যত
নয় তো সহজ বিজয় ফল।

লাখো প্রাণের বিনিময়ে
এসেছিলো বিজয় দিন,
শহিদ যত হবে না শোধ
কোনদিনও তাদের ঋণ।

দিনে-রাতে যুদ্ধ করে
বিজয় পাওয়া নয় মাসে,
কষ্টমাখা দিনের কথা
শুনলে মনে ভয় আসে।

সালাম সালাম হাজার সালাম
রাখলো যারা দেশের মান,
স্মৃতির পাতায় রইবে লেখা
যুগান্তরে তাদের শান।

এম ইব্রাহীম মিজি
ধামরাই, ঢাকা

শীতের ছবি

ধান-শালিকরা আসর বসায়
মেঠোপথের বাঁকে,
খেজুর রসের কাড়াকাড়ি
হয় বুলবুলির ঝাঁকে!

শিশির কণায় পা ভিজিয়ে
করছে ছুটোছুটি,
সকাল থেকে দস্যিপনায়
নেই কারো নেই ত্রুটি।

কলরোলে মেতে আছে
দস্যি ছেলের দল,
দস্যি ছেলের দুই হাতে কী
মটরশুঁটির ফল।

মাঠ সেজেছে হলুদ রঙে
হাসছে সর্ষে ফুল,
মায়ের মতো মায়ামাখা
কমলা নদীর কূল।

আলমগীর কবির
বড়াইগ্রাম, নাটোর

শীতের বুড়ি

শীতের বুড়ি মারছে তুড়ি
সব্জীবাগে জাগছে কুঁড়ি
হিমের পরশ মেখে,
ঘাড় বাঁকিয়ে হাড় কাঁপিয়ে
লাঠি হাতে ঠকঠকিয়ে
বসলো গায়ে জেঁকে।

সূর্যি মামা দিচ্ছে হামা
পরছে গায়ে মেঘের জামা
দুধ-কুয়াশার ফাঁকে,
পথের ধারে অনাহারে
কত্তো শিশু কষ্টে বাড়ে
বাহুতে শীত ঢাকে।

লেপ তোষকে আমোদ করে
মোজা জুতা স্যুট কোট পরে
ধনীর দুলাল হাসে
শীতের বুড়ি ফাঁসায় রাতে
ধানের ক্ষেতে সন্ধ্যা প্রাতে
চাষির জীবন নাশে।

সুবর্ণা অধিকারী
গোপীবাগ, ঢাকা

শীতের পিঠা

শীতের কালে হরেক পিঠা চিতই মুড়ি মোয়া,
শীতের পিঠা ভীষণ মিঠা পেলে মায়ের ছোঁয়া।

ডিমের বড়া ডালের বড়া আরো নানান পুরি,
বরফি ভাপা নিমকি চাপা সিঙ্গারা ডাল-পুরি।

পাকন পিঠা নকশি পিঠা পাপড় পুলি পিঠা,
নিজের হাতে শীতের প্রাতে খেতে দারুণ মিঠা।

সাজের পিঠা নোনতা পিঠা কী যে দারুণ খেতে,
শীতের দিনের এসব পিঠা প্রহর গুনি পেতে।

আমীরুল ইসলাম ফুআদ
ডেমরা, ঢাকা

বেতার সংবাদ

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার-এর বাংলাদেশ বেতার পরিদর্শন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার গত ৪ ডিসেম্বর আগারগাঁও জাতীয় বেতার ভবন পরিদর্শন করেন।

এই মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে যোগদানের পর বাংলাদেশ বেতারে এটি তাঁর প্রথম আগমন। এ উপলক্ষ্যে তিনি সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ বেতারের তিন শাখার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে উপস্থাপনা অবলোকন করেন এবং এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) ও বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক খাদিজা বেগম। এছাড়া অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) এ এস এম জাহীদ ও প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ ভূঁইয়া-সহ বাংলাদেশ বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব বাংলাদেশ বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপচারিতায় বেতারের উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের স্টুডিও ঘুরে দেখেন এবং চলমান অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এছাড়া তিনি জাতীয় বেতার ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন শেষে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের আধুনিকায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন কেসিসি মেয়র

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের অভ্যর্থনা কক্ষ, অধিবেশন কক্ষ ও স্টুডিও'র আধুনিকায়ন করা হয়েছে। কার্যক্রম সমাপ্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ হারুনুর রশীদ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন মিন্টু অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে বক্তৃতায় মেয়র সরকারের চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে

জনসাধারণকে অবহিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় বাংলাদেশ বেতারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারকে আরো আধুনিকায়ন করে শ্রোতা-আকৃষ্ট অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য কর্মকর্তাদের আহবান জানান। বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক নিতাই কুমার ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক প্রকৌশলী তাজুন নিহার আক্তার ও উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক মোঃ নুরুল ইসলামসহ বেতারের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিল্পী-কলাকুশলী এসময় উপস্থিত ছিলেন।

৪০তম বিসিএস (তথ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিংয়ের উদ্বোধন

গত ৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে বাংলাদেশ বেতারে যোগদানকারী ৪০তম বিসিএস (তথ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের চার

দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিংয়ের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) ও বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক খাদিজা বেগম। এছাড়া অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) এ এস এম জাহীদ ও প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ ভূঁইয়া বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী। ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিংয়ে মোট নয়জন নবীন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৭ম ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন বাংলাদেশ বেতারের উপপরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

৭ম ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২১ লাভ করেছেন বাংলাদেশ বেতারের উপ-পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে 'স্বপ্নজয়ের পথে' শিরোনামের জনসচেতনতামূলক প্রামাণ্য প্রতিবেদন নির্মাণ ও প্রযোজনার জন্য বেতার ক্যাটাগরিতে তিনি এ পুরস্কার লাভ করেন। এ নিয়ে ৫ম বারের মত তিনি ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন। অভিবাসন সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় এবার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মোট ১৬ জন গণমাধ্যমকর্মীকে দেয়া হয় ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২১।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক-ইন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট, স্বীকৃতির সনদ ও পুরস্কারের অর্থমূল্যের চেক তুলে দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি। এসময় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলম, এনডিসি,

জুরিবোর্ডের সদস্য, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ এবং ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম এন্ড ইয়থ ইনিশিয়েটিভস কর্মসূচির প্রধান শরীফুল ইসলাম হাসান ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম), আইএলও, রামরু'র প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ এখন থেকে পূর্বের অন্যান্য মাধ্যমের পাশাপাশি ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন 'নগদ' এর মাধ্যমেও গ্রাহকচাঁদা পরিশোধ করতে পারবেন। এজন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

Lorem ipsum

ক) 'নগদ' অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে:

নগদ অ্যাপ-এ লগইন করুন | মার্চেন্ট পে বাটনে ক্লিক করুন | মার্চেন্ট মোবাইল নাম্বার টাইপ করুন | প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করুন | টাকার পরিমাণ টাইপ করুন | আপনার রেফারেন্স ও পিন টাইপ করুন | ট্যাপ করে ধরে থাকুন | পেমেন্ট শেষে আপনি একটি কনফার্মেশন মেসেজ পাবেন

খ) মোবাইল ফোনে ডায়ালের মাধ্যমে:

বেতার বাংলা'র গ্রাহকচাঁদা পরিশোধে
'নগদ' একাউন্ট নম্বর: ০১৮৪৮২৫৯৪০৪

ডাকমাশুল ও অনলাইন চার্জসহ বার্ষিক
৬টি সংখ্যার গ্রাহকচাঁদা: ১৮২/- টাকা মাত্র

পুরাতন গ্রাহকেরা রেফারেন্সে গ্রাহক নম্বর ব্যবহার করবেন। টাকা পরিশোধের পর বেতার প্রকাশনা দপ্তরের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/betarbangla.bb (বেতার প্রকাশনা দপ্তর) এ আপনার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যে নম্বর থেকে টাকা পরিশোধ করেছেন তার শেষ চার ডিজিট এবং ট্রানজেকশন আইডি মেসেজ করে নিশ্চিত করুন।

বেতারবাংলা

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বেতার বাংলা'র সকল পাঠক, লেখক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বেতারবাংলা

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার

৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মিশরের শারম আল শাইখ শহরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৭ এর তৃতীয় দিনে 'হাইলেভেল ইভেন্ট অন ক্লাইমেট একশন' সেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং পরিবেশবিদ ড. হাছান মাহমুদ এমপি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন

২৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি চট্টগ্রামের শাহ আলম বীরউত্তম অডিটোরিয়ামে চট্টগ্রাম হার্ট ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন

৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'গ্লোবাল এম্বাসেডর ফর ডায়াবিটিস' হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষ্যে পর্তুগালের লিসবনে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব ডায়াবিটিস সম্মেলন-২০২২' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তা প্রদান করেন

৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে জেলহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বনানী কবরস্থানে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বরের শাহাদতবরণকারীদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক নারী শান্তি ও নিরাপত্তা সেমিনার-২০২২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন